প্রথম আলো

Prothom Alo North America

14 December 2023, Thursday, 7th Year, Issue 352, 40 Pages

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৩০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫১, পৃষ্ঠা: ৪০

অকার্যকর হয়ে পড়েছে নিরাপত্তা পরিষদ পৃষ্ঠা ২৫

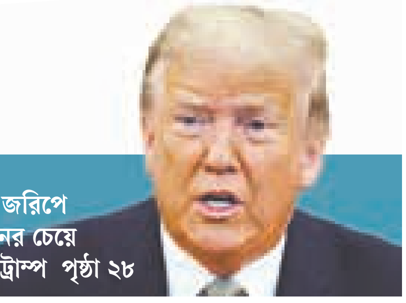

জনমত জরিপে বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে ট্রাম্প পৃষ্ঠা ২৮

শীত আমেরিকায় ২১ ডিসেম্বরকে শীতকালের প্রথম দিন বলা হয়। প্রকৃতির সাথে ক্যালেন্ডারের যোগসূত্র থাকলেও নভেম্বর মাস থেকেই শীত তীব্র হতে শুরু করে। এরমধ্যেই শূন্য তাপমাত্রার কাছাকছি পৌঁছেছে নিউইয়র্কের আবহাওয়া। শীতের তীব্রতা মোকাবেলা করে চলমান জনজীবন। ছবি: রহমান মাহবুব

আমেরিকান মুসলমানরা কোনদিকে যাবে?

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন

২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে মুসলিম ভোটাররা নানা কারণে গুরত্বপূর্ণ ও নিয়ামক হয়ে উঠছেন।

হেলাল উদ্দীন রানা

আগামী জাতীয় নির্বাচনে মার্কিন মুসলমানরা কোন পক্ষে যাবেন? ডেমোক্রেট দলের চেনা আস্তানায় নিজেদের প্রতারিত মনে করছেন মুসলমানরা। বৈরী আর বিদ্বেষের শিবির হিসেবে পরিচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার রিপাবলিকান শিবির। নির্বাচনে ভোট না দিয়ে বসে থাকার পরিণামও ভালো হবে না বলে মনে করছেন অনেকেই। মার্কিন রাজনীতিতে ক্রমশ ক্রমশ শক্রশালী হয়ে উঠা মুসলিম আমেরিকানদের জন্য ২০২৪ সালের নির্বাচন এক মহা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ডেমোক্রাটদের "রিজার্ভ ভোট ব্যাংক" বলে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের নীরিহ মুসলিম ভোটাররা এবার বাইডেন এবং তাঁর প্রসাশনের উপর খুবই ক্ষুব্ধ।গাজার গণহত্যায় নীরব সমর্থন ও ইসরায়েলের প্রতি একতরফা নীতির কারণে বাইডেনের প্রতি নিজেদের আস্হা ও সমর্থন প্রতাহার করার অঙ্গিকার করেছেন মুসলিমরা।এতে করে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বাইডেন ভীষণ চাপে আছেন বা বিপাকে পড়তে যাচ্ছেন।

২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে মুসলিম ভোটাররা নানা কারণে গুরত্বপূর্ণ ও নিয়ামক হয়ে উঠছেন। অনেকে এটাকে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের উত্থান বলে বিবেচনা করছেন। মাত্র দু'দিন আগে মিশিগান ও পেনসেলভেনিয়ায় পরিচালিত সিএনএন' এর এক জরিপে দেখা গেছে, বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্প দৌড়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত করা যাবে না

প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

ঢাকা অফিস

গাজীপুরে দুর্বৃত্তদের রেললাইন কাটা, ট্রেনের ইঞ্জিনসহ সাতটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'মানুষকে হত্যা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

জাতীয় পার্টি না থাকলে বিরোধী দল কে হবে?

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

জাতীয় পার্টিকে কোন সিট ছেড়ে দেয়া হবে না এমন নাটক হয়ত ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

- জাতীয় পার্টি ২০/২৫টি সিট পাওয়ার নিশ্চয়তা না পেলে নির্বাচন প্রত্যাখান করতে পারে।
- রওশন এরশাদ চান কোনভাবেই জাতীয় পার্টিকে যেন কোন সিট ছেড়ে দেয়া না হয়।

তানভীর সিদ্দিকী

আগামী নিবাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে। কিন্তু বিরোধী দল কে? সিট ভাগাভাগি না করলে জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ আওয়ামী লীগ বরাবরের মত বলেই যাচ্ছে জাতীয় পার্টিকে কোন সিট দেয়া হবে না। তাদেরকে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী সিট ছেড়ে না দিলে ৪/৫টি সিট পাবে কিনা সন্দেহ। এদিকে এখনো পর্যন্ত বিরোধী দলকে খুঁজে পায়নি আওয়ামী লীগ। অনেকে মনে করছেন, জাতীয় পার্টিকে কোন সিট ছেড়ে দেয়া হবে না এমন নাটক হয়ত ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এরপর সব ঠিক থাকলে হয়ত ২৫/৩০টি সিট ছেড়ে দিতে পারে আওয়ামী লীগ। কারণ এ ছাড়া আগামী সংসদ অন্যান্য বছরের মত জমানো যাবে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতভাবের কারণে হয়ত জাতীয় পার্টি ধরা খেতে পারে। তখন হয়তো বিদ্রোহী প্রার্থীদের জোট বিরোধী দলের আসনে আসীন হতে পারে।

জাতীয় পার্টি কোথায় যাবে?

এখনকার জাতীয় পার্টি চালান এরশাদের ছোট ভাই এবং পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের। যার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেশ দূরত্ব আছে। এ দূরত্ব কমাতে ভারতের বিভিন্ন এজেন্সি বেশ তৎপর । এমন কি মাস তিন এক আগে জিএম কাদেরকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে শেখ হাসিনাকে সব ধরণের সহায়তা করতে বলে দেয় ভারত। সেই দিল্লী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ইসরায়েল নিয়ে বাইডেনের অবস্থানের পরিবর্তন?

ডেস্ক রিপোর্ট

গাজায় ইসরায়েলের বোমাবর্ষণ ও ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় ফিলিস্তিনির প্রাণহানি নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আগের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে । গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধে নিজের দল (ডেমোক্রেটিক পার্টি) ও সমর্থকদের মধ্য থেকে অব্যাহত চাপের মুখে বাইডেন তাঁর অবস্থান বদলাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যেও ইসরায়েল প্রশ্নে চরম বিরোধ এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা শুরুর পর প্রথম দিকে হামলায় ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সংখ্যা যখন দ্রুত বাড়ার খবর আসছিল, তখন এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছিল বাইডেনকে। গাজায় অসংখ্য ফিলিস্তিনির মৃত্যু হচ্ছে, এটা মানতেও কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন তিনি।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

নির্বাচন নয়, বানরের পিঠা ভাগাভাগি হচ্ছে

বললেন মঈন খান

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে 'বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে' শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় এ কথা বলেন তিনি।

ঢাকা অফিস

মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, এবার যা হচ্ছে তা নির্বাচন নয়, এটা বানরের পিঠা ভাগাভাগি। সেই কাজগুলো আপনারা (সরকার) প্রকাশ্য করছেন। আপনারা জাতিকে কলঙ্কিত করেছেন। যে দেশ গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীন করা হয়েছিল, সে দেশে এই নির্বাচনের প্রহসন চলতে পারে না।

বৃহস্পতিবার সকালে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে 'বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে' শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় এসব কথা বলেন তিনি।

মঈন খান বলেন, এই সরকার বছরের পর বছর ক্ষমতা আকড়ে ধরে রেখেছে। এরপরও তারা কেনো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটে আসতে ভয় পায়? আমরা তাদের (সরকার) আমন্ত্রণ জানাবো, আপনারা সমস্ত বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানুন, হুমকি-ধামকি এবং মামলা হামলা ছেড়ে দিয়ে জনগণের মুখোমুখি হোন। দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিন। আপনারা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে আসুন। সেই নির্বাচনে জয়লাভ করলে আমি সর্বপ্রথম আপনাদের অভিনন্দন জানাবো। কিন্তু দেশের বাস্তবতা আজকে ভিন্ন। সেই বাস্তবতায় আপনারা মানুষকে ভয় পান।

মানুষের ভোটকে ভয় পান। সেজন্য আজকে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধু বলেই উপদেশ দেয়: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক

আব্দুল মোমেন

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক মধুর বলে দাবি করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'তারা বন্ধু বলেই আমাদের উপদেশ দেয়। উপদেশ ভালো হলে আমরা গ্রহণ করি। বাস্তবসম্মত না হলে আমরা উপদেশ গ্রহণ করি না, আর এর জন্য যুক্তরাষ্ট্র রাগ করে না।'

১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে কোনো

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

অ্যাওয়ার্ডের নামে বাণিজ্য বিব্রত জনসমাজ

প্রথম আলোর অনুসন্ধান

অ্যাওয়ার্ড দেয়া রীতিমত ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই বিব্রতকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন।

মনজুরুল হক

অ্যাওয়ার্ড বা সন্মাননা মর্যাদার প্রতীক, কাজের স্বীকৃতি। অ্যাওয়ার্ড বা সন্মাননা মানুষকে সম্মানিত করে, অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু আজকাল অ্যাওয়ার্ড বা সন্মাননা নিয়ে রীতিমতো চলছে ব্যবসা। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, নামে বেনামে অনলাইন ভিত্তিক প্লাটফর্ম, সামাজিক সংগঠন, ভূঁইফোড় সংগঠনের সাথে মিডিয়ার নাম নিয়ে বা যেকোনো সংস্থা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে চলছে নির্লজ্জ অ্যাওয়ার্ড বাণিজ্য।

অ্যাওয়ার্ড দেয়া প্রবাসের জনপদে রীতিমত ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাঁদা দিয়ে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করার লোকের অভাব নেই। আত্মপরিচয়ের সংকটে থাকা লোকজন মহনীয় এ ফাঁদে পা রাখেন। জমজমাট অনুষ্ঠান হয়। অ্যাওয়ার্ড দাতা ব্যক্তি বিল খেলাপি, কখনো ঋণ খেলাপি। তারপরও এমন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বড় বড় মানুষদের গেষ্ট করা হয়। পরিস্থিতি বুঝে তারাও বিব্রত হন। নিজে সম্মানিত হয়েছেন মনে করে মুখ খুলে কিছু বলেন না অনেকেই ।

এমনসব কার্যক্রম যেন দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে। বছরব্যাপী বিভিন্ন সময় আয়োজন করা হচ্ছে নানান আনন্দ উৎসব। এসব উৎসবের প্রধান আকর্ষণ থাকে সন্মাননা স্মরক প্রদানের দিকে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

উপহার ব্র্যাকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের নট্রে ডেম ইউনিভার্সিটির প্রভোস্ট জন ম্যাকগ্রীভীর সাথে সম্প্রতি এক বৈঠক করেন। এ সময় তাঁরা বাংলাদেশের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও নট্রে ডেম ইউনিভার্সিটির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী তাঁর লেখা সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'মাই ব্র্যাক লাইফ: দ্য বিকামিং অফ এ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট' এর একটি কপি প্রভোস্ট জন ম্যাকগ্রীভিকে উপহার দেন।

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

LOWEST FARES TO DHAKA

Fares from New York (JFK) to Dhaka starting as low as

$749

(including fuel & taxes)

Umrah Stopover

$125 (each direction)

CALL ONE OF SKY BIRD TRAVEL'S PREFERRED AGENCIES BELOW!

NY-BD Travel Management Inc
(347) 301-1368

Global Tours and Travel Inc
(718) 406-9745

Bangladesh Travel
(718) 854-6278

Fair Sky Travel
(313) 369-2010

SAMIA NY INCORPORATED
(929) 507-7764

Belal Travel Service Inc
(347) 365 8934

Bangla Travel
(917) 396-4140

Probashi Travel
(732) 451- 3969

Skyland Travel
(718) 779-0011

Jesmin Travel
(646) 644-6264

Peace Travel & Tours
(347) 288-7042

Best My Flight
(470) 447-8625

Famous Travels & Tours
(347) 659-8842

Milky Travel
(347) 659-5934

LIMITED SPACE - SEATS SUBJECT TO AVAILABILITY

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড ম্যাটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

(আমরা বাংলায় কথা বলি)

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

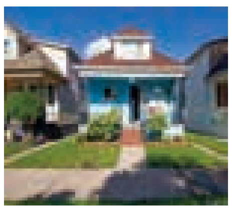

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

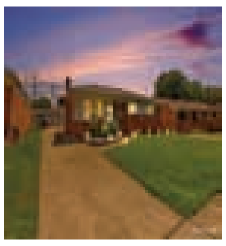

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্টাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ------------------------মঙ্গলবার ------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------ -------শনিবার------------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)--------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘণ্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তরে

ঢাকা অফিস

আব্দুল মোমেন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ঘিরে জাতিসংঘ সচিবালয়, এর বিভিন্ন সংস্থা এবং ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর দপ্তরের গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা চেয়ে সংস্থার মহাসচিবের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছেন। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ বিশ্বের নানা প্রান্তের 'অযথা, অযৌক্তিক, স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক চাপের' মুখোমুখি হচ্ছে।

নভেম্বর মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিউইয়র্কে জাতিসংঘ মহাসচিবের নির্বাহী দপ্তরের শেফ দ্য কেবিনেট আর্ল কুর্টনি রেটরের কাছে এই চিঠি পাঠান। নিউইয়র্কের একটি কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে , গত ২০ নভেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে আর্ল কুর্টনি রেটরের কাছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লেখা চিঠিটি পৌঁছে দেওয়া হয়।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জাতিসংঘের মহাসচিবের দপ্তরে এমন সময়ে এই চিঠি পাঠানো হলো, যখন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে আসছে পশ্চিমের অনেক দেশ ও জোট। জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে প্রশ্নোত্তরের সময়ও একই আহ্বান জানানো হচ্ছে। জানা গেছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাঠানো ওই চিঠির বড় একটি অংশজুড়ে রয়েছে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা এবং ভবিষ্যতে জাতিসংঘের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সহযোগিতার অভিপ্রায়।

চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি নেতৃত্বদানকারী দেশ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেটি এই অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করতে ৩০ লাখ প্রাণ দিয়েছে। আব্দুল মোমেন বলেন, এরপরও বাংলাদেশ নির্বাচনের আগে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 'অযথা, অযৌক্তিক, স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক চাপের' মুখোমুখি হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, 'আমাদের প্রত্যাশা যে জাতিসংঘ সচিবালয়, এর বিভিন্ন সংস্থা এবং ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর দপ্তরসহ জাতিসংঘের সমগ্র প্রক্রিয়া বাংলাদেশকে তার উন্নয়নের গতিপথে অবিচল থাকতে সহায়তার লক্ষ্যে গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা রাখবে।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, জাতিসংঘের ব্যবস্থা জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সবার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সংগত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাবে।

আব্দুল মোমেন বলেন, 'আমরা আশা করি, জাতিসংঘের কর্মকর্তারা জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সম্মান বজায় রাখার জন্য নিরপেক্ষতা, সততা এবং বস্তুনিষ্ঠতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবেন। যদি তাঁদের প্রতিবেদনগুলো মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে এবং বস্তুনিষ্ঠতা ছাড়া হয় এবং যদি সত্যভিত্তিক না হয়, তবে তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে পারেন, যা জাতিসংঘপ্রক্রিয়ার জন্য অশুভ লক্ষণ।'

স্যাংশন আসলে ক্রেতারা পোশাক নেবে না

জানালেন বিজিএমইএ সভাপতি

ঢাকা ডেস্ক

দেশের পোশাক খাতের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে নানা ধরনের চাপ আসছে বলে জানিয়েছেন পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান। সংকট উত্তরণে এ খাতের সব অংশীদারদের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি। বিজিএমইএ সভাপতি বলেছেন, 'ইউএস থেকে ইস্যু আছে আপনারা দেখেছেন যে প্রেসিডেন্ট মেমোরেন্ডাম সাইন করেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওরাও ভিজিট করে গেছে, সেটারও প্রেশার। ক্রেতারা এরই মধ্যে ক্লজ দিয়ে গেছে যে, স্যাংশন হলে পেমেন্টতো দূরের কথা তারা গুডস নেবে না, গুডস দিলেও পেমেন্ট দেবে না । এই ক্লজে আমাদের ব্যাংক এলসি খুলবে না ।' ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরীর খুলশিতে স্টক হোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এই বিষয়ে ৬ ডিসেম্বর বুধবার ফারুক হাসান গণমাধ্যমকে বলেন, একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান প্রথমবারের মতো ঋণপত্রের সাধারণ শর্তের মধ্যে বলেছে, বাংলাদেশ কোনো নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়লে তারা পণ্য নেবে না। যদি পণ্য জাহাজীকরণের পরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনো ঘটনা ঘটে, তাহলেও অর্থ দেবে না ক্রেতা প্রতিষ্ঠান।

তিনি আরও বলেন, নতুন শর্ত দেওয়ায় দুশ্চিন্তা একটু বাড়ল। কারণ, এতে করে অনেক ব্যাংক মূল ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলতে না–ও পারে। তার কারণ হচ্ছে, নতুন এই শর্তের জন্য তৈরি পোশাক রপ্তানির পর

অবরোধের ৪০ দিনে ২৬৩ যানবাহনে আগুন

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপিসহ বিরোধীদের এক দফার দাবিতে ডাকা অবরোধ ও হরতালের ৪০ দিনে (এক মাস ১০ দিন) সারা দেশে ২৬৩ যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগুন দেওয়া হয়েছে যাত্রীবাহী বাসে। এ সংখ্যা ১৬২টি। ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষের পর থেকে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপিসহ তার মিত্ররা দফায় দফায় হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি দিয়ে আসছে। দলটি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তপশিল প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারবিরোধীদের অবরোধ কর্মসূচিতে সারা দেশে যানবাহন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ছাড়াও বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে নাশকতাকারীরা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাশকতা ঘটেছে ঢাকা ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে। এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নাশকতাকারীদের হাতেনাতেও (আগুন দেওয়ার সময়) আটক করা হয়েছে।

ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে জিএম কাদেরের বৈঠক

ঢাকা অফিস

ভারতীয় এক কূটনীতিকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের। বুধবার বেলা ১২টা ২৫ মিনিট থেকে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় পার্টি একটি সূত্র বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, জিএম কাদের তার বারিধারার বাসায় ভারতীয় হাইকমিশনের মিনিস্টারের সঙ্গে (কনস্যুলার এন্ড এডুকেশন) রাজেশ কুমার অগ্নিহোত্রির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও পারফেক্ট করব: কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

আসন্ন ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও পারফেক্ট করার ঘোষণা দিয়েছেন ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, 'আমরা এই নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও পারফেক্ট করব। আমাদের গণতন্ত্র বিকাশমান। পৃথিবীর কোথাও গণতন্ত্র পারফেক্ট নয়। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যা-ই আছে, এসব বিষয়গুলো দূর করে আমরা গণতন্ত্রের যাত্রাপথকে আরও মসৃণ করব।'

বুধবার দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সমমনা সবার সঙ্গে আমরা বসছি, আলাপ-আলোচনা করছি। দেশের মানুষকে ভয়ভীতির মধ্যে রাখার চক্রান্ত করছে বিএনপি। এর মধ্যেই ব্যাপক ভোটার উপস্থিত করতে হবে।'

এ সময় তিনি বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন, তারা যতই নাশকতা করুক, মানুষ নির্বাচনমুখী, ভোট দিতে উন্মুখ। উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অন্যরা ভেবেছিল—বড় দল নেই, নির্বাচনের পরিবেশ ম্লান হয়ে যাবে, ভোটে জাগরণের ঢেউ থাকবে না। নির্বাচনকেন্দ্রিক উৎসবমুখর পরিবেশ অব্যাহত রয়েছে।

নির্বাচন করবেন না হিরো আলম

ঢাকা অফিস

হিরো আলম

প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার পর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন আলোচিত ইউটিউবার আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলম। গত বুধবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।

ফেরিফায়েড ফেসবুক পেজের পোস্টে হিরো আলম জানান, নির্বাচনের মাঠ থেকে সরে যাচ্ছেন তিনি। ১৭ ডিসেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করবেন। হিরো আলম বগুড়া-৪ (কাহালু ও নন্দীগ্রাম) আসনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। তবে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। গত ৩ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন না করায় তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

বগুড়া জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, 'হিরো আলম দলীয় প্রার্থী হয়েও দলের নাম উল্লেখ করেননি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ১ শতাংশ ভোটার তালিকাও জমা দেননি। দলীয় ফরমের মূল কপি জমা না দিয়ে ফটোকপি জমা দিয়েছেন। এছাড়া হলফনামায় তিনি তাঁর স্বাক্ষর দেননি এবং সম্পদ বিবরণী ফরম জমা দেননি। এসব কারণে হিরো আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তিনি চাইলে এই রায়ের বিপক্ষে আপিল করতে পারেন।'

মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার পর হিরো আলম বলেন, 'উকিল ভুল করেছে। তবে উকিল ভুল করা মানে আমি ভুল করেছি। হিরো আলমের প্রার্থিতা বাতিল নতুন কিছু না। হলফনামায় স্বাক্ষর করিনি। তাঁরা চাইলেই এখানে আমার স্বাক্ষর নিতে পারত। বাতিল করেছে করুক। ইনশাআল্লাহ হিরো আলম ভোটের মাঠে থাকবে। আমি আবারও আমার প্রার্থিতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। আমি নির্বাচন কমিশনে আপিল করব। ওখানে না হলেও হাইকোর্টে গিয়ে প্রার্থিতা ফিরিয়ে আনব। হিরো আলম ভোটে আছে, ভোটের মাঠে থাকবে।'

ইসিতে আপিলের পর গত রোববার প্রার্থিতা ফিরে পান হিরো আলম। তবে প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার পরও নির্বাচন না করার ঘোষণা দিলেন এই আলোচিত ইউটিউবার।

হিরো আলম গত ১ ফেব্রুয়ারি বগুড়া-৪ (কাহালু ও নন্দীগ্রাম) ও বগুড়া-৬ (সদর) আসনের উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী (একতারা প্রতীক) হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে বগুড়া-৪ আসনে ১৪-দলীয় জোটের অন্যতম শরিক জাসদের এ কে এম রেজাউল করিমের কাছে ৮৩৪ ভোটে হেরে যান তিনি। এরপর ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচনে আবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কাছে হেরে গেলেও নির্বাচনের দিন তাঁর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। তখন এ হামলার নিন্দা জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূতাবাস ও হাইকমিশন।

শাবির সঙ্গে প্রিমিয়াম ফুড এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের চুক্তি

সিলেট প্রতিনিধি

প্রিমিয়াম ফিশ এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি (এফইটি) বিভাগের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা করে ৩ বছর পর্যন্ত গবেষণা অনুদান দেওয়া হবে।

৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-২ এর সভাকক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. কবির হোসেন। এ চুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আমিনা পারভীন এবং প্রিমিয়াম ফিশ এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহাবুবুল আলম চৌধুরী স্বাক্ষর করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য বলেন, শাবিপ্রবির জন্য একটি আনন্দের দিন। কারণ স্বাক্ষরিত এ চুক্তির মাধ্যমে প্রিমিয়াম ফিশ এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এফইটি বিভাগের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা গবেষণা অনুদান ৩ বছর ধরে প্রদান করবে। উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। আমাদের দেশেও এরকম চর্চা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে একজন শিক্ষার্থী দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হলেও আমি আশা করি সামনের দিনগুলোতে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এপ্লাইড সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রেজা সেলিম, এফইটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. ওয়াহিদুজ্জামান, প্রিমিয়াম ফিশ এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান কল্লোল আহমেদ, উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, হিসাব পরিচালক, এফটি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

এ বিষয়ে এফইটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, প্রিমিয়াম ফিশ এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এফইটি বিভাগের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে তিন বছরের জন্য প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এতে করে একজন শিক্ষার্থী একইদিকে মনোনিবেশ করে পিএইচডি সম্পন্ন করতে পারবে। আগামী বছর থেকে প্রতিবার একজন শিক্ষার্থীকে একই প্রক্রিয়ায় টাকা দেওয়ার অনুভূতিও ব্যক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

'নৌকায় ভোট না দিলে কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই'

ঢাকা অফিস

নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মিয়া। গত ১০ ডিসেম্বর ওই ইউনিয়নের হাট ফতেপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া ওই ভিডিও ক্লিপে ইউনিয়নবাসীর উদ্দেশ্যে আব্দুর রউফ মিয়া বলেন (আংশিক), আগামী ৭ তারিখের নির্বাচনে আপনারা কেউ ঝগড়া করবেন না। বিএনপি নির্বাচনে আসেনি। শুধু আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসছে। আওয়ামী লীগের প্রার্থী খান আহমেদ শুভ। আরেকজন বিদ্রোহী প্রার্থী দাঁড়াইছে তার অবস্থা জানেন তিনি অসুস্থ। আশা করবো বিএনপির ভাইয়েরা যদি নৌকা মার্কায় ভোট দিতে ইচ্ছা না করেন তাহলে আর কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই। কারণ আওয়ামী লীগের দুইটা প্রার্থী। আমরাই ভোট দিয়ে যাকে মনোনীত করি সে আমাদের এমপি হবে।

এছাড়া আব্দুর রউফ মিয়ার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর এনায়েত হোসেন মন্টুর নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনে বাধা প্রদানের একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। এ বিষয়ে তাকে শোকজও করা হয়েছে।

শোকজের পরপরই এধরনের বক্তব্য দিয়ে ফের আলোচনায় এসেছেন তিনি।

মিসাইল পরীক্ষা স্থগিত: কচ্ছপের ডিম পাড়ায় ব্যাঘাত না ঘটাতে!

রোমেনা রোজী

বিরল প্রকৃতির কচ্ছপের ডিম পাড়ায় ব্যাঘাত না ঘটাতে মিসাইল পরীক্ষা স্থগিত করেছে ভারত।

জানা গেছে, ভারতের ওড়িশায় অবস্থিত হুইলার দ্বীপে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করার কথা ছিল দেশটির প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ডিআরডিও'র। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে। আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।

সম্প্রতি ওড়িশার মুখ্যসচিব পি কে জেনার নেতৃত্বে এক বিশেষ কমিটির বৈঠকে ওই হুইলার দ্বীপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই দ্বীপে এক বিরল প্রজাতির কচ্ছপের বাস। প্রতি বছর এ সময় প্রচুর কচ্ছপ জড়ো হয় এ দ্বীপে, মূলত প্রজননের জন্যই এখানে জড়ো হয় কচ্ছপগুলো। ডিম পাড়ে ওরা। তারা যাতে নিশ্চিন্তে ডিম পাড়তে পারে, তাই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিআরডিও।

সূত্র বলছে, মিসাইল পরীক্ষা চলাকালীন প্রবল শব্দ ও আলোর বিচ্ছুরণে ডিম পাড়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে অলিভ রিডলে সি টার্টল নামক ওই কচ্ছপের। এ সময় এরা খাবারের সন্ধানে আসে এ দ্বীপে। তখন দ্বীপজুড়ে দেখা যায় কচ্ছপ আর কচ্ছপ। অন্তত ৫ লাখ কচ্ছপ ঘোরাফেরা করে সেখানে।

এ সময়টাতে ডিআরডিও একজন কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট করে দেবেন যিনি বন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। এছাড়া ওই দ্বীপে যাতে কেউ কচ্ছপদের বিরক্ত করতে না পারে, সেজন্য বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এছাড়াও সমুদ্রের পাড়ে কড়া নজরদারির জন্য নিযুক্ত করা হচ্ছে ১০ জন পুলিশ সদস্যকে। সেনাবাহিনী ও কোস্ট গার্ড নজর রাখবে যাতে মৎস্যজীবীরা ও দ্বীপে গিয়ে কচ্ছপদের বিরক্ত না করে। দেশটির এমন মানবিক উদ্যোগকে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন নেটিজেনরা। তারা বলছেন, মানুষের পাশাপাশি এ পৃথিবী সবার। সবাই আনন্দে বাঁচুক এটাই প্রত্যাশা।

সূর্যের পেটে ৬০টি পৃথিবী!

রোমেনা রোজী

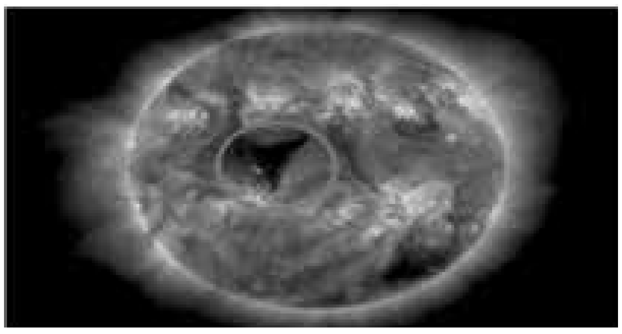

সূর্যের পেটের ভেতরে আছে ৬০টি পৃথিবী! এক-পৃথিবীতেই আমরা তল পাই না, ৬০টি পৃথিবীর আয়তনের ধারণা করা খুবই কঠিন। আবার এ হেন ধারণা আরো হারিয়ে যায় সূর্যের আয়তনের কথা ভাবলে। কেননা, সূর্যের গায়ে সম্প্রতি একটি গর্ত ধরা পড়েছে, শোনা যাচ্ছে, যার মধ্যে অনায়াসে নাকি ৬০টি পৃথিবী ধরে যাবে।

পোশাকি ভাষায় এর নাম 'করোনাল হোল'। এই হোল বা গর্তটি স্থির নয়, চলমান। যদিও এই হোল থেকে যে হলকা বেরিয়ে আসছে, সেটা মূলত পৃথিবীর দিকেই ধেয়ে যাচ্ছে বলে খবর। আর গর্তটির পরিমাপ শুনলে তো চোখ কপালে উঠবে সকলের! ৪,৯৭,০০০ মাইল!

বিজ্ঞানীরা যতটুকু পরীক্ষা করতে পেরেছেন, তার ভিত্তিতে তারা বলেছেন, সূর্যের গায়ের এই গর্তের মুখ পৃথিবীর দিকেই ফেরানো। এমন নয় যে এই ধরনের গর্ত সূর্যের গায়ে হয় না। তবে এবার যে পরিমাপের হোল হয়েছে, সেটাই সকলকে বিস্মিত করছে।

সূর্যের গায়ের এই গর্তের কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা ধরেন '১১ বছরের অ্যাকটিভিটি সাইকেল'কে। এর অর্থ ১১ বছর অন্তর সূর্যের গায়ে এই গর্ত দেখা যায়। সেই হিসেবে এই হোল বা গর্ত তার ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছবে ২০২৪ সালে। এমনটাই পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানীদের।

এই ধরনের গর্ত তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো 'সোলার উইন্ড'। এর গতিও মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। ৫০০-৮০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে! তা তো আর হাওয়া বয়ে যাওয়া নয়, পুরো দস্তুর জিওম্যাগনেটিক স্টর্ম।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে নির্বাচনে বহুমুখী সঙ্কট

বাংলাদেশে আসন্ন ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহুমুখী সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এখানকার তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় দুই ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। কিন্তু তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট। নির্বাচনের পরে যদি ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় অব্যাহত থাকে অথবা ক্ষমতার অদলবদল হয় তাহলে বাণিজ্যিক গতিশীলতায় কি প্রভাব ফেলে তা দেখার বিষয়। বিরোধী দলগুলোর দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের মধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ৭ জানুয়ারিকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। ১২তম এই জাতীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার আশা করছেন, যাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘসময় ক্ষমতায় তার লিগ্যাসিকে আরও সুসংহত করতে পারেন। তবে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আবহ বর্তমানে সহজ জয়ের জন্য অনুকূল নয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ, হরতাল, অবরোধ এবং আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ একটি ‘টিপিং পয়েন্টে’ বলে বর্ণনা করছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া। এতে আরও বলা হয়, ১৫ নভেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকে চট্টগ্রাম, ঢাকা, চাঁদপুর, গাজীপুর, সিলেট, নোয়াখালী এবং বগুড়াসহ দেশের বেশ কিছু জেলায় তাণ্ডব দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামিসহ বিরোধী দলগুলোর অবরোধ দেয়ার পরপরই যানবাহন ভাংচুর করা হয়েছে। টাঙ্গাইল রেলস্টেশনে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুন দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে চালক ও কয়েকজন যাত্রী এতে আহত এবং অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। এসবই হলো ধারাবাহিক প্রতিবাদ বিক্ষোভের ফল, এসব প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেশের বিভিন্ন অংশে শুরু হয়েছে নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবিতে ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশ করে বিএনপি। এতে বিপুল পরিমাণ মানুষের সমাবেশ ঘটাতে আয়োজকরা নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ঢাকায় আনার জন্য পদক্ষেপ নেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি, অন্য বিচারকদের বাসভবনে হামলা এবং গাড়িতে অগ্নিসংযোগের পর এই সমাবেশ সহিংস হয়ে ওঠে। এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে। বিক্ষোভকারীদের ওপর রড, লাঠিচার্জ ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি চালানোর রিপোর্ট আছে। এর মাধ্যমে তারা বৈষম্যমূলকভাবে পরিবারের সদস্যসহ শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ও আটক করছে। একজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। কয়েকজন সাংবাদিক সহ আহত হয়েছেন ৪১ জন। বিএনপি বলে আসছে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের মহাসমাবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বলছে, ‘বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী হলো সন্ত্রাসী। বিএনপি হলো একটি সন্ত্রাসী দল, তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে’।

বিরোধী দলের বহু নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিএনপি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যে, যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ না করেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা না হয়, তাহলে ২০১৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করবে তারা। নির্বাচনে প্রায় এক দশক নিষিদ্ধ থাকার পর গত জুনে এই দাবি প্রথম উত্থাপন করে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামপন্থি দল জামায়াতে ইসলামী।

কিন্তু ২০১১ সালে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিক বিষয়ে একটি ডিক্রি জারি করেন। তাতে বলা হয়, পার্লামেন্ট নির্বাচন তদারকির জন্য ক্ষমতার মেয়াদ শেষে একটি নির্বাচিত সরকার অনির্বাচিত একটি পক্ষপাতহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা বেআইনি। তা সত্ত্বেও বিএনপি দাবি করছে বর্তমান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ আছে। তবে শেখ হাসিনার সরকার একে অসাংবিধানিক বলে অব্যাহতভাবে বলে আসছে।

পুরো উপমহাদেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন করা হয়েছে। এর ফলে এই কমিশন অধিক পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করতে সক্ষম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে নিশ্চিত করতে বেশ কিছু আইনগত প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। এর মধ্যে আছে পার্লামেন্ট ইলেকশন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) রুলস ২০১৮, ডিলিমিটেশন অব কনস্টিটিউয়েন্সিস অ্যাক্ট ২০২১ এবং চিফ ইলেকশন কমিশনার ও ইলেকশন কমিশনার্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাক্ট ২০২২। নির্বাচনকে অধিক সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য করতে সংশোধন করা হয়েছে কনডাক্ট রুলস ফর পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যান্ড ক্যান্ডিডেটস ২০০৮ এবং ইলেকশন কনডাক্ট রুলস ২০০৮।

নির্বাচন বর্জন করা হতে পারে এমন সতর্কতা সত্ত্বেও সম্ভবত এই আইনি পদক্ষেপের কারণেই বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে পরপর তিনবার বিজয়ী হওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলে আশাবাদ দেখা দিয়েছে। এতে ক্ষমতাসীন দল ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচন অনুষ্ঠানে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী শিডিউলের বিস্তারিত ঘোষণা করেছে। তারা ৬৬ জন রিটার্নি অফিসার এবং ৫৯২ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ চূড়ান্ত করেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিল ৩০শে নভেম্বর। ১ থেকে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বৈধ প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। তারা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন এ মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত। ১৮ই ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে। তারপর ৫ই জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে। দেশজুড়ে স্থাপিত ৪২ হাজার ভোটকেন্দ্র এবং দুই লাখ ৬২ হাজার বুথে মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল। তিনি আরও বলেছেন, স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নির্বাচনের জন্য দায়বদ্ধ এসব প্রতিষ্ঠানের আশ্বাস অবশ্যই আশাবাদী করে, কিন্তু মাঠপর্যায়ে যে অস্থির পরিবেশ তা এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত নয়।

আওয়ামী লীগ দেশের ভিতরে রাজনৈতিক ঘূর্ণিচক্র সত্ত্বেও পরিস্থিতিকে শান্ত দেখানোর চেষ্টা করলেও আন্তর্জাতিক গতিবিধি তাদের কপালে চিন্তার ভাজ আরও গভীর করতে পারে। ৩১ অক্টোবর জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের অফিস থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে চলমান প্রতিবাদবিক্ষোভের সময় ধারাবাহিক সহিংস ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দেশ যেহেতু একটি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই আমরা সব রাজনৈতিক পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই এটা পরিষ্কার করতে যে, এসব সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য। একইসঙ্গে সহিংসতা উস্কে দেয় এমন বক্তব্য বিবৃতি, কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলার আহ্বান জানাই। ওদিকে ডেমোক্রেসি সামিটে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানায়নি যুক্তরাষ্ট্র। উপরন্তু বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী অথবা জড়িত বলে যাকেই সন্দেহ করা হবে, তার বিরুদ্ধেই ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার সর্বশেষ পদক্ষেপ ঘোষণা করে তারা।

বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় অংশীদারের অন্যতম যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এখানে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন নিশ্চিত করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান উচ্চ পর্যায়ের সাতজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ২০২১ সালে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিএনপির নিখোঁজ নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের পরিবার সহ অপহরণের শিকার পরিবারগুলোর সঙ্গে মিটিং করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ঘোষণা করেছে বাজেট বিষয়ক বিধিনিষেধ এবং ‘প্রয়োজনীয় পরিবেশের’ অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ টিম পাঠাবে না। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এই ঘোষণা বিরোধীদের দাবিকে আরও বৈধতা দিয়েছে। তাহলো নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না। এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় রপ্তানি গন্তব্য হলো যুক্তরাষ্ট্র। এ খাতে মোট রপ্তানির শতকরা ২১.৫০ ভাগ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। এ খাতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশের সঙ্গে এই দুটি পক্ষের অসন্তোষের বিষয়টি আমলে নিয়ে বলা যায়- নির্বাচনের পরে যদি ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় অব্যাহত থাকে অথবা ক্ষমতার অদলবদল হয় তাহলে বাণিজ্যিক গতিশীলতায় কি প্রভাব ফেলে তা দেখার বিষয়। পশ্চিমাদের তুলনায় এশিয়ার শক্তি চীন এবং ভারত যথাক্রমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। তারা ঢাকার নির্বাচনে তাদের প্রতিক্রিয়া দেয়া থেকে অধিক হারে বিরত থাকছে। তারা যখন বলছে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায়, তখন চীন বলছে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারকে তারা সমর্থন করবে। ভারত মনে করছে সরকারের ওপর খুব বেশি চাপ দিলে তাতে বিরোধীদের মধ্য থেকে উগ্রপন্থিরা শক্তিশালী হবে। তারা যুক্তরাষ্ট্রকেও একই অনুরোধ করেছে যাতে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ঠিক থাকে। সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত আছে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের। বাংলাদেশে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার প্রশংসা করে ভারত। এটা ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে স্থিতিশীলতা আনতে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছে। তাই বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা রাখে ভারত। তাই বলেছে, এটা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়।

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে স্থল সংযুক্তি থাকায় অবস্থানগত সুবিধা এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থান হওয়ার কারণে বহু ইন্দো-প্যাসিফিক দেশের কাছে বাংলাদেশ একটি বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার। তাই বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বাকি ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

‘এবারের পর ক্ষমতায় থাকা ভালো হবে না’

বিভুরঞ্জন সরকার

শাসক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে রোগে ধরেছে। মন্ত্রী-এমপিদের সম্পদ কী পরিমাণে বেড়েছে, সেই খবর প্রতিদিন সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। এ অবস্থায় দরকার সরকারি প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে ধারাবাহিক শুদ্ধি অভিযান।

আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগের দুটি নির্বাচন নিয়ে যেমন রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছিল, হুবহু সে রকম না হলেও আগামী নির্বাচনটাও একেবারে সংকটমুক্ত পরিবেশে হচ্ছে, সেটা বলা যাচ্ছে না। ২০১৪ সালে বিএনপিসহ কয়েকটি দল নির্বাচনেই অংশ না নেওয়ায় আওয়ামী লীগ ১৫৩ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিল। সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিনা ভোটে অর্জনের পর বাকি আসনগুলোর ভোট গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া ওই নির্বাচন ভন্ডুল করার জন্য বিএনপি-জামায়াত ব্যাপক সহিংসতা চালিয়েছিল। তা সত্ত্বেও নির্বাচন হয়েছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে সব দল অংশ নিলেও, অসংখ্য ভোটার নিজেদের ভোট দিতে পারেননি বলে অভিযোগ শোনা গেছে। ওই নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ, ক্ষোভ-অসন্তোষ যা-ই থাক, সরকার তার মেয়াদকাল ঠিকই শেষ করছে। তবে ওই দুটি নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়মরক্ষার গণতন্ত্রের একটি বিশেষ ধরন আমাদের দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে সংযোজিত হয়েছে। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে বোদ্ধামহলে বিতর্ক থাকলেও সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে গোপন ব্যালটে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি বাছাই করা যে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য, সেটা নিয়ে খুব বিতর্ক আছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে গত দুই নির্বাচনে গণতন্ত্রের এই সৌন্দর্যের হানি ঘটেছে।

আগামী নির্বাচনেও বিএনপিসহ আরও কয়েকটি দল অংশ নিচ্ছে না। তাহলে কি আগামী নির্বাচনও সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে না? এবার দেখা যাক সুষ্ঠু বা ভালো নির্বাচন বলতে সাধারণভাবে আমরা কী বুঝি। নির্বাচন মানে হলো কিছু মানুষ একটি নির্দিষ্ট পদের জন্য প্রার্থী হবেন এবং একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ভোট দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যাঁকে যোগ্য বিবেচনা করবেন, তাঁকে নির্বাচিত করবেন। তাহলে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে, ভোটে একজন নয়, একাধিক প্রার্থী থাকতে হবে এবং ভোটারদের ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে। যাঁরা প্রার্থী হবেন, তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য প্রচারের সুযোগ থাকতে হবে এবং যাঁদের উদ্দেশে বলবেন, তাঁদের সেই বক্তব্য অবাধে শোনার সুযোগও থাকতে হবে। প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না, তেমনি ভোটারদেরও নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া চলবে না।

আর প্রার্থী ও ভোটারদের এই অধিকার নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যদি কমিশন যথাযথভাবে পালন করে এবং ভোটে দাঁড়ানো ও ভোট দেওয়া যদি নির্বিঘ্ন হয়, তাহলেই সুষ্ঠু বা ভালো ভোট হয়। আরও একটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো, একটি নির্দিষ্ট আসন বা পদে ভোটে দাঁড়ান অনেকে, কিন্তু জয়লাভ করেন একজন। কাজেই নির্বাচন মানেই জয়-পরাজয়। জয়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং পরাজয় মেনে নিতে হবে। এটাও ভালো নির্বাচনের মাপকাঠি। জেতার জন্য যেমন বল প্রয়োগ করা চলবে না, তেমনি হেরে গেলেও কারও ওপর বদলা নেওয়ার মানসিকতা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই জয়-পরাজয়ের খেলায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা রেফারির, ইসি কোনো বিশেষ পক্ষ নয়। খেলায় কেউ ফাউল করলে, খেলার নিয়ম ভঙ্গ করলে তাঁকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করার ক্ষমতা যেমন নির্বাচন কমিশনের আছে, তেমনি গুরুতর নিয়ম ভঙ্গ করলে লাল কার্ড দেখিয়ে ফাউল খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার ক্ষমতাও রেফারি বা নির্বাচন কমিশনের আছে। কিন্তু এই রেফারিংয়ের কাজটি নির্বাচন কমিশন ঠিকমতো করতে পারে না বলেই আমাদের দেশে নির্বাচন, ইসি, সিইসি—সবকিছু নিয়েই এখন চারদিকে ছি ছি শোনা যায়। আগামী নির্বাচন কেমন হবে, আমরা এখন তা দেখার অপেক্ষায়।

আমাদের দেশের রাজনীতি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের, অন্য ভাগের নেতৃত্ব বিএনপির। দেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র, নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে যে সংকট বা ঝামেলা, বিতর্ক, সেগুলোর সমাধান নির্ভর করে মূলত এ দুই দলের ওপরই। সমস্যা তৈরি হয়েছে এ দুই দলের ক্ষমতায় থাকা ও ক্ষমতায় যাওয়ার একরোখা প্রতিযোগিতা থেকেই। দুই দল হয়তো সমভাবে দোষী নয়। নিশ্চয়ই এক পক্ষের অন্যায্য আচরণের প্রতি কিছু মানুষের যুক্তিহীন পক্ষপাতিত্ব, অন্য পক্ষকেও অন্যায্যতার পথে চলতে প্ররোচিত করেছে।

যদি আমরা বলি, দেশের রাজনীতি সঠিক ধারায় চলছে না, রাজনীতিতে চলছে নীতিহীনতার উৎসব, তাহলে এটাও বলতে হবে যে রাজনীতিকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে সমান চাপ দিতে হবে ওই দুই দলের ওপরই। কিন্তু এখানেও আমাদের সমস্যা আছে। নানা কারণে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে একধরনের অন্ধত্ব বেড়েছে। এই অন্ধ সমর্থকেরা যে অপরাধের জন্য প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করে, নিজ দলের সেই একই অপরাধে কোনো দোষ খুঁজে পায় না।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, টানা দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকায় আওয়ামী লীগ নিয়ে মানুষের মধ্যে সমালোচনা বেড়েছে। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত দেশের বেশির ভাগ মানুষ মনে করে, এই দেশকে যেকোনো বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য শেখ হাসিনার এখনো বিকল্প নেই, তিনিই আমাদের শেষ ভরসা।

আবার এটা নিয়ে বিতর্কের সুযোগ কম যে শেখ হাসিনা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য যেভাবে নিরলস কাজ করছেন, সেভাবে তিনি প্রশংসিত হচ্ছেন না। বিশেষ করে বিএনপি ও তার মিত্ররা তো সারাক্ষণ শেখ হাসিনারই নিন্দা-সমালোচনা করছে। শেখ হাসিনার কোনো ভালোই তাদের চোখে পড়ে না। এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি দুঃখজনক। কেন এটা ঘটছে?

আমার ইদানীং মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানে কোথাও বুঝি খামতি বা ঘাটতি আছে। মাঝে মাঝে দু-একজন চোর-বাটপার ধরা পড়লেও কারোরই বিচার হওয়ার নজির নেই। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটার দলকে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর আশপাশে দেখা যাওয়ার কথাও শোনা যায়।

বিএনপি-জামায়াত আমলে দেশে জঙ্গি উত্থানের ঘটনা ঘটেছিল। আবার ওই আমলেই বাংলা ভাইসহ জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিচারও শুরু হয়েছিল। কিন্তু এ জন্য কি আমরা বিএনপি বা খালেদা জিয়ার ভূমিকাকে জঙ্গিবিরোধী বলে তারিফ করি? করি না। কারণ, ওটা ছিল রাজনৈতিক কৌশল, আন্তর্জাতিক চাপ এবং ক্ষমতায় থাকার হিসাব-নিকাশ।

শেখ হাসিনার আমলে দুর্নীতিবাজ বা চোরদের কেউ কেউ ধরা পড়ছে। কিন্তু বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কতজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে? দুদক কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত শুরু করে বলে খবর শোনা যায়, কিন্তু ওই তদন্ত শেষ হওয়ার খবর আর শোনা যায় না। কোনোটা শেষ হলেও অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। যারা ফেঁসে যায়, তারা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই ফাঁসে। তার মানে, গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য আছে। তো, এই তথ্য থাকার পরও চোরদের বছরের পর বছর চুরি করার সুযোগ দেওয়া হয় কেন?

আমি বারবার বলি, আওয়ামী লীগের অনেক সঞ্চয় আছে। কিন্তু সেই সঞ্চয়ের যেভাবে অপচয় হচ্ছে, তাতে দেউলিয়া হতেও বেশি সময় লাগবে না। মানুষের কাছে অসংগতিগুলো যখন ধরা পড়ে, তখন তারা হতাশ হয়, প্রশংসার পরিবর্তে তখন নিন্দা করে অথবা যারা নিন্দা করে, তাদের ‘সহমত’ ভাই-বোন হয়ে যায়!

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও যে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, তাতে সন্দেহ নেই। আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি ক্ষমতার রাজনীতি থেকেও বছরের পর বছর দূরে থাকায় দলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে দুশ্চিন্তা করছেন। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, টানা চতুর্থ দফায় ক্ষমতাসীন হওয়া আওয়ামী লীগের জন্য কতটা মঙ্গলজনক হবে, সে আলোচনাটাও সামনে আসা উচিত।

নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য ও সাবেক কাউন্সিলর নাজমুল আলম সজলের একটি বক্তব্য ১২ ডিসেম্বর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। নাজমুল আলম দলীয় এক সভায় বলেছেন, ‘রাজনীতিটা এমন অবস্থা হইছে যে, কোন দিকে কী করমু? কোন কথা কইলে নেতায় খুশি হইব, এটা বুঝতে বুঝতে ১৫ বছর গেছে গা। সামনের যেই রাজনীতি, তাতে আমার মনে হয় এবারের পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকাটা ভালো হইব না, আওয়ামী লীগের জন্যেই। এখানে মিডিয়া আছে নাকি? যা-ই হোক, সত্য কথা কইয়া যদি হাইরা যাই, তাইলে যামু। কারণ, সংগঠন দুর্বল হইয়া যাইতাছে। নেতাদের ভালো হইতাছে আর কর্মীদের ভালো হইতাছে না। মুজিব আদর্শের যেই সংগঠন, সেই সংগঠন আমরা পাইতাছি না। আর ভবিষ্যতেও পামু না আমার মনে হয়। তাই মাঝে মাঝে বিরোধী দল থাকাটাই সংগঠনের জন্য প্রয়োজন।’

নাজমুল আলম দলের কোনো বড় নেতা না হলেও তাঁর বক্তব্যটি যদি নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়, তাহলে মন্দ হবে না। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকাই কোনো রাজনৈতিক দলের শক্তি বা জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে না। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে তিন দশকের বেশি সময় বামপন্থীরা ক্ষমতায় থাকার পর এখন কী অবস্থা?

শাসক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে রোগে ধরেছে। মন্ত্রী-এমপিদের সম্পদ কী পরিমাণে বেড়েছে, সেই খবর প্রতিদিন সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। এ অবস্থায় দরকার সরকারি প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে ধারাবাহিক শুদ্ধি অভিযান। যেখানে রোগমুক্তির জন্য শল্যচিকিৎসা দরকার, সেখানে টোটকা চিকিৎসা করালে উপকার পাওয়া যাবে কীভাবে? বলা হয় ‘সিস্টেম’ বদল করা সহজ নয়। তাই ‘সমঝোতা’ করেই চলতে হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সমঝোতার পথ আত্মঘাতী। চিলির আলেন্দে বাঁচেননি, কিউবার কাস্ত্রো বেঁচেছেন।

মৌচাকে ঢিল দিয়ে মৌমাছির কামড় সহ্য করলেই না মধু পাওয়া যায়। যাঁরা দেশপ্রেম থেকে, দায়িত্ববোধ থেকে কথা বলার চেষ্টা করেন, তাঁদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু অতি অনুগতরা বিপদের দিনে লাপাত্তা হলেও যাঁদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তাঁরা বিপদের মুহূর্তেও ঠিকই পাশে থাকবেন। খারাপ সময়ে কাছে পাওয়া যাবে না ‘চাটার দল’কে। তাই চাটার দল হতে সময় থাকতেই সাবধান হওয়া জরুরি!

কর্পোরেট বুদ্ধিজীবী!

শিতাংশু গুহ

বেশ কিছুকাল আগে একটি পোষ্টার দেখেছিলাম, যাতে লেখা ছিলো, ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী, তোমরা শান্তিতে ঘুমাও, আমরা জেগে আছি’। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিলো, ৫২ বছর পর তাঁদের উদ্দেশ্য বাঙ্গালীরা সফল করে দিয়েছে। না, হত্যা করে নয়, ফ্ল্যাট, প্লট, পুরুস্কার, টুকটাক পদ-পদবি দিয়ে। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালীরা পাকিস্তানীদের চেয়ে যথেষ্ট স্মার্ট। ২০২৩-এ বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রাক্কালে তাই হয়তো জোর দিয়েই বলা যায়, শহীদ বুদ্ধিজীবীরা তো ঘুমিয়ে আছেনই, জীবিত বুদ্ধিজীবীরাও কুম্ভকর্ণের মত ‘মরণ ঘুম’ ঘুমাচ্ছেন। দেশে বুদ্ধিজীবীরা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত, আওয়ামী-পন্থী এবং বিএনপি-পন্থী। অনেকে আবার এদের প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল বলতে পছন্দ করেন। এর বাইরে হাতে গোনা কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা নিজেদের ‘নিরপেক্ষ’ ভাবতে পছন্দ করেন, অথচ তাঁরা চীনপন্থী, এন্টি-ভারত, বঙ্গবন্ধু বিরোধী এবং ভোট দেন্ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে! অধুনা ভোটার জন্যে ওদের আর দায়ী করা যায়না, কারণ ভোট দেয়ার সুযোগ নেই? বিএনপি-পন্থী বুদ্ধিজীবীরা এখন দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে সোচ্চার, পক্ষান্তরে আওয়ামী-পন্থীরা চুপচাপ, তাঁর চান আওয়ামী লীগ যেনতেন উপায়ে ক্ষমতায় থাকুক।

এ সময়ে দেশ বেশ সংকটে আছে, বুদ্ধিজীবীরা ভাবছেন, শেখ হাসিনা ‘আলাদীনের চেরাগ’ দিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তাঁরা পুনরায় তোষামোদি সেরে সুখ-নিদ্রায় যেতে পারবেন। ভরসা শেখ হাসিনা। তাদের যে একটি দায়িত্ব ছিলো সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে সঠিক পথে দেখানো তাঁরা তা বেমালুম ভুলে থেকেছেন, কি আর করা ‘হাত পাতলে’ তো কিছু বলা যায়না। এঁরা এখনো ‘তোষামোদে’ ব্যস্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘তৈল’ প্রবন্ধ হয়তো এদের জন্যেই লেখা! এতে ভারত খুশি, কারণ তেলের রফতানি বেড়েছে। বাংলাদেশে এখন স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবী নেই, প্রায় সবাই ‘কর্পোরেট বুদ্ধিজীবী’।

প্রধানমন্ত্রী ক’দিন আগে কিছু বুদ্ধিজীবীকে ‘আঁতেল’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আসলে দেশে প্রায় সব বুদ্ধিজীবীই আঁতেল। সত্যিকার বুদ্ধিজীবী কৈ? দেশে রাজনৈতিক নেতা নেই, প্রায় সবাই ধামাধরা, ছা-পোষা। দেশে শিল্প-শিল্পী কোনটাই নেই, সাংস্কৃতিক আন্দোলন নেই, এমনকি পেঁয়াজ পর্যন্ত নেই!! ‘সব শালা কবি হতে চায়’-কবিতার সাথে সুর মিলিয়ে বলা যায়, ‘শিল্পী-খেলোয়াড় সব শালা এমপি হতে চায়? যাত্রা নেই, পালাগান নেই, নাটক নেই, সিনেমা নেই, এমনকি ভালোমানুষ পর্যন্ত নেই (সামান্য কিছু হয়তো আছেন)। এই নাই-নাই’র মধ্যে বুদ্ধিজীবী কি আকাশ থেকে পড়বে? বুদ্ধিজীবীরা এই সমাজেরই মানুষ, সমাজ যেমন, রাষ্ট্র যেমন, বুদ্ধিজীবীও তেমনই হবার কথা! যাহোক, দেশে আর কিছু থাকুক বা না-থাকুক, বুদ্ধিজীবী থাকুক বা না-থাকুক, ‘ধর্ম’ আছে!!

মোদির চমকেও কংগ্রেসের আশার আলো

সেলিম খান

ভারতে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যে ধরাশায়ী হয়েছে, এ নিয়ে কেউ দ্বিমত করবেন বলে মনে হয় না। মিজোরামের মতো উত্তর-পূর্বের ছোট রাজ্যকে বাদ দিলে বাকি চার রাজ্যে বিজেপি ৩-১ কংগ্রেস। এরপর দিনই এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে একজন কংগ্রেস সমর্থক লিখেছেন, এত দিন পরে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস জিতল অথচ দলের সভাপতি মলিকার্জুন খাড়গে বা রাহুল গান্ধী বা অন্য কোনো নেতা রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানানোর সৌজন্যটুকুও দেখালেন না। তিনি আরও লিখেছেন, কর্ণাটকে বিজেপির বিপুল পরাজয়ের দিনে উত্তর প্রদেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে খুব ভালো ফল করেছিল বিজেপি। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু শীর্ষ পর্যায়ের দলীয় নেতারা তাঁদের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি। এটাই হলো বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য।

কংগ্রেসের ওই সমর্থক নিশ্চয় গভীর দুঃখবোধ থেকে সামাজিক মাধ্যমে এই কথাটা লিখেছেন। তাঁর কথার মধ্যে এক বিন্দুও ভুল নেই। এখন দেখুন, হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে (মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়) জয় পাওয়ার পর কীভাবে বিজেপির শীর্ষ পর্যায় থেকে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। ফল প্রকাশের দিন (৩ ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং দিল্লিতে দলীয় কার্যালয়ে এসে 'হ্যাটট্রিক' জয়ের জন্য সবাইকে বাধাই (অভিনন্দন) জানানোর পাশাপাশি তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি ২০২৪-এ হ্যাটট্রিক করতে চলেছে বলে জানিয়ে গেছেন। অর্থাৎ ২০২৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচনে জিতে বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে এবং নরেন্দ্র মোদি হবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দেবেন। যেমনটা কিনা শচীন তেন্ডুলকারের নিজের মাঠে তাঁর ৪৯ তম সেঞ্চুরির (ওয়ান ডে ক্রিকেটে) রেকর্ড ভেঙে দিলেন বিরাট কোহলি।

বিজেপির এই হ্যাটট্রিক দাবি এখন ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ থেকে বিশেষজ্ঞ ও বর্ষীয়ান সাংবাদিকেরা পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করছেন যে, ২০২৪-এ নরেন্দ্র মোদিকে সরানো কংগ্রেস বা ইন্ডিয়া জোটের কম্ম নয়। এই আপত বিশ্বাসযোগ্য তীব্র প্রচারের দাপটে একটু উল্টো দিকে আলো ফেলেছেন সাবেক ভোট বিশ্লেষক বা সেফোলজিস্ট যোগেন্দ্র যাদব। তিনি এক ভিডিও বার্তায় মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানা রাজ্যের ভোটের ফলাফলকে ভিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে রাজনীতির চাদর গায়ে চড়ালেও ভোটের ফলকে নানাভাবে দেখার অভ্যাস এখনো তিনি ত্যাগ করতে পারেননি।

যোগেন্দ্র প্রথমে ভোটের পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিয়েছেন। ভারতের নির্বাচন কমিশনের হিসাব তুলে ধরে তিনি বলেছেন, রাজস্থানে বিজেপি ৪১.৭% ও কংগ্রেস ৩৯.৬% ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ মাত্র দুই শতাংশ ভোট বেশি পেয়ে বিজেপি ওই রাজ্যে বাজিমাত করে বেরিয়ে গেছে। এই রাজ্যে সিপিআইএম ও বিএপির (ভারতীয় আদিবাসী পার্টি) ভোট কংগ্রেস তার সাথে যুক্ত করতে পারলে বিজেপি নিচে চলে যায়। কংগ্রেসের ব্যর্থতা এই জায়গায়।

একইভাবে ছত্তিশগড়ে বিজেপি ৪৬.৩% ও কংগ্রেস ৪২.২%; মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ৪৮.৬% ও কংগ্রেস ৪০% এবং তেলেঙ্গানায় বিজেপি ১৩.৯%, আইআরএস ৩৭.৪% ও কংগ্রেস ৩৯.৪% ভোট পেয়েছে। এই চার রাজ্যের মধ্যে বিজেপি তিনটিতে জিতেছে ঠিকই। কিন্তু চার রাজ্যে বিজেপি মোট ভোট পেয়েছে ৪ কোটি ৮১ লাখ ৩৩ হাজার ৪৬৩। আর কংগ্রেস পেয়েছে ৪ কোটি ৯০ লাখ ৭৭ হাজার ৯০৭। যারা বিজেপির জয়ে আনন্দে ডুগডুগি বাজাচ্ছেন, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন তিন রাজ্যে হেরেও কংগ্রেস বিজেপির চেয়ে সাড়ে নয় লাখ ভোট বেশি পেয়েছে। গণতন্ত্রের রূঢ় বাস্তবতা এটাই যে, অনেক সময় বেশি ভোট পেয়েও হারতে হয়।

যোগেন্দ্র বলছেন, নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিজেপির সবাই যেভাবে ২০২৪-এ হ্যাটট্রিক হ্যাটট্রিক বলে আগেই বাজিমাত করতে চাইছেন সাইকোলিজক্যাল ওয়্যারফেয়ার বা মনোবৈজ্ঞানিক লড়াই হিসেবে তা খারাপ না। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন ২০০৩ সালে হিন্দিভাষী তিন রাজ্যে (মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান, ছত্তিশগড়) বিজেপি জিতেছিল। কিন্তু ২০০৪ সালের লোকসভায় জেতে কংগ্রেস। ঠিক একইভাবে ২০১৮ সালে এই তিন রাজ্যে জয়ী হয় কংগ্রেস, কিন্তু ২০১৯-এর ফল সবাই জানে। বিপুল আসনে জিতে একক গরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপিকে প্রথমবারের মতো দিল্লির মসনদে আসীন করেন নরেন্দ্র মোদি।

এর আরও একটি দিক হলো, এই চার রাজ্যে লোকসভার আসন সংখ্যা ৮২। ২০১৯-এ মোদি ঝড়ের সময় বিজেপি ও তার সাথীরা ৮২টি আসনের মধ্যে পেয়েছিল ৬৫টি। আর কংগ্রেসের জুটেছিল মাত্র ৬টি। ২০২৩-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চার রাজ্যে প্রাপ্ত ভোট যদি কংগ্রেস ধরে রাখতে পারে তাহলে বিজেপি পাবে ৪৬টি এবং কংগ্রেস পেতে পারে ২৮টি আসন। আসলে হ্যাটট্রিকের প্রচারের তোড়ে ভোটের এই দিকগুলো একেবারেই হারিয়ে গেছে। আর জনস্মৃতি এতই দুর্বল যে সেখানে কোনো কিছু একবার ঠেসে ঢুকিয়ে দিতে পারলে আর কথাই নেই।

অ-হিন্দিভাষী দক্ষিণ ভারতে বিজেপি যে কোথাও সুবিধা করে উঠতে পারেনি এখনো এটা বাস্তব। তবে চেষ্টার খামতি নেই মোদি সরকারের। কিন্তু হিন্দিভাষী অঞ্চলে এখনো নেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদি একচ্ছত্র। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো নেতা কংগ্রেস বা অন্য কোনো বিজেপি-বিরোধী দলে নেই। এটা মাথায় রাখার পরেও বিজেপি জানে ২০২৪-এ ফের ভারতে ক্ষমতায় যেতে হলে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও আসাম। এখানে আধিপত্য ধরে রাখতেই হবে। এই ছয় রাজ্যে বিজেপি ও আরএসএসের সংগঠন বিরাট শক্তিশালী। বিজেপির জয়ের পেছনে নরেন্দ্র মোদির যেমন ভূমিকা আছে, ঠিক ততটাই ভূমিকা আছে সংগঠন হিসেবে আরএসএসের। এই ছয় রাজ্যে লোকসভার আসন সংখ্যা ১৮৫। গত ২০১৯-এর নির্বাচনে এর মধ্যে ১৬২টি অর্থাৎ ৮৭.৫% আসনে জিতেছে বিজেপি। ফলে এটা ধরে রাখাই তাদের প্রধান লক্ষ্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এর বাইরে ইন্ডিয়া জোটের নজরে থাকা রাজ্যগুলো হলো বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু ও ঝাড়খণ্ড। এই আট রাজ্যে মোট আসন সংখ্যা ২৪৭। ২০১৯-এ বিজেপি পেয়েছিল ৯৯টি আসন। এই আট রাজ্যের মধ্যে সাতটিতে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলো ক্ষমতায়। একমাত্র মহারাষ্ট্রে শিবসেনার ভেঙে যাওয়া অংশের সাথে মিলে বিজেপি সরকার তৈরি করে ক্ষমতায় আছে। সেখানে এনসিপি, কংগ্রেস ও শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) জোট বেশ শক্তিশালী। ফলে ইন্ডিয়া জোট একত্রে লড়লে ভালো করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এর বাইরে অন্ধ্রপ্রদেশ (২৫) ও ওডিশায় (২১) লোকসভার ৪৬টি আসন আছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি। তাঁর বাবা প্রয়াত ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডি ওই রাজ্যের কংগ্রেসের একজন শীর্ষ নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। বাবার অকাল মৃত্যুর পর জগনমোহন বাবার জায়গা নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধী পরিবার সে উদারতা দেখাতে পারেনি। ফলে বাবার নামের সাথে মিল রেখে দলের নামকরণ (ওয়াইএসআর কংগ্রেস) করে জগনমোহন শুধু রাজ্যে ক্ষমতায়ই যাননি, কংগ্রেসকে মুছে দিয়েছেন রাজ্য থেকে। কংগ্রেস অতীতের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে জগনমোহনকে ইন্ডিয়া জোটে ডাকতে পারে। আন্তরিকতা থাকলে জগনমোহন সাড়া দেবেন না, এটা ভাবা ঠিক না। কারণ অতীত ভুলে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস, শারদ পাওয়ারের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) তো কংগ্রেসের সাথে ইন্ডিয়া জোটে গেছে। ১৯৭০ থেকে এ পর্যন্ত কংগ্রেস দল ৩৯ বার ভেঙেছে। ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিও কিন্তু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে সুভাষবাদী কংগ্রেস নামে নতুন দল করেছিলেন। আর এই এত ভাঙার পেছনে একটা বড় কারণ অবশ্যই কংগ্রেসের লাটাই হাতে রাখা গান্ধী পরিবার ও তাদের বন্ধু-স্তবকেরা।

ওডিশার বিজু জনতা দলের নেতা নবীন পট্টনায়েক একজন প্রগতিশীল মানুষ ও নেতা বলে পরিচিত। ২০০০ সাল থেকে টানা ২৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী। পাল্টে দিয়েছেন ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্যের খোলনলচে। এখন কেউ তাঁর রাজ্যের মানুষকে কেউ 'উড়ে' বলে ডেকে নাক সিঁটকাতে পারে না। তিনি আছেন রাজ্য নিয়ে। রাজ্যের উন্নয়নে যে সাহায্য করবে, তার সাথে যেতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। আর ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস বাদে অধিকাংশ দলই তো আঞ্চলিক দল হিসেবে পরিচিত। ফলে আন্তরিকতা থাকলে নবীনকে নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা না। বরং বিজেপির একক ক্ষমতা দখলের বিরোধী ভারতের অধিকাংশ আঞ্চলিক দল।

দিল্লি (৭) ও পাঞ্জাবে (১৩) আম আদমি পার্টি ক্ষমতায়। তারা ইন্ডিয়া জোটে আছে। কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি যদি ঠিক মতো জোট গড়তে পারে তাহলে এই দুই রাজ্যে ২০টির মধ্যে একটি আসনও অন্যদের পাওয়ার কথা না। ফলে সাধারণ গণিতের হিসাব বলছে, ৩১৩টি আসনে ইন্ডিয়া জোটের ভালো করার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

এই ভালো করার সম্ভাবনা তখনই থাকবে যখন কংগ্রেস দল হিসেবে মনে রাখবে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৯২টি আসনে কংগ্রেস ও বিজেপি সরাসরি লড়েছিল। এতে কংগ্রেসের ঝুলিতে পড়েছিল মাত্র ১৬টি আসন। গত নভেম্বরে চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে মিত্র দলগুলোকে পাত্তা না দেওয়ার প্রবণতা প্রবলভাবে ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের ভেতরে। সেই পথ থেকে সরে এসে ইন্ডিয়া জোটের মিত্রদের সাথে অন্তর থেকে মিত্রতা করলে কে বলতে পারে ২০২৪-এ ২০০৪ বা ২০১৯-এর পুনরাবৃত্তি হবে না?

মার্কিন মুলুকের নির্বাচনে কারচুপি

মইনুল হাসান

জনগণকে ধোঁকা দিলে, জনগণ তা অনেক দিন মনে রাখে, প্রবঞ্চককে ক্ষমা করে না। রাজনীতিতে অনৈতিক দর-কষাকষি বা কৌশলের পরিবর্তে অপকৌশলকে অবলম্বন করে জয়লাভ করা সম্ভব হলেও হতে পারে। তাতে জনগণের মন জয় করা যায় না। নির্বাচনে চুপি চুপি কারচুপির অভিযোগ নয়; বরং বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে ২০২০ সালে ৩ নভেম্বরের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বড় ধরনের কারচুপির অভিযোগ করেছিলেন পরাজিত প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর উগ্র সমর্থকেরা। শুধু তা-ই নয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর 'স্বপ্নের আমেরিকা' ধরে রাখার সুযোগ না পেয়ে, ভোটে হার অস্বীকার করেন এবং নিরন্তর মিথ্যা উসকানি দিতে থাকেন। ফলে 'প্রাউড বয়েজ' এবং 'ওথ কিপারস' নামধারী 'হোয়াইট সুপ্রিমেসি' চিন্তাচেতনার ধারক উগ্রবাদীরা পরের বছর, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি সুরক্ষিত ক্যাপিটল ভবনে ভয়ংকর এবং নিন্দনীয় হামলা চালায়। প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসেই কোটি কোটি মানুষ তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে।

নির্বাচনে কারচুপি বা জালিয়াতির বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ না থাকলেও এক জরিপ থেকে জানা গেছে যে আমেরিকানদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, ২০২০ সালের নির্বাচনে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পকে পরাজিত করা হয়। অথচ নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার নানা অভিযোগে ট্রাম্পকে ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সে বছর যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ডেমোক্র্যাট জো বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রে এমন কলঙ্কজনক ঘটনা এই প্রথম নয়। দীর্ঘকাল গণতন্ত্রের চর্চাকারী, শীর্ষ পরাশক্তি মার্কিন মুলুকে আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে, ১৮২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বড় রকমের কারচুপি হয়েছিল। সময়ের হিসাবে দুই শতাব্দী হলেও, ইতিহাস নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁরা আজও সেই ঘটনা ঘটা করে মনে করিয়ে দেন।

১৮২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দশম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চারজন। তাঁরা হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কুইন্সি অ্যাডামস, জনপ্রিয় জেনারেল অ্যান্ড্রু জ্যাকসন, ট্রেজারি সেক্রেটারি উইলিয়াম ক্রফোর্ড ও হাউস স্পিকার হেনরি ক্লে। চারজনই ঝানু রাজনীতিবিদ এবং সবাই ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকান পার্টির, অর্থাৎ একই দলের। কারণ তত দিনে চিরবৈরী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দল ফেডারেলিস্ট পার্টির বিলুপ্তি ঘটেছে, রাজনীতির মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট পদটি দখলে নেওয়ার জন্য ভোট যুদ্ধ শুরু হলে অ্যান্ড্রু জ্যাকসন পপুলার ভোট, অর্থাৎ সাধারণের ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থেকে প্রায় ৩৯ হাজার ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে থাকেন। এ ছাড়া ইলেকটোরাল ভোটেও অন্যদের পেছনে ফেলে জ্যাকসন সর্বোচ্চ ৯৯টি ভোট পান। অন্য প্রার্থীদের মধ্যে জন কুইন্সি অ্যাডামস ৮৪টি, উইলিয়াম ক্রফোর্ড ৪১টি ও হেনরি ক্লে ৩৭টি ইলেকটোরাল ভোট পান। ফলে কোনো প্রার্থীই পর্যাপ্তসংখ্যক ইলেকটোরাল ভোট পেতে সক্ষম হননি।

পরিস্থিতি এমন হলে সংবিধানের দ্বাদশ

> দুই শতাব্দী আগের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে আইনের মোড়কে বা সাংবিধানিক কাঠামোর ধুয়া তুলে, যেকোনো উপায়ে জনগণকে ধোঁকা দিলে, জনগণ তা অনেক দিন মনে রাখে, প্রবঞ্চককে ক্ষমা করে না।

সংশোধনী অনুসারে মার্কিন 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস' বা প্রতিনিধি সভার শরণাপন্ন হতে হবে। সে বছর প্রতিনিধি সভার হাউস স্পিকার ছিলেন হেনরি ক্লে। প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধিদের ভোট হাত করার জন্য, ভোটে পিছিয়ে থাকা জন কুইন্সি অ্যাডামস কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি হেনরি ক্লেকে নিজের পক্ষে টানার জন্য টোপ ফেলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তিনি হেনরি ক্লেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেবেন বলে গোপনে তাঁর সঙ্গে এক অনৈতিক সমঝোতা করেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সবার থেকে পিছিয়ে ছিলেন হেনরি ক্লে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদের জন্য প্রলুব্ধ হলেন।

পুরো এক মাস দর-কষাকষির পর ক্লের সমর্থকেরা জন কুইন্সি অ্যাডামসের পক্ষে ভোট দেন। নির্বাচনে কেনটাকিতে সাধারণ মানুষের একটি ভোটও পাননি কুইন্সি। অথচ সবাইকে বিস্মিত করে হেনরি ক্লের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কারণে কেনটাকির ইলেকটোরাল ভোট পড়ে কুইন্সির পক্ষে। জন কুইন্সি অ্যাডামস যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট পদে অভিষেকের পর কালবিলম্ব না করে কুইন্সি তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। তিনি হেনরি ক্লেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। তাঁকে পুরস্কৃত করেন। সব প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে অ্যান্ড্রু জ্যাকসন এগিয়ে থেকেও রাজনীতির কূটচালে তিনি পিছিয়ে পড়েন এবং তাঁকে পরাজয় মেনে নিতে হয়। স্বাভাবিক কারণেই ক্রুদ্ধ অ্যান্ড্রু জ্যাকসন সে বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে 'অনৈতিক দর-কষাকষির নির্বাচন' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি সিনেট থেকেও পদত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য, ১৮১২ সালের যুদ্ধে মেজর জেনারেল অ্যান্ড্রু জ্যাকসন নিউ অরলিন্সে ব্রিটিশদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধ জয়ের ফলে তিনি ব্যাপক পরিচিতি পান এবং জাতীয় বীর হিসেবে বিপুল খ্যাতি লাভ করেন।

আইনগত কোনো ত্রুটি না থাকায়, অবশেষে অ্যান্ড্রু জ্যাকসন পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। তবে তিনি পরবর্তী নির্বাচনে এমন কারচুপির উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। অনৈতিক দর-কষাকষির নির্বাচনকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও ভালোভাবে নেয়নি। যেহেতু গণতন্ত্রের ভাষা হলো 'ব্যালট', সেহেতু এর জবাব দেওয়ার জন্য জনগণকে অপেক্ষা করতে হয় আরও চার বছর। ১৮২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হয়ে অ্যান্ড্রু ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি থেকে দাঁড়ানো জন কুইন্সি অ্যাডামসকে পরাজিত করেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। শুধু তা-ই নয়, তিনি ১৮৩২ সালে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হেনরি ক্লেকে পরাজিত করে দ্বিতীয় মেয়াদেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

আগামী বছর, ২০২৪ সালের শুরুতে, অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি, রবিবার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বাদশ সাধারণ নির্বাচন। এদিকে একই বছর ৫ নভেম্বর, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৬০তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। একই বছরে বন্ধুপ্রতিম দুটি গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন পৃথিবীর দুই প্রান্তের বিশাল দুই জনগোষ্ঠীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দুই শতাব্দী আগের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে আইনের মোড়কে বা সাংবিধানিক কাঠামোর ধুয়া তুলে, যেকোনো উপায়ে জনগণকে ধোঁকা দিলে, জনগণ তা অনেক দিন মনে রাখে, প্রবঞ্চককে ক্ষমা করে না। রাজনীতিতে অনৈতিক দর-কষাকষি বা কৌশলের পরিবর্তে অপকৌশলকে অবলম্বন করে জয়লাভ করা সম্ভব হলেও হতে পারে। তাতে জনগণের মন জয় করা যায় না। ভ্রষ্ট, নীতিহীন রাজনীতি গণতন্ত্রকে কলুষিত করে, যা দেশ এবং জাতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিকর। 'গণতন্ত্র' এবং 'ষড়যন্ত্র' পাশাপাশি চলতে পারে না। মোটকথা রাজনীতিতে যেমন শঠতার কোনো স্থান নেই, তেমনি সততার বিকল্প নেই, অন্তত ইতিহাস তা-ই বলে।

ফিলিস্তিনিদের কান্নার চিৎকারে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস

ড.আজিজুল আম্বিয়া

যুদ্ধ কখনো কোন জাতির জন্য আশীর্বাদ হতে পারেনা। তাই যুদ্ধকে না বলাই শ্রেয় বলে জ্ঞানী জন মনে করেন। ধর্মের কারণে,ক্ষমতার আধিপত্য দেখানোর জন্য, কিংবা মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ হলেও বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ চায় না এখানে নিরপরাধ শিশু, সাধারণ মানুষ ও নারীদের হত্যা করা হোক। মাতৃভূমিকে রক্ষা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য । তাই লড়ে যাচ্ছেন ক্ষয়িষ্ণু ফিলিস্তিন জাতি দীর্ঘ দিন ধরে । যদিও আন্তর্জাতিক সমর্থন তারা এখনো পুরোপুরি লাভ করতে পারেননি । কিন্তু তারা লড়ে যাচ্ছেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে। তারা জানেন বিজয় একদিন আসবে কিন্তু সেটির জন্য কত প্রাণ আর কত রক্ত তাদেরকে দিতে হবে তারা তা জানেন না। ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর ফিলিস্তিনে বোমাবর্ষণ শুরু করে ইসরায়েল। ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠী অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার অনেক এলাকায় পুনরায় হামলা শুরু করেছে এবং ইসরাইলি সেনাবাহিনীর স্হল ইউনিট উত্তর গাজা উপত্যকার অন্যান্য অংশে অনুপ্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুক্রবার ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর গড়িমসির কারণে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতির্ষ্ঠিত হয়নি এবং ইহুদিবাদীরা যুদ্ধ বিরতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাজায় তাদের হামলার মাত্রা তীব্র করে। গাজা উপত্যকার দক্ষিণে খান ইউনিসে অবস্হিত আল-কাররাহ এলাকার আবাসিক ঘরবাড়িতে পুনরায় হামলা শুরু করেছে। ইসরায়েল বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল,শরণার্থীশিবিরসহ পুরো গাজায় নির্বিচার বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে গাজায় অসংখ্য শিশু পরিবারের সবাইকে হারাচ্ছে। শুধু তাই নয়। নিজেরাও হচ্ছে পঙ্গু। এমনও আছে অনেকের দু'হাত বা দুই পা কেটে ফেলতে হয়েছে। এখন যেন তাদের কাছে বেঁচে থাকা মানে অভিশাপ মনে হচ্ছে।গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ৮০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু।এছাড়া আহত হয়েছেন ৪৩ হাজারেরও বেশি মানুষ। এই হামলায় ফিলিস্তিনের ২৮০ জন স্বাস্হ্যকর্মী এবং জাতিসংঘের ১৩০ জন কর্মী নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের ইতিহাসে কোনো একক সংঘাতে এটি সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ২৭ জন কর্মী আহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছে ইউএনআরডব্লিউএ। ৪ ডিসেম্বর এক এক্স,বার্তায় বিশ্ব স্বাস্হ্য সংস্হার (ডব্লিউএইচও)মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেছেন, গাজার দক্ষিণাঞ্চল থেকে তাদের চিকিৎসা সরঞ্জাম সরিয়ে নিতে বার্তা দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এদিকে হামলায় আহত ব্যক্তিরা পর্যাপ্ত চিকিৎসা না পাওয়ায় প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছেন। একের পর এক বোমা হামলায় কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার সাংবাদিক মোয়ামেন আল শরাফি এর পরিবারের ২২ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। আল শরাফি আল জাজিরাকে বলেছেন, হামলার সময় একটি বিস্ফোরক ব্যারেল বাড়িটিতে আঘাত করে এবং এর ফলে মাটিতে গভীর গর্ত তৈরি হয়। তিনি আরও বলেন, সিভিল ডিফেন্স ক্রুদের কেউ নিহতদের মৃতদেহের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। আমাদের প্রিয়জনকে বিদায় জানানো থেকে বাধা দেয়া হয়েছে এবং তাদের যথাযথভাবে কবর দেয়া থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এখানে বিশ্বের মানবতাবাদী সংগঠন গুলির কার্যক্রম মূলত চোখে পড়ছে না । মার খেয়ে যাচ্ছে , মরে যাচ্ছে অসহায় মানুষগুলি তবুও যেন অনেকে নীরবতা পালনে বিশ্বাসী হয়ে বসে রয়েছেন। এ দিকে গণমাধ্যম সূত্রে আরও জানা যায়,ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে একটি বিদ্যালয়ে হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে অন্তত ২৫ জনের প্রাণ যায়। নিহত মানুষের এ সংখ্যা জানিয়েছে হামাস নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনের স্বাস্হ্য মন্ত্রণালয় । তারা জানিয়েছে, ওই বিদ্যালয়ে গাজার বাস্তুচ্যুত মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলায় অনেকে আহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে অনেককে উদ্ধার করে স্হানীয় নাসের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খান ইউনিস। কয়েক দিন ধরে শহরটিতে নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল বাহিনী। এখানে হামলায় মোহাম্মদ সালোউ নামের এক ব্যক্তির বোন নিহত হয়েছেন। তিনি এএফপিকে বলেন,আমার এক ভাই আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমার বোনের দেহ পড়ে আছে। আমরা তাকে উদ্ধার করতে পারিনি। তবে আমার ওই ভাই পরে বোনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মোহাম্মদ সালোউ বলেন, আসলে স্কুল শুধু নয়, আশপাশের এলাকাগুলোও হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তাবিষয়ক সংস্হা,ওসিএইচএ বলেছে, অবরুদ্ধ ও সংকীর্ণ গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার মধ্যে চলমান যুদ্ধে ৮০ শতাংশই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আর গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ গেছে ১৬ হাজার মানুষের। গাজায় নির্বিচার হামলায় ৬০ শতাংশ বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। যদিও ইসরায়েলের পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে, চলমান সংঘাতে বেসামরিক মানুষদের 'মানবঢাল'হিসেবে ব্যবহার করছে হামাস। সংগঠনটির যোদ্ধারা বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছেন। এমনকি হাসপাতাল আর বিদ্যালয়েও লুকিয়ে রয়েছেন তাঁরা। হামাস বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিকে হাসপাতালগুলোর অবস্হা এখন আরও 'নাজুক' বলে জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্হ্য সংস্হার (ডব্লিউ এইচও) প্রধান তেদরোস আধানম গেব্রেয়াসুস । তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) এক পোস্টে বলেন, শনিবার বিশ্ব স্বাস্হ্য সংস্হার একটি প্রতিনিধি দল নাসের মেডিকেল হাসপাতালে যায়। সেখানে ৩০০ রোগীর জায়গায় ১হাজারের বেশি রোগী রয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে ইসরায়েল ফিলিস্তিনে অবিরাম বোমা ফেলে নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে। এ ঘৃণ্য গণহত্যাকে আরও উসকে দিয়েছে হোয়াইট হাউস। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলকে নজিরবিহীনভাবে ৩৮০ কোটি ডলারের জরুরি সামরিক ও সাধারণ সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। তড়িৎ গতিতে সেটা দেওয়া হয়েছে। ৭ অক্টোবর চালানো হামাসের হামলাকে ইসরায়েলের 'নাইন,ইলেভেন' বলে আখ্যায়িত করা বাইডেনসহ মার্কিন কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক বক্তব্য বিবেচনায় নিলে ফিলিস্তিন ও মুসলিমদের ওপর চালানো দমন,পীড়নের সঙ্গে পশ্চিমের কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের যোগসাজশ দেখাটা মোটেও অমূলক হবেনা। মুসলমান, আরব ও ফিলিস্তিনিদের নিশানা করে পীড়ন চালানো ও তাদের ওপর নজরদারির শুরুটা নাইন, ইলেভেন হামলার পর হয়েছে, তা নয়।২০২১ সালে প্রজেক্ট সাউথের ' স্পাইয়িং অন দ্য মারজিনস' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদী নজরদারি তৎপরতার ইতিহাস নথিপত্রসহ তুলে ধরা হয়। সেখানে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই তারা এ চর্চা করে আসছে বলে বলা হয়েছে। ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে যে নকশাকাঠামো দাঁড় করিয়েছে, তাতে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে থাকা লোকজনের ওপর নজরদারিতে সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়েছে। এ কারণে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের বিষয়ে মুখ খোলা ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো যে এফবিআই ও অন্যান্য সংস্হার বিশেষ নজরদারিতে থাকবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । নাইন, ইলেভেন হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র গণনজরদারির যে কাঠামো করেছে, তা নাগরিক অধিকারকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। বিশেষ করে মুসলিম এবং মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার লোকজনের সঙ্গে তারা এমন আচরণ করেছে, যা মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এসব নাগরিকের ব্যক্তিগত প্রোফাইল চরম বৈষম্যমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। গায়ের চামড়ার রং দেখে, বিশেষ করে মুসলিম অভিবাসী পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কে আগেভাগেই নেতিবাচক ধারণা নিয়ে রাখা হয়। ২০ বছর আগের সেই নীতি থেকে যুক্তরাষ্ট্র এখনো সরেনি। ফিলিস্তিন, আরব ও মুসলিমদের পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গদের বিষয়ে ভয়ঙ্কর ভাষ্য দাঁড় করানো হয়েছে। সেই ভাষ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অনেক নাগরিক আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। কালোদের জীবনেরও দাম আছে, এই বার্তা দেওয়া 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন দমানোর ঘটনা তার একটি বড় উদাহরণ। ফ্লোরিডার গভর্নর রন স্যান্টিস ফিলিস্তিনিপন্হী ছাত্রসংগঠন স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইনকে ওই অঙ্গরাজ্যেরবিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে নিষিদ্ধ করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ হিসেবে বলা হচ্ছে,তাঁরা সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে। তাই বলার অপেক্ষা রাখেনা যুক্তরাষ্ট্র কখনো চাইবে না ফিলিস্তিন স্বাধীন হোক । তাই ফিলিস্তিনিদের বিশ্ব সমর্থন আদায় করতে হয়তো আরও অনেক সময় লেগে যেতে পারে । কিন্তু তাঁদের যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে তা কখনো ধ্বংস হবেনা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ'র পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেল বলেছেন,ফিলিস্তিনের হামাস একটি চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের নাম, এটাকে ধ্বংস করা যাবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওয়েব সাইটে তার এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, "আপনি একটি বিশ্বাস বা চিন্তাধারাকে মুছে ফেলতে পারবেন না, যদি না প্রমাণ করতে পারেন আপনার কাছে এর চেয়ে উত্তম চিন্তা বা বিশ্বাস রয়েছে। বোরেলের মতে, আন্তর্জাতিক উপাদানের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনিদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সময় তিনি পাঁচ হাজারের বেশি শিশু হত্যার নিন্দা জানান। এদিকে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অবসানে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে এগিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়েছে জাতিসংঘ। বিশ্ব সংস্হা বলেছে, দুই দেশেরই রাজধানী হবে জেরুজালেম। জেনেভায় জাতিসংঘ কার্যালয়ের মহাপরিচালক তাতিয়ানা ভালোভায়া মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এতে বলা হয়, জাতিসংঘের প্রস্তাব ও আন্তর্জাতিক আইনের উপর ভিত্তি করে অপরিবর্তিত রূপে চূড়ান্তভাবে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতিয়ানা বলেন, জেরুজালেমকে রাজধানী বানিয়ে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা পাশাপাশি শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করবে। জাতিসংঘ মহাসচিব সংঘাত শুরুর পর বিভিন্ন সময় দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের কথা বলেছেন।এ ছাড়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও একই কথা বলেছেন। তাই এখন অপেক্ষার পালা । সময় এই বলে দিবে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রয়োজনীয়তার কথা।ইনশাল্লাহ ফিলিস্তিনিরা একদিন বিজয় লাভ করবে এটা এখন বলা যায়।

ফেনী মুক্ত দিবস ও প্রাসঙ্গিক কথা

ইমরান ইমন

"ফেনী মুক্ত দিবস"-এ একটা বিষয় ভাবনায় উদয় হয় তা হলো- ফেনীসহ দেশের অন্য জেলাসমূহে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা সঠিক মূল্যায়িত হচ্ছেন কি না! গণমাধ্যমে আমরা প্রায়ই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের খবর পাই, এসব ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা সরকার প্রদত্ত ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ঠিকই পায় কিন্তু মাঝখান দিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা এসব কিছু থেকে বঞ্চিত হন।

৬ ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত দিবস। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশ সার্বিকভাবে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয় ১৬ ডিসেম্বর, কিন্তু ফেনী পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর। এজন্য ৬ ডিসেম্বর 'ফেনী মুক্ত দিবস' পালিত হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ফেনীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকহানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে প্রথম ফেনীর মাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিল। অর্থাৎ, ৬ ডিসেম্বর ফেনীতে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ফেনী ২নং সেক্টরের অধিনে ছিল। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ফেনী মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ জোন ছিল। ২৫শে মার্চ থেকে দেশব্যাপী যুদ্ধের ভয়াবহতা শুরু হয়। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং নৃশংসতা চালায়। এরই অংশ হিসেবে এপ্রিলের প্রথমভাগেই পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ফেনীতে হানা দেয়। ভৌগলিক অবস্থানের জন্য ফেনীতে পাকহানাদার বাহিনীর প্রবেশ দ্রুত ও সহজতর হয়। এদিকে পাকহানাদার বাহিনী প্রবেশের খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় যুদ্ধের ডামাডোল।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে তিন দিক থেকে রয়েছে ফেনীর সীমান্ত। ফলে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী ফেনীতে ব্যাপক অত্যাচার নিপীড়ন চালায়। কিন্তু যুদ্ধের শুরু থেকেই ফেনী অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা সুসংগঠিত ছিল। সেটা বিদেশি এক সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণেই উঠে এসেছে।

একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের পিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন যে, বাংলাদেশের কোনো অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে নেই। সেই মুহূর্তে এক বিদেশি সাংবাদিক ইয়াহিয়া খানকে প্রশ্ন করেন এই বলে যে, আমি মাত্র কয়েকদিন আগে ফেনীর বিলোনীয়া মুক্ত অঞ্চল ঘুরে এসেছি। সেখানে ফুলগাজী, পরশুরাম, ছাগলনাইয়া এই তিনটি উপজেলা সম্পূর্ণ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে মুক্ত অঞ্চল দেখেছি। পাকিস্তানের কোনো খবরদারি ও আধিপত্য এই অঞ্চলে নেই। সেই বিদেশি সাংবাদিক আরও বলেন, আমি আরও শুনে এসেছি। এই তিনটি মুক্ত উপজেলা যার তিন দিকে ভারত সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত প্রায় ৮ থেকে ১৩ মাইল চওড়া ও প্রায় ১৯ মাইল দীর্ঘ এই জনপদ যদি এইভাবে মুক্ত অঞ্চল হিসেবে থাকে তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাজধানী/হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হবে।

ফেনী সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এর মধ্যে শুভপুর ও বিলোনিয়া যুদ্ধ অন্যতম। তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতা ফেনী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মরহুম আব্দুল মালেক (যুদ্ধকালীন সময়ে বিএলএফ এর প্রেসিডেন্ট) ও মরহুম খাজা আহমদের নেতৃত্বে ফেনীর মুক্তিযোদ্ধারা দেরাদুন ও চোত্তাখোলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। প্রথমদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০০ জনের একটি বাহিনী নিয়ে ফেনী পিটিআই স্কুল মাঠে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। বিএলএফের ফেনী মহুকুমা কমান্ডার হিসেবে ভিপি জয়নাল আবেদীন ফেনীর পশ্চিমাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

ফেনী অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক লে. কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীরবিক্রম ভারতের বিলোনীয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে ১০ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হয়ে অভিযান চালান। মুক্তিবাহিনী বিলোনিয়া, পরশুরাম, মুন্সিরহাট, ফুলগাজী হয়ে যুদ্ধ করে এগুতে থাকলে পর্যদুস্ত হয়ে পাক হানাদার বাহিনীর একটি অংশ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের রাস্তায় এবং অপর অংশ শুভপুর ব্রিজের উপর দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। জাফর ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিলোনিয়া যুদ্ধ একটি অনন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

অপরদিকে মুজিব বাহিনীর (বিএলএফ) ফেনী মহকুমা কমান্ডার ভিপি জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা দাগনভূইয়া, রাজাপুর, সিন্দুরপুর হয়ে শহরের দিকে এগুতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পাকহানাদাররা ৫ ডিসেম্বর রাতে কুমিল্লার দিকে পালিয়ে গেলে ৬ ডিসেম্বর ফেনী হানাদারমুক্ত ঘোষণা করা হয়। ফেনীবাসী লাল-সবুজের বিজয় নিশান নিয়ে ফেনী শহর ও গ্রামগঞ্জে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে।

রণাঙ্গনে সম্মুখ যুদ্ধ করা মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোতালেব বলেন, মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পাক হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে ফেনীর সব সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ৫ ডিসেম্বর রাতে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এ সংবাদ শুনেই জয় বাংলা শ্লোগান ও করতালির মধ্য দিয়ে ফেনীর রাজাঝির দিঘীর পাড়ে সার্কিট হাউজে ও ট্রাংক রোডের প্রেসক্লাব ভবনের সামনে মুক্তিযোদ্ধারা ও হাজার-হাজার মুক্তিকামী মানুষ একত্রিত হতে থাকে। সেদিন সকালেই ফুলগাজীর বন্দুয়া থেকে এসে ফেনী সার্কিট হাউজে (বর্তমান ফেনী সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেষ্ট হাউজ) প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন ২নং সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানী লে. কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীর বিক্রমের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ফেনীর ৩১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করা হয়। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৪ জনকে বীর উত্তম, ৭ জনকে বীর বিক্রম এবং ২০ জন বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। এর মধ্যে ফুলগাজী উপজেলার উত্তর শ্রীপুর গ্রামের শহীদ বীরমুক্তিযোদ্ধা আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (এ ডব্লিউ চৌধুরী) মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদানের জন্য একই সঙ্গে বীর উত্তম ও বীর বিক্রম খেতাব লাভ করেন।

ফেনী মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানও কম নয়। ফেনীতে গ্যাজেটভুক্ত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ৩ জন। তারা হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রহিমা বেগম, শাহাদাত আরা বেগম ও কাওসার বেগম। এ তিনজনের মধ্যে রহিমা বেগম বীরাঙ্গনা।

মুক্তিযুদ্ধে ফেনীর অনেকগুলো রণাঙ্গনের মধ্যে মুন্সীরহাটের মুক্তারবাড়ী, বন্ধুয়া ও বিলোনিয়া প্রতিরোধের যুদ্ধ ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। এ রণাঙ্গনে সম্মুখসমরের যুদ্ধ কৌশল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানী মিলিটারী একাডেমিগুলোতে পাঠসূচীর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা এ রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের অহংকার আর গর্বের বিষয়।

মুক্তিযুদ্ধে ফেনীর বিলোনিয়া যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযোদ্ধাদের বিলোনিয়া যুদ্ধকৌশল বিশ্বব্যাপী যুদ্ধমডেল কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই এখানে প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়েছে, যেটা ২১ জুন পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেছে মুক্তিকামী বাহিনী। পরে দ্বিতীয় দফায় নভেম্বরের যুদ্ধে এই অঞ্চল মুক্ত করা হয়। ১০ নভেম্বর বিলোনিয়া পাক হানাদার মুক্ত হয়। বিলোনিয়া যুদ্ধকৌশল বিভিন্ন দেশের সামরিক কলেজে 'ব্যাটল অব বিলোনিয়া' নামে পাঠ্য। বিলোনিয়া যুদ্ধ নিয়ে এ. এ. কে জেনারেল নিয়াজী তার বই "THE BETRAYAL OF EAST PAKISTAN (Page 209)-এ স্বীকার করেছেন এই বলে যে, A Brigade action which launched at Belonia was repulsed.

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ফেনী সরকারি কলেজ, তৎকালীন সিও অফিসসহ কয়েকটি স্থানে স্বাধীনতাকামী নিরীহ বাঙালিদের নির্মমভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল। তাদের লাশ ফেলা হয় পুকুর, খাল, নদী, ডোবা-নালায় ও গভীর জঙ্গলে। ফেনী সরকারি কলেজ বধ্যভূমি, ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বধ্যভূমি, দাগনভূঁঞার রাজাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ সংলগ্ন চৌধুরী বাড়ির পার্শ্বে অরক্ষিত বধ্যভূমি, ফেনী রেলওয়ে স্টেশন বধ্যভূমি, দাউদপুর ব্রীজ বধ্যভূমি, কালিদহ-পাহালিয়া ব্রিজ বধ্যভূমি, দাগনভূঞা সেতু বধ্যভূমি, কুটিরহাট সেতু বধ্যভূমি, ফুলগাজীর জামমুড়া গ্রামের বধ্যভূমি, পরশুরামের মালিপাথর বধ্যভূমি ও একই উপজেলার সলিয়া বধ্যভূমি চিহ্নিত হলেও স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও বেশিরভাগ গণকবর চিহ্নিত করা হয়নি।

ফেনী সরকারি কলেজ মাঠ ছিল পাকিস্তানি হানাদারদের টর্চার সেল। বিভিন্ন স্থান থেকে স্বাধীনতাকামী মানুষকে ধরে এখানে এনে চালানো হতো অমানবিক নির্যাতন। নির্যাতনের পর তাদের হত্যা করে মাটিচাপা দেওয়া হতো। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ফেনী পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হলে হাজারো মানুষ ছুটে আসে কলেজ মাঠে তাদের আত্মীয়স্বজনের সন্ধানে। ফেনী সরকারি কলেজ মাঠ খুঁড়লে বেরিয়ে আসে অসংখ্য মানুষের হাড়গোড় ও মাথার খুলি। শত শত মানুষকে এখানে হত্যা করা হয়। বর্তমানে সে জায়গায় কলেজের ভেতর একটি বধ্যভূমি রয়েছে।

ফেনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষার্থে ফেনী সরকারি কলেজ আঙ্গিনায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ ও জেল রোডের পাশে বীর শহীদদের নামের তালিকাসহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ এবং বিলোনীয়ায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু আরও অনেক কাজ করা বাকি।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য ফেনীর সূর্যসন্তান যারা জীবনের মায়া ভুলে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন তাদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। সেসব মুক্তিযোদ্ধাদের মহান আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন উপজেলায়, অঞ্চলভেদে তাদের নামে অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, সেতু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিকপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা চাই।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ফেনীর খেতাবপ্রাপ্ত অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কবর এখন পর্যন্ত ঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি। অনেকের কবরের চিহ্নটুকুও পর্যন্ত নেই। যাদের অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটুকু ছিল, সেটাও অযত্ন অবহেলায় এখন বিলীন হয়ে গেছে। অথচ জাতির এ বীরসেনাদের সমাধি রক্ষার্থে "বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি সংরক্ষণ" প্রকল্প রয়েছে এবং এর জন্য বরাদ্দও রয়েছে। কিন্তু সেটার বাস্তবায়ন কি হয়েছে? খেতাবপ্রাপ্ত অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে প্রবেশের রাস্তা পর্যন্তও নেই, অনেকের পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। এমনটা হওয়া তো কাম্য ছিল না। এমন ঘটনা আমাদের জন্য লজ্জাকর ব্যাপার।

"ফেনী মুক্ত দিবস"-এ একটা বিষয় ভাবনায় উদয় হয় তা হলো- ফেনীসহ দেশের অন্য জেলাসমূহে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা সঠিক মূল্যায়িত হচ্ছেন কি না! গণমাধ্যমে আমরা প্রায়ই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের খবর পাই, এসব ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা সরকার প্রদত্ত ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ঠিকই পায় কিন্তু মাঝখান দিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা এসব কিছু থেকে বঞ্চিত হন। দেখা যায়, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫২ বছর অতিবাহিত হলেও এখনও অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সরকারি তালিকায় আসে নাই, মূল্যায়িত হয় নাই।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়া এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রম করা একটা দেশের জন্য এমন ঘটনা পরম লজ্জাকর ব্যাপার। তাই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দায়িত্বশীলমহলকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে তাদের সঠিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি জেলার মহান মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের নামে অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন
আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী
নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law
গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং
ইমিগ্রেশন
পলিটিক্যাল এসাইলাম
বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)
IMMIGRATION
স্টুডেন্ট ভিসা
ডিপোর্টেশন কেইসেস
ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার
Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী সম্মেলনে যোগ দেবে বাংলাদেশ

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে আটলান্টায় জাতিসংঘের পাঁচ দিনব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলনে যোগ দেবে বাংলাদেশ। আগামী ১১ ডিসেম্বর সোমবার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় শুরু হচ্ছে জাতিসংঘের পাঁচ দিনব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলন। আয়োজক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এবার দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। দশম 'সেশন অব কনফারেন্স অব স্টেটস পার্টিস অব ইউএন কনভেনশন এগেইনস্ট করাপশন' শীর্ষক সম্মেলনটিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার আসিয়া খাতুন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব মো. মাহবুব হোসেনসহ অপর কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে আটলান্টায় এসে পৌঁছেছেন। সম্মেলনে বাংলাদেশের কেন্দ্রবিন্দু ব ভুমিকা কী হবে জানতে চাইলে দুদকের সচিব মো. মাহবুব হোসেন বলেন, 'অগ্রিম বলার মতো কিছু নেই'। তিনি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আর কিছু বলেননি।

জাতিসংঘের ড্রাগ অ্যান্ড ক্রাইম অফিসের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র এবারের সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্বনেতাদের সমবেত করছে। মার্টিন লুথার কিংয়ের নগরী আটলান্টায় জর্জিয়া ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস সেন্টারে অনুষ্ঠেয় এই সম্মেলনটি হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলন। প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর দেশগুলো তাদের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম কিভাবে বাস্তবায়ন করছে- তা মূল্যায়নের জন্যে এই বৈঠকে মিলিত হয়। একই সঙ্গে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে সহযোগিতার মাধ্যমে কিভাবে আরও জোরদার করা যায় এই আলোচনাও সম্মেলনে হবে।

'দ্য ইউএন কনভেনশন এগেইনস্ট করাপশন' দুর্নীতি প্রতিরোধে একমাত্র সর্বজনীন আইনগত বাধ্যতামূলক চুক্তি। বিশ্বের ১৯০টি দেশ এই চুক্তিতে সই করেছে। কনভেনশনটি ভিয়েনায় আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয় এবং ২০০৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাশ করা হয়। চলতি বছরে এটি ২০তম বার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে।

রোববার প্রেসক্লাবে মানববন্ধনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘনে বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান: সেলিমা রহমান

বিএনপির আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে রাজধানীসহ সারা দেশে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি। আজ রোববার বেলা ১১টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা মহানগর (উত্তর ও দক্ষিণ) বিএনপি মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান বলে মন্তব্য করেন।

সেলিমা রহমান বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান। বিশ্বের কোথাও বাংলাদেশের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘন নেই। বাংলাদেশের জনগণের ওপর এখন যে নিপীড়ন-নির্যাতন হচ্ছে, এমন নির্যাতন বিশ্বের আর কোথাও নেই।

সরকারের বিরুদ্ধে দমন-নিপীড়নের অভিযোগ এনে মানববন্ধনে সভাপতির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, 'গত ২৮ অক্টোবরের পর আমাদের প্রায় ২০ হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। অনেক ভাই ও বোনেরা ঘরে ঘুমাতে পারে না। ছেলেকে না পেলে মাকে, ভাইকে, বোন কিংবা বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে। অনেককে ধরে নিয়ে যায় এবং মুক্তিপণ দাবি করে। এটা একটা ডাইনি সরকার। তারা নিজেরা পরিকল্পিতভাবে আমাদের মহাসমাবেশে হামলা করে পণ্ড করে দিয়েছে। সরকার বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ অনেকগুলো কার্যালয় বন্ধ করে রেখেছে।'

তিনি বলেন, কারাগারে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ন্যায্য অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। আজকে দেশের বিচার বিভাগ চলছে একজনের নির্দেশে।

সেলিমা রহমান আরও বলেন, 'বর্তমান লোভী ও ফ্যাসিস্ট সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে বন্দী রেখে তিলে তিলে মারতে চায়। আমরা জনগণকে বলব, এই সরকারকে না বলুন। আপনারা দোকানপাট বন্ধ রাখুন। বিদেশ ভ্রমণ বাদ দিন। বিয়ে-শাদির কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করুন। দেশে নিত্যপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া। পেঁয়াজের কেজি কত? এভাবে বেশি দিন চলবে না।' আজকে ডান-বাম সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। শিগগিরই বাংলাদেশের জনগণ বর্তমান আওয়ামী সরকারের পতন ঘটাবে বলেও উল্লেখ করেন সেলিমা রহমান।

সরকার একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে অভিযোগ করে সেলিমা রহমান বলেন, 'আজকে দেশের জনগণ ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। আমরা রাজপথে আছি, রাজপথে থাকব। মিছিলে মিছিলে বাংলাদেশ ভরে দেব। তবু আমরা এই সরকারের নির্বাচন মানব না।'

সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সদস্যসচিব কাদের গণি চৌধুরীর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন—বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এ জেড এম জাহিদ হোসেন, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদীন ফারুক, বিএনপির কেন্দ্রীয় আইনবিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাস প্রমুখ।

জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে হাওরে অবস্থান

তোফাজ্জল সোহেল, হবিগঞ্জ

হাওরে কলকারখানা স্থাপন এর কারণে জমির পরিমাণ কমছে, দূষিত হচ্ছে মাটি, পানি, বাতাস। এছাড়া হাওরের বুকচিরে যত্রতত্র সড়ক নির্মাণ করে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে পরিবেশ- প্রতিবেশ ও প্রকৃতির মারাত্মক ক্ষতি করা হচ্ছে। কমছে হাওরের আয়তনসহ ফসল উৎপাদন। হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছসহ জলজ প্রাণী। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। নদী- খাল -বিলে নিক্ষেপ করা অপরিশোধিত বর্জ্য মানুষ এর জীবন-জীবিকা'র উপর মারাত্মক আঘাত আনছে। অনেকে পেশা হারাচ্ছেন। চরম মানবিক সংকটে পড়েছেন হাওর কেন্দ্রিক জীবন -জীবিকা নির্বাহকারী মানুষজন।

জলবায়ু ন্যায্যতা ও কৃষি, মৎস্যসম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার দাবিতে হাওরে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা একথা বলেন।

৯ ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১১ টায় লাখাই উপজেলার বুল্লার হাওর সংলগ্ন সুতাং নদী তীরে ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ,বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জ শাখা, লাখাই প্রেসক্লাব ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার এই কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে হাওরাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্থ জেলে, কৃষক, মাঝিসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন অংশগ্রহণ করেন।

বাপা হবিগঞ্জের সহ-সভাপতি ও হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, গবেষক অধ্যাপক জাহান আরা খাতুন, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মমিন, বিশিষ্ট সাংবাদিক এডভোকেট রুহুল হাসান শরীফ, লাখাই প্রেসক্লাব সভাপতি এডভোকেট আলী নেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কলেজ শিক্ষক নাসরিন হক, এডভোকেট বিজন বিহারী দাস, ডা: আলী আহসান চৌধুরী, প্রতীক থিয়েটার সভাপতি ডা : সুনীল বিশ্বাস, বুল্লা বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক, জুনাইদ চৌধুরী, লাখাই প্রেসক্লাব এর সহ-সভাপতি আশীষ দাস গুপ্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল আহমেদ, মো: আতাউর রহমান, আব্দুল কাইয়ুম, আহসানুল হক সুজা, আফরোজা সিদ্দিকা, সাংবাদিক আব্দুল হালিম, মো: সাইদুর রহমান, মো: বেলু মিয়া, মো: মহিউদ্দিন রিপন, সাইদুর রহমান, সাইফুল ইসলাম, মো : আবিদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, কৃষক কাছম আলী, আব্দুল কুদ্দুছ, মশিউর রহমান, জেলে মো: আহমেদ প্রমুখ।

মূল বক্তব্য রাখেন বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাপা হবিগঞ্জের নির্বাহী সদস্য ও লাখাই প্রেসক্লাব এর সাধারণ সম্পাদক মো: বাহার উদ্দিন।

মাঝি মো: আহমেদ বলেন, হাওরের এই অঞ্চলে বর্ষাকালে বিভিন্ন স্থানে নৌকা দিয়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করতাম আমরা। গত কয়েক বছর ধরে সুতাং নদীসহ হাওরের পানিতে খুব দুর্গন্ধ হয়। দূষণের জন্য নৌকা চালাতে কষ্ট হয়।

কৃষক কাছম আলী বলেন, বংশ-পরম্পরায় কৃষি কাজ আমাদের পেশা।দূষণ আমাদের মাটি খেয়ে ফেলেছে। ফসল লাগাই, কিন্তু ফলন হয় না।

একসময় দূরদূরান্ত থেকে লোকজন মাছ সংগ্রহ করার জন্য ছুটে আসতো। হাজার হাজার জেলে পরিবার এর জীবন জীবিকা চলত হাওর ও সুতাং নদী থেকে মাছ ধরে। এখন আর সেই মাছ নেই! পেশা বদল করতে হচ্ছে আমাদের। বললেন জেলে আব্দুল কুদ্দুছ। সভাপতির বক্তব্যে এডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল বলেন, অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে কয়েক বছর ধরে হাওরে জলবদ্ধতা দেখা দেয়।

অসমাপ্ত উন্নয়নের সমাপ্তি টানতে আওয়ামী সরকারের কোনো বিকল্প নেই: মোমেন

ডেস্ক রিপোর্ট

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছেন,অসমাপ্ত উন্নয়নের সমাপ্তি টানতে আওয়ামী সরকারের কোনো বিকল্প নেই। সিলেটের স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম ছিলেন এক অকুতোভয় সৈনিক। দেশের জন্য জীবন বাজী রেখে তিনি লড়াই করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা ছিলেন। দলের জন্য তার আনুগত্য অবিস্মরণীয়।

৮ ডিসেম্বর শুক্রবার সিলেটের পাঠানটুলা এলাকায় ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিমের স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় আগামী নির্বাচনে সবাইকে নৌকার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সিলেটের অসমাপ্ত উন্নয়নের সমাপ্তি টানতে আওয়ামী সরকারের কোনো বিকল্প নেই।

৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিদ্দেক আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম নজুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। এ সময় তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিমের দলীয় আনুগত্য ছিলো প্রশ্নাতীত। তিনি গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমার জন্য এবং নৌকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। দোয়া করি তিনি যেনো জান্নাতবাসী হোন। তার মৃত্যুতে আওয়ামী লীগ একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী এবং একজন দেশ প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাকে হারালো।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের ফয়জুল আনোয়ার,আছাদ উদ্দিন,জাকির হোসেন,কাজী কয়েছ আহমদ, সুজাত আলী রফিক জগদীশ চন্দ্র দাস আজাদ আহমদ, জগদীশ চন্দ্র দাস, জাহাঙ্গীর আহমদ সহ মহানগর আওয়ামীলীগের ওয়ার্ড কমিটির নেতৃবন্দ।

ইসি নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে: মাহী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে বিকল্পধারা বাংলাদেশের প্রার্থী মাহী বি চৌধুরী। প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'এখন পর্যন্ত পরিবেশ সুন্দর, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। আশা করছি, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবে।' রোববার নির্বাচন ভবনে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালের সভাপতিত্বে শুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে চার নির্বাচন কমিশনারও উপস্থিত রয়েছেন। এর গ্যারান্টার ঋণ খেলাপের দায়ে মাহীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল।

১৩ দেশের ৩৭ ব্যক্তির উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার ১৩টি দেশের মোট ৩৭ জন ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য। এর মধ্যে ২০ জন ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণার ৭৫ বছর পূর্তি সামনে রেখে স্থানীয় সময় শুক্রবার এ ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পররাষ্ট্র দপ্তর ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে এসব ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যেসব দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো আফগানিস্তান, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো, হাইতি,

> নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের সম্পদ ভোগদখল করতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ব্যাংকে থাকা অর্থ তুলতে পারবেন না।

ইন্দোনেশিয়া, ইরান, লাইবেরিয়া, চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ সুদান ও সুদান, সিরিয়া, উগান্ডা ও জিম্বাবুয়ে।

নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের দুজন আফগানিস্তান সরকারের মন্ত্রী। বলা হয়েছে, তাঁরা দেশটিতে মেয়েদের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বন্ধ করার মাধ্যমে নারী নিপীড়নে জড়িত রয়েছেন। ইরানের দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রশাসন বলছে, তাঁরা দেশের বাইরে ইরানের সরকারবিরোধীদের ওপর সহিংসতার পরিকল্পনা করেছিলেন। চীনের জিনজিয়ানে উইঘুর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনের ঘটনায় দেশটির দুই কর্মকর্তাও এসেছেন নতুন নিষেধাজ্ঞার আওতায়।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের সম্পদ ভোগদখল করতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ব্যাংকে থাকা অর্থ তুলতে পারবেন না। নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং মার্কিন অর্থব্যবস্থাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের থেকে নিরাপদ রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণে যুক্তরাষ্ট্র কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ, তা এই নিষেধাজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়েছে।

একজন সম্পাদক ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন!

হেলাল উদ্দীন রানা

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন

৮ ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যরাত পেরিয়েছে। বাংলাদেশে তখন শনিবার দুপুর। কম্পিউটারে বসে নিউজ ফিডে চোখ বুলাচ্ছি। হঠাৎ আবু তাহেরের ফোন। আলাপের একপর্যায়ে হোল্ডে রেখে তাহের কনফারেন্সে আনলো ইব্রাহীম চৌধুরীকে। আধো ঘুম আধো জাগরণে ইব্রাহীম যোগ দেয়ার নিশি আলাপ যেনো পূর্ণতা পেল। সাংবাদিকের অফিসার থেকে বুদ্ধিজীবীর আব্বাজান অবধি- একের পর এক উঠে এলো নানা প্রসঙ্গ। মিশিগান, নিউইর্য়ক হয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে একেবারে দক্ষিণ এশিয়ায়।

ঘুরে ফিরে আসে ঘটনা,পাল্টায় বিষয়। অনুসঙ্গ হয়ে আসেন কত রথি মহারথি। অট্টহাসিতে তাহের ফেটে পড়ে। পাশের ঘর থেকে বউয়ের হাসফাঁস বুঝা যায়। আলোচনায় উঠে আসে দেশের একজন খুব নামি-দামি সম্পাদকের নাম।

আশির দশক। সিলেটে সদ্য নির্মিত হয়েছে সুনু ভাইয়ের মালিকানাধীন বিখ্যাত হোটেল হিলটন।

অভিজাত এই হোটেলে বিভিন্ন সময়ে প্রেস কনফারেন্সের ভেন্যু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাঝে-মাঝে আমরা যাই। আড্ডা হয়। রেস্তোঁরার খাবার অসাধারণ। বিশেষ করে বিফ বোনা এবং সবজির খ্যাতি ততদিনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সময়টা সম্ভবত ৮৯ সাল।

একদিন দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন জেলা প্রতিনিধি অগ্রজ সাংবাদিক আব্দুল মালিক চৌধুরী ফোন করে হিলটন হোটেলে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন।

ইত্তেফাকের সিলেট অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সিলেট এসেছেন এবং রাতে সিলেটের সংবাদিকদের সাথে নৈশভোজ সারতে চান। মালিক ভাই যাবার তাগিদ দিয়ে বললেন কেবল উল্লেখযোগ্যদের দাওয়াত করেছেন। ডিনারে পৌঁছে দেখি চমৎকার পরিপাটি আয়োজন।

অন্যান্যদের মধ্যে ইব্রাহীম চৌধুরী এসেছে। কানে হেডফোন লাগিয়ে-ছোট একটি ডিভাইস থেকে কী যেনো শুনছে। আমাকে দেখে উঠে এসে পাশের চেয়ারে বসলো। আমরা মইনুল হোসেন সাহেবের মুখোমুখী বসেছি। পরিচয় পর্বের পর ডিনারের প্রথম অংশ সার্ভ করা হচ্ছে।

ইব্রাহীম তার কানে লাগনো যন্ত্রের এক অংশ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো রেডিওতে তোমার লেখা গান বাজছে-শোন। তখনও স্টিভ জব তাঁর আইপড নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ইব্রাহীম সৌখিন। সবকিছুতেই দারুণ পুছপাছ। ভাই আমেরিকায়।বোহেমিয়ান জীবন। মোটর সাইকেলে শহর চষে বেড়ানো কাজ। যেনো অবৈতনিক নিষ্ঠাবান ট্রাফিক কনেষ্টবল। নাটক, শিল্পকলা, সাংবাদিকতা, ঠিকাদারী, শ্রমিকদের অধিকার আদায় থেকে রাজপথে স্বৈরাচার হঠানো কী নেই রোজ তার নামচায়?

ডিনারের পর ব্যারিস্টার হোসেন প্রস্তাব করলেন সকলকে একটি করে জোকস শুনাতে। তিনি নিজে শুরু করলেন। বিভিন্ন জন নানা ধরনের কৌতুক পরিবেশন করলেন। আমার পালা এলো। আমি স্হানীয় একজন সম্পাদক মহোদয়ের একটি ঘটনা নিয়ে জোকসটি শোনালাম। সকলেই প্রাণ ভরে উপভোগ করলেন। যাকে নিয়ে কৌতুক তিনি নিজেও সামনে বসা। মনে হলো ভদ্রলোক সবচে বেশীই যেনো হাসছেন।

জোকসটি অন্য সময় শুনাবো।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের এই ডিনার এবং সম্পাদক সাহেবের গল্পটা একবারে কাকতালীয় ভাবে আসে রাতের ফোনালাপে। অথচ ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি তাঁকে নিয়ে আলোচনার মাত্র কয়েক ঘন্টা পর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সাহেব মারা গেছেন!

উক্ত সম্পাদক সাহেব বহু আগেই পরলোক গমণ করেন।

আমরা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও আলোচ্য সম্পাদক মহোদয়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বললেন

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নির্বাচন ও মানবাধিকার বিষয়ে দূরত্ব অনেকটা কমেছে

ঢাকা ডেস্ক

শাহরিয়ার আলম

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম দাবি করেছেন নির্বাচন ও মানবাধিকার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দূরত্ব অনেকটাই কেটেছে। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের ভুল–বোঝাবুঝি ছিল। ভবিষ্যৎ বলে দেবে ভুল–বোঝাবুঝি আর রয়েছে কি না। ১১ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

শাহরিয়ার আলম বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের ওপর নতুন করে কোনো বিধিনিষেধ বা নিষেধাজ্ঞা আসার আশঙ্কা নেই। কারণ, র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে। তিনি বলেন, 'নিষেধাজ্ঞার পর থেকে প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হয়েছে এবং ওয়াশিংটনকে তা জানানো হয়েছে। এ ছাড়া সরকার থেকে নেওয়া পদক্ষেপগুলোও জানানো হয়েছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা তো দূরের কথা, র‍্যাবের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, প্রত্যাশা করি, এটি উঠে যাবে। বাংলাদেশ এ নিয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় রয়েছে।'

দুই দেশের সম্পর্ক ও কাজ করার সুযোগ বেড়েছে উল্লেখ করে শাহরিয়ার বলেন, 'অতীতে কিছু ভুল–বোঝাবুঝি ছিল, ভবিষ্যৎ বলে দেবে কিছু ভুল–বোঝাবুঝি রয়ে গেছে কি না। আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক কিছু বোঝাতে সক্ষম হয়েছি, আগে যে চেষ্টা করানো হয়নি। করোনার সময় যোগাযোগের অভাবে কিছু ভুল–বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। তবে যাদের দিয়ে প্রভাবিত হয়ে অতীতে সিদ্ধান্তগুলো যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে, সে রাস্তাগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি।' কী নিয়ে ভুল–বোঝাবুঝি ছিল, জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মানবাধিকার নিয়ে ভুল–বোঝাবুঝি ছিল। মানবাধিকার ও নির্বাচন ইস্যুতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঢাকার দূরত্ব কেটেছে কি না, প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দূরত্ব অনেকটাই কেটেছে।

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST. FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

ফ্যামিলি ফার্মেসী এন্ড সার্জিক্যাল, ইনক
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration
Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়
সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের
জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের
জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

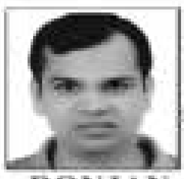
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন বয়সের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়াটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

আল আমীন জামে মসজিদের নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী কয়েছ আহমদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী জনসমাজের কাছে পরিচিত মসজিদ আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার। লং আইল্যান্ড সিটির (এস্টরিয়ার) ৩৬ এভিন্যু এবং ৩৫ স্ট্রিটের মোড়ের এ মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারটি দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদশি অভিবাসী মুসলমানদের কাছে পরিচিত। এস্টোরিয়া এলাকায় বসবাসরত স্বদেশীরা ছাড়া, অন্যান্য অভিবাসী মুসমানরাও এ মসজিদে নামাজ আদায় করে থাকেন। এলাকার ধর্মীয় কমিউনিটিতে এ মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্রটি মুসলমানদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে।

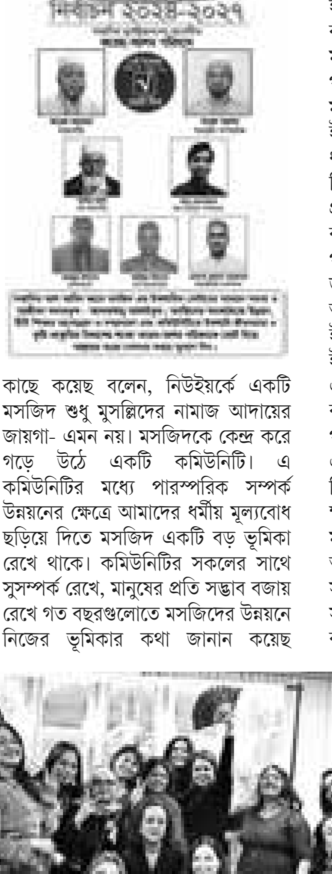

আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার পরিচালনা কমিটির নির্বাচন আসছে ১৭ ডিসেম্বর রোববার। দীর্ঘদিন থেকে মসজিদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সাথে নিবেদিত মুসল্লিদের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে এ নির্বাচনে সভাপতি পদে দাঁড়িয়েছেন কয়েছ আহমদ। তাঁর সাথে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করছেন আবুল আলম।

লং আইল্যান্ড এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে বসবাসরত কয়েছ আহমদ গত ৮ বছর থেকে মসজিদ কমিটির সাথে জড়িত রয়েছেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার কাছে কয়েছ বলেন, নিউইয়র্কে একটি মসজিদ শুধু মুসল্লিদের নামাজ আদায়ের জায়গা- এমন নয়। মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে একটি কমিউনিটি। এ কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে মসজিদ একটি বড় ভূমিকা রেখে থাকে। কমিউনিটির সকলের সাথে সুসম্পর্ক রেখে, মানুষের প্রতি সদ্ভাব বজায় রেখে গত বছরগুলোতে মসজিদের উন্নয়নে নিজের ভূমিকার কথা জানান কয়েছ আহমদ। তিনি জানান, সকলের সহযোগিতায় মসজিদের বাইরের ও ভেতরের অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। ইসলামিক সেন্টারকে সমৃদ্ধ করার নানা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আগামী দিনে মসজিদের অবকাঠামো উন্নয়নে আরও বড় পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে তিনি জানান। মসজিদকে কেন্দ্র করে কমিউনিটিতে ইসলামিক জীবনাচার, কৃষ্টি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করার জন্য তিনি আবারও মসজিদ কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রার্থী হয়েছেন বলে জানালেন। কয়েছ আহমদের সাথে সাধারণ সম্পাদক পদে আবুল কালাম, সহ সভাপতি পদে জমির আলী, সহও সাধারণ সম্পাদক পদে আবু সোলায়মান, কোষাধ্যক্ষ পদে সামসুল ইসলাম, সহ কোষাধ্যক্ষ পদে সাইফুল ইসলাম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে এমদাদ রহমান তরফদার নির্বাচন করছেন। কয়েছ আহমদ জানালেন, যে কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিবাদপ্রিয় লোকজন একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান অনেক ক্ষেত্রেই। নিউইয়র্কের এমন বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য তাঁকে এবং তাঁর সহযগিদের আল আমীন মসজিদের সম্মানিত ভোটারগণ নির্বাচিত করবেন বলে কয়েছ আহমদ আশা প্রকাশ করেন।

টাইমস স্কোয়ারে বিএনপির মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি বাংলাদেশে নির্বাচনী তফসিল বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবীতে ১৩ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে ম্যানহাটনের টাইমস স্কয়ারে (ডেইলী নিউইয়র্ক টাইমস বিল্ডিং এর সামনে) এক মানব বন্ধনের আয়োজন করে।

মহানগর বিএনপির (উত্তর) আহবায়ক আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, ও মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন ।বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন , প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক অলি উল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ, নিউইয়র্ক (দক্ষিণ) বিএনপির সদস্য সচিব বদিউল আলম, যুবদলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ প্রমুখ।

ওয়াশিংটন থেকে খালি হাতে ফিরেছেন মেয়র অ্যাডামস

রোকেয়া দীপা

এরিক অ্যাডামস্

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস মরিয়া হয়ে ওয়াশিংটনে ছুটে গিয়েছিলেন সাহায্যের আশায়। নথিপত্রহীন অভিবাসী সমস্যা সামাল দেয়ার জন্য তহবিল সংকট সমাধানে বেপরোয়া মেয়র অ্যাডামসকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসতে হয়েছে। হতাশ মেয়র নগরবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, সাহায্য আসছে না।

৮ ডিসেম্বর শুক্রবার মেয়র এরিক অ্যাডামস ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এমন হতাশার কথাই জানিয়েছেন। হলিডে উৎসবে যোগ দিতে আগেরদিন ওয়াশিংটন সফর করেন তিনি। তাঁকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করার জন্য আমন্ত্রণও জানানো হয়। বৈঠক থেকে ফিরে অ্যাডামস বলেছেন, আমি ওয়াশিংটন থেকে শীতল বার্তা নিয়ে ফিরেছি। দ্রুত কোন সাহায্য আসছে না। তিনি বলেছেন এখন নিউইয়র্ক প্রশাসনকেই ঠিক করতে হবে কীভাবে চলমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

নিউইয়র্কে অভিবাসী সংকট শুরু হওয়ার পর থেকে দশম বারের মতো ওয়াশিংটনে ধর্না দিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে নথিপত্রহীন অভিবাসীর উত্তাল ঢেউয়ে নিউইয়র্কে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেড় লক্ষাধিক এমন অভিবাসীদের স্থান সংকুলান করতে পারছে না নিউইয়র্ক। হোটেল মোটেলে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। নতুন নতুন আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব অভিবাসীদের আবাসন, খাবার, স্বাস্থ্যসেবা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে নিউইয়র্ক সিটির বাজেটে ঘাটতি পড়েছে। এরমধ্যেই চলতি বাজেটের বিভিন্ন খাত থেকে ব্যাপক বাজেট কর্তন করতে হয়েছে। ফলে নাগরিকদের জন্য নিয়মিত নগর সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

নাগরিক সেবা ব্যাহত হওয়া এবং সিটির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় মেয়র এরিক অ্যাডামসের জনপ্রিয়তা এখন নিম্নমুখী। প্রতিদিন সিটিতে ছিনতাই হচ্ছে। নথিপত্রহীন অভিবাসীরা সিটির সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। নোংরা আবর্জনা এবং অব্যবস্থাপনায় নথিপত্রহীন অভিবাসীদের প্রতি সব সহানুভূতিশীল পক্ষগুলোও এখন মেয়রের পক্ষে নেই। ওয়াশিংটন থেকে ফিরে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, অভিবাসীদের এ চাপ মোকাবেলায় ফেডারেল থেকে এখন আর তেমন প্রত্যাশা তিনি করছেন না।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীদের মিলনমেলা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

উইমেন অফ বাংলাদেশি হেরিটেজ (WBH)/ডব্লিউবিএইচ) বাংলাদেশি আমেরিকান নারীদের নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। এই সংগঠনের মূলমন্ত্র হল সহযোগিতা, বন্ধন, এবং ক্ষমতায়ন। ২০১৯ সালে উইমেন অফ বাংলাদেশি হেরিটেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এই সংগঠনটি খুবই সক্রিয়ভাবে সারা বছর ধরে নান ধরনের স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটির সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা করে চলেছে। ডব্লিউবিএইচ আয়োজিত যেকোন অনুষ্ঠানের পেছেনে থাকে একটি সামাজিক কারন যার মাধ্যম সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সহায়তা প্রদান করা হয়।

৯ ডিসেম্বরে এই সংগঠনটি একটি মনোমুগ্ধকর বাৎসরিক মিলনমেলার (ইয়ার-এন্ড গালা) আয়োজন করেছে, যেখানে উইমেন অফ বাংলাদেশি হেরিটেজের সদস্যরা সম্মিলিত হয়েছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে আনন্দময় মুহূর্ত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডের ওয়েস্ট হেম্পস্টেডের ইকো পার্কে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক উৎসব এবং বিনোদনপূর্ণ এই রাতে উইমেন অফ বাংলাদেশি হেরিটেজের আয়োজক সদস্যসহ এই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দরা আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দদের স্বাগত জানান! অনুষ্ঠানটি শুরু হয় স্বাগত বক্তব্য দিয়ে, যেখানে উইমেন অফ বাংলাদেশি হেরিটেজের আদর্শ তথা একতা, উদযাপন এবং ক্ষমতায়নের আদর্শের কথা সকলকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে লেডিস ট্যালেন্ট শোতে এই গ্রুপের সদস্যরা তাঁদের অসাধারণ প্রতিভা, বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা এবং পরিবেশনা উপস্থাপন করেন যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। বাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে কাঁথা সেলাই করেছেন সংগঠনের সদস্যরা! সেই কাঁথা নিয়ে একটি মনোমুগ্ধকর ফ্যাশন শো প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া শাড়ি পেইন্টিং এবং প্রদর্শন, নারীদের জীবনের গল্প, গান ও কবিতার মাধ্যমে বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রকাশ করেছেন সদস্যরা!

মরহুম সিরাজুল আলম খান ছিলেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা

শাহাব উদ্দিন

৮ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে সংগঠনের আহবায়ক ড. মহসিন পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় অব নিউ অরলিন্সের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ার । সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব শাহাব উদ্দীন । আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান, বীরমুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, ডা: মুজিবুল হক , ওয়ালিউল ইসলাম সেলিম, লিগ্যাল কনসালটেন্ট মুজিবুর রহমান, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ড. সারওয়ার বলেন , আমি ছাত্র জীবন থেকেই ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে ছিলাম। বিশেষ করে কাজী আরেফ আহমেদ , সিরাজুল আলম খানের খুব প্রিয় ছিলাম। আমি ছাত্রাবস্থায় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, খুব কাছে থেকে সিরাজুল আলম খানকে দেখেছি। তিনি সব সময় কর্মীদের বুকে আগলে রাখতেন। আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতেন। বঙ্গবন্ধু অথবা বেগম মুজিবের কাছ থেকেই পয়সা এনে ঢাকার নিলখেতের আনোয়ারা রেস্টুরেন্টে কর্মী দের ভাত খাওয়ার বিল দিতেন। কিন্তু তিনি নিজে খেতেন না। তিনি রুমে এসে ডাল , ভাজি দিয়ে খেয়ে ফ্লোরে শুয়ে পড়তেন। তিনি তোফায়েল আহমেদ ,আ স ম রব সহ বহু নেতাকে হাতে ধরে তৈরি করেন। জয় বাংলা শ্লোগান , শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি , বাংলাদেশের পতাকা , জয় বাংলা বাহিনী গঠন করে দেশকে পাকিস্তানীদের কবল থেকে মুক্তির জন্য সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের দিকে নিয়ে স্বাধীন করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে দেশের মানুষ ও ছাত্রসমাজকে পরিচালিত করেছিলেন। এক কথায় বলা যায় সিরাজ ভাই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভেনগার্ড ও বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রোষ্টা।

তাঁর দেশপ্রেম ,সততার জন্য বঙ্গবন্ধু খুব ই স্নেহ করতেন। জাসদ গঠনের পরও সব সময় বঙ্গবন্ধু খোঁজ খবর নিতেন। একদিন অসুস্থতার খবর শুনে আমার সামনে বঙ্গবন্ধু বলেন ,কি রে সিরাজ তোর না শরীর খারাপ। যা রাশিয়া থেকে গিয়ে চিকিৎসাটা করে আয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন না ভাই আমি ভালো আছি। এরকম আরও অনেক ঘটনা আমার সামনে ই হয়েছে। একটি দল থেকে বেরিয়ে এসে সেই সময় জাসদ প্রধান বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে কত মধুর সম্পর্ক ছিল এখন তা কল্পনাও করা যায় না। আজ হত্যা,হিংসা ও ধংসের রাজনীতি দেশ ও জাতীকে ধংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে এসেছে। এই ধারা পরিবর্তন করা একান্ত জরুরী। একটি গনতান্ত্রিক দেশে মতদ্বৈততা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এটা আদর্শিক মতবাদিক সংগ্রামের মাধ্যমে ই মোকাবেলা করতে হবে। পেশিশক্তির প্রভাব খাটিয়ে নয়।

আগামী ১৭ ই ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ছয়টা জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারের, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা" শীর্ষক সভা একটা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। দল মত সবাই উপস্থিত হওয়ার আহবান জানান।

সুব্রত চৌধুরীর পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বসবাসরত লেখক-সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরীর প্রয়াত পিতা দীপেশ চৌধুরীর পারলৌকিক ক্রিয়াসহ সকল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে চট্টগ্রামের কৈবল্যধামে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাঁর ছোট সন্তান সনজিব চৌধুরী।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বড় সন্তান সুব্রত চৌধুরী আদ্যা কালি মন্দিরে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পারলৌকিক ক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১০ ডিসেম্বর রোববার চট্টগ্রামের রঙ্গম কনভেনশন হলে মৎস্যকরণ অনুষ্ঠান হয়েছে। এতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার কৃষ্ণ পদ রায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক জনাব আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন প্রশাসক ও চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক জননেতা খোরশেদ আলম সুজন,বোধন আবৃত্তি পরিষদের সভাপতি আব্দুল হালিম দোভাষ ও সাধারন সম্পাদক প্রনব চৌধুরী, শিশু সাহিত্যিক উৎপল কান্তি বড়ুয়া সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার গণ্যমান্য লোকজন উপস্থিত হয়ে দীপেশ চৌধুরীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান।তাঁরা অনুষ্ঠানস্থলে রক্ষিত শোক বইয়ে শোক বার্তা লিখেন।বহিতে শোক বার্তা লিখেন। তাঁরা শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

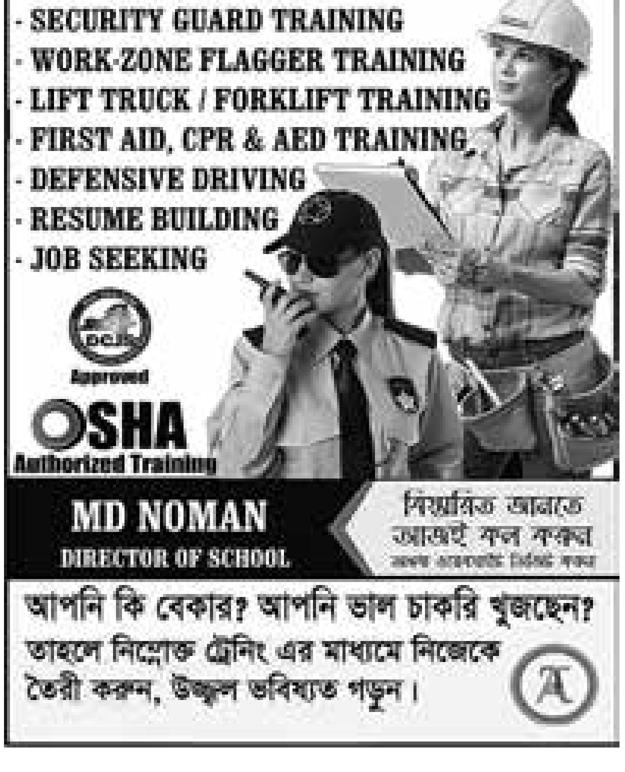

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত

CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

TUITION FREE TAX SCHOOL *

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation
Company for the Upcoming Tax Season.

Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.

Please Contact : **718-297-3500**

LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(তাজমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.

‘বহিস্কৃত মইনুল অর্থ আত্মসাৎকারী’

জালালাবাদ এসোসিয়েশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বহিস্কৃত সাধারন সম্পাদক মইনুল ইসলামকে সংগঠনের ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার আত্মসাৎকারী বলে অভিমত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার।

১০ ডিসেম্বর রোববার জ্যাকসন হাইটস্থ মামা'স পার্টি হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন সাধারন সম্পাদক রোকন হাকিম।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা বলেন , মইনুল জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে

নিয়ম বর্হিভূতভাবে জালালাবাদের অর্থ তুলে ‘কথিত জালালাবাদ ভবন’ ক্রয়ের নামে । এই অর্থ আদায়ে তারা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। সংগঠনের নেতারা আশা করছেন মাননীয় আদালতের সুবিচারে জালালাবাদবাসী এই অর্থ ফেরত পাবে। কিন্তু জালালাবাদের ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার তুলে মইনুল যে বাড়ি ক্রয় করেছিল তা নিলামে উঠতে যাচ্ছে। ব্যাংক গত ৮ মাসে মইনুলের কাছ থেকে মর্টগেজ না পাওয়ায় তা ফরক্লোজারে যাবার পথে। এমতাবস্থায় জালালাবাদের প্রায় সোয়া ৩ লাখ ডলার নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিষয়টি বৃহত্তর সিলেটবাসীকে অবহিত করার জন্যই এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন।

বদরুল খান বলেন, মইনুল ইসলাম ‘কথিত জালালাবাদ ভবন’ এর বাড়িটি ক্রয়কালে অবৈধভাবে জালালাবাদের ফান্ড থেকে ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার তুলে ডাউন পেমেন্ট প্রদান করে। বাড়িটি ক্রয়কালে সংগঠনের তহবিল থেকে অর্থ নেয়ায় আমরা লিয়েন হিসেবে দাবি করি। কিন্তু মইনুল গত ৮ মাস ধরে মর্টগেজ না দেয়ায় বাড়িটি ফরক্লোজারে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার কাগজপত্র আমরা ব্যাংক থেকে পেয়েছি। আর বাড়িটি ব্যাংক নিয়ে নিলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

এক প্রশ্নের জবাবে সাধারন সম্পাদক রোকন হাকিম বলেন, মইনুলের অর্থ কেলেংকারির বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। আশাকরি সহসাই তার নিষ্পত্তি হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আজমল হোসেন কুনু, বদরুন নাহার খান মিতা, সদরুন নুর, শফি উদ্দীন তালুকদার, আব্দুল আলীম,মিজবাহ মজিদ,মিজবাহ আহমেদ,আতাউর রহমান সেলিম,আহমেদ জিল্লু, জুনেদ এ খান, এডভোকেট নাসির উদ্দীন, ফয়সল আলম,সাইফুর খান হারুন, শামীম আহমেদ ও মান্না মুনতাসির।

বয়কটের মুখে বিজ্ঞাপন অপসারণ জারার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিখ্যাত ফ্যাশন ব্রান্ড জারা ইসরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত গাজার পরিস্থিতি নিয়ে উপহাসমূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করে । এরপরই প্রতিষ্ঠানটির পণ্য বয়কটের ডাক দেয় ফিলিস্তিনিদের সমর্থনকারী গোষ্ঠী। পণ্য বয়কটের পরই ওয়েবসাইট থেকে বিতর্কিত বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

জারার মালিকানাধীন কোম্পানি ইনডিটেক্স বলেন, বিজ্ঞাপনের চিত্রগুলো হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তৈরি করা হয়েছে। এগুলো সেপ্টেম্বর মাসে বানানো হয়। কিন্তু পণ্য বয়কটের ডাক দেয়ার পরই বিজ্ঞাপনগুলো সাইট থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপনে কাফনে মোড়ানো কিছু লাশ দেখা যায় এবং চারপাশে ধ্বংসস্তূপের চিত্র তুলে ধরা হয়। এ বিজ্ঞাপনকে কয়েকজন অধিকারকর্মী ইতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গাজায় ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞ বুঝানো হয়েছে।

জারা প্রদর্শিত বিতর্কিত বিজ্ঞাপন

এ ছাড়া হামলায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে সেটিও তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি জারার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার পর ১০ হাজার মানুষ এতে কমেন্ট করে। কমেন্টে তারা জারার পণ্য বয়কটের আহবান জানান। যা এক্স প্লাটফর্মে ট্রেনডিংয়ে চলে আসে।

এই বিজ্ঞাপনটি এমন এক সময় সামনে এসেছে যখন তিন মাস ধরে গাজায় লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এতে ১৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। যার অধিকাংশ নারী ও শিশু। এর আগেও জারা প্যালেস্টাইনপন্থীদের নিয়ে বিরুপ মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছিল। ২০২২ সালে ইসরায়েলের জারা স্টোরের একজন ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক তার বাড়িতে ডানপন্থী ইসরায়েলি রাজনীতিবিদ ইতামার বেন-গভিরের জন্য একটি প্রচারণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আর এরপরেই ফিলিস্তিনিরে নাগরিকেরা ওই দোকান থেকে কেনাকাটা বন্ধের জানান। সেই সময়ে, ফ্যাশন সংস্থা পেরিলম্যানের মন্তব্যের নিন্দাও করেছিল ফিলিস্তিনিরা।

এদিকে জারার কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন, জারা কোনো সংস্কৃতি, ধর্ম, দেশ, জাতি বা বিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল নয়। জারা একটি বৈচিত্র্যময় কোম্পানি এবং আমরা কখনই কোনো ধরনের বৈষম্য দেখিয়ে থাকি না।

১২ ডিসেম্বর রোমে ‘মুজিব’ ছবিটি প্রদর্শিত হবে

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

১২ডিসেম্বর মঙ্গলবার ইতালিতে প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হবে "মুজিব" একটি জাতির রূপকার। রাজধানী রোমের "মেট্রো সি"র ব্রডওয়ে সিনেমা হলে সন্ধ্যা ছয়টায় ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছবিটি দেখতে পারবেন।

এই সময় ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের নব নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে নিশ্চিত করেছেন ইতালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর হোসেন। পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর হোসেন আগামী প্রজন্ম সহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের আহবান করেছেন বাংলাদেশ, বাঙালি এবং স্বাধীনতার সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে থাকা একজন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতা ও রূপকারের জীবন দর্শন সম্পর্কে জানতে এই সিনেমা দেখার।

ছবিটি প্রদর্শনের সার্বিক সহযোগিতায় আওয়ামী যুবলীগ ইতালি শাখা। আয়োজনে ইতালি আওয়ামী লীগ এবং আমন্ত্রণে ইতালি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহ আলম এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর হোসেন।

৩০ ডিসেম্বরকে প্রবাসী দিবস ঘোষণা করা হয়েছে

প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি

রোকেয়া দীপা

বাংলাদেশের আর্ত সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩০ ডিসেম্বরকে প্রবাসী দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য প্রবাসীরা এমন একটা দিবস ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের দাবি অনুযায়ী ৩০ ডিসেম্বরকে প্রবাসী দিবস হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়টি অনুমোদন করেছেন।

প্রবাসী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক ও প্রিয় দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিওয়ে বলেছেন , স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মত বিদেশে অবস্থিত প্রবাসীদের স্বদেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ ডিসেম্বরকে প্রবাসী দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।তিনি উল্লেখ করেন, গত কয়েক বছর ধরে প্রবাসীরা ৩০ ডিসেম্বর প্রবাসী দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন, এইবারই প্রথম যা সরকারিভাবে পালিত হতে যাচ্ছে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য একান্তভাবে কামনা করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি। এ উপলক্ষ্যে দেয়া বার্তায় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রবাসীদের বন্ধু। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন প্রবাসী বাঙালিদের যারা পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন, তাদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রবাসীদের উন্নয়ন এবং প্রবাসী নাগরিকদের স্বার্থ নিরাপত্তা ও অনেক অধিকার সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রবাসীদের প্রত্যাবাসন, পাসপোর্ট ও ট্র্যাভেল পারমিট প্রদান, বিভিন্ন ডকুমেন্ট সত্যায়ন, প্রবাসীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করা, NID প্রদান, দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ, অনিয়মিত বাংলাদেশিদের নিয়মিত নাগরিক করার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, ২৪ ঘণ্টা হট লাইন সেবা, নারী কর্মীদের জন্য সেফ হুম, বিভিন্ন মতবিনিময় সভা।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কুয়েত শাখার অভিষেক

আলাল আহমদ, কুয়েত

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কুয়েত শাখার অভিষেক উপলক্ষে পরিচিতি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ৯টায় কুয়েতের কাইতানের এক অভিজাত রেস্তোরায়।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাই মামুনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুরাদুল হক চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে বক্তব্য রাখেন সি এম কয়েস সামি। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে ঢাকা থেকে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী মহাপরিচালক জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকা ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও কানাডা প্রবাসী আব্দুল মুহিত নাজমুল এবং আলিম উদ্দিন জালালাবাদ এসোসিয়েশন কুয়েত শাখার উপদেষ্টা। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছেন রাষ্ট্রদূত ইমরান

উত্তর আমেরিকা অফিস

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের সাক্ষাৎ করেছেন। ৩ ডিসেম্বর রোববার ঢাকায় বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠকে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

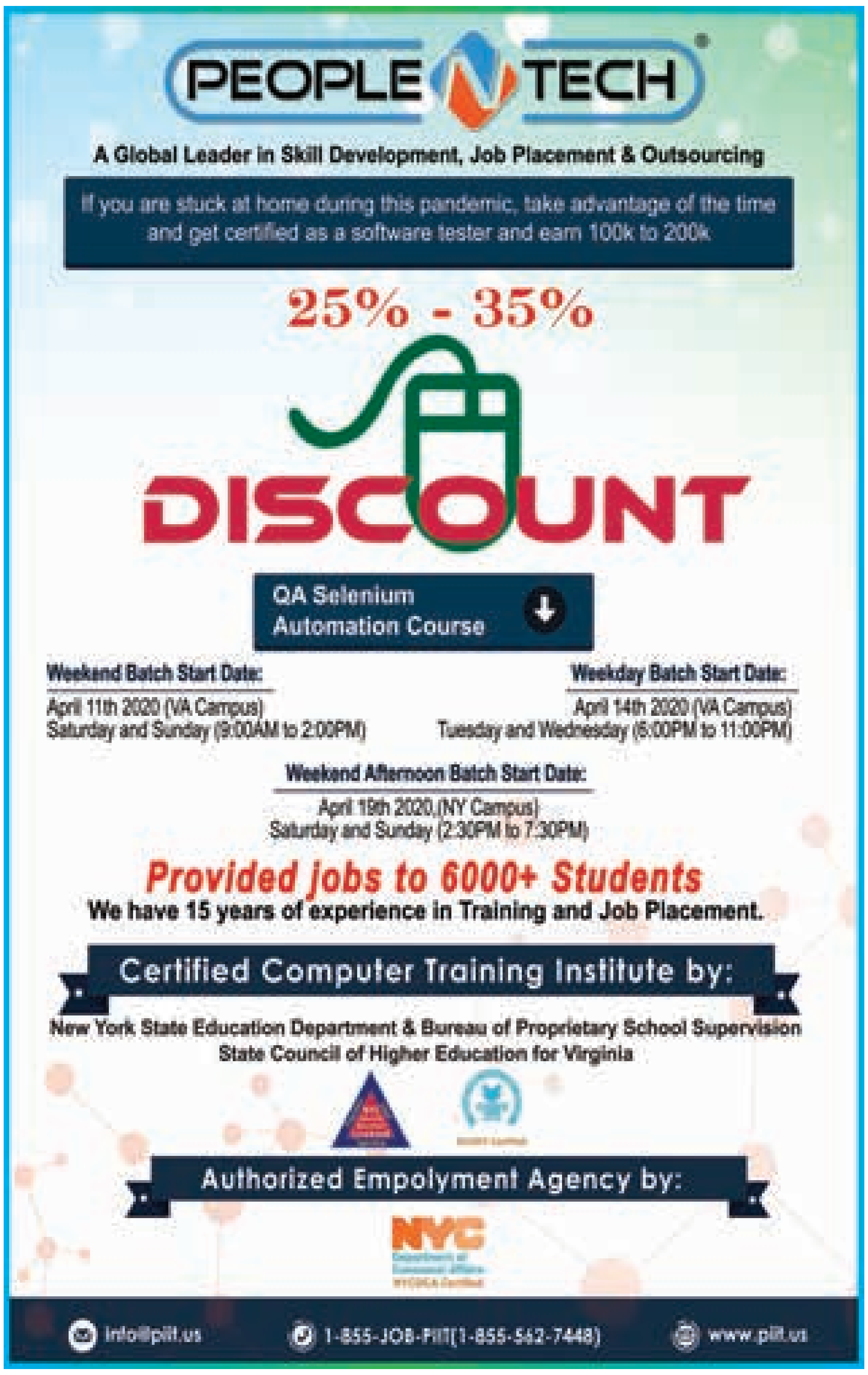
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

জ্যামাইকায় এশিয়ান কালচারাল সেন্টার উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বর্ণাট্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন হলো সাউথ এশিয়ান কালচারাল সেন্টার। সেন্টার লাইট হেলথ কেয়ারের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান, চায়নিজসহ বিভিন্ন কমিউনিটির বিশিষ্টজন ও নিউইয়র্কের হোমকেয়ার মালিকরা উপস্থিত ছিলেন।

জ্যামাইকার ৯৭-৩৫ এ্যালেনডেল ষ্ট্রিটে অবস্থিত মনোরম পরিবেশে এই কালচারাল সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়। ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সেন্টার লাইটের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও তারা বুনকোরি রুট, ভাইস প্রেসিডেন্ট শানু রুশকিন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জিয়াদ ফারাহ, ম্যানেজার রাশিদা আকন্দ জোনি আশাদুজ্জামান।

বাংলাদেশি মালিকাধীন হোমকেয়ারের সিইওদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আসেফ বারি টুটুল, মামুনুর রশিদ, আকাশ রহমান, মোজাম্মেল হোসেন, সামিউল হক প্রমুখ।

পিতা কেটে কালচারাল সেন্টারটি উদ্বোধন করেন কোম্পানীর সিইও। উদ্বোধনের পর বাংলা, হিন্দি গানের পাশাপাশি নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

কালচারাল সেন্টারটি উদ্বোধনের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে উদ্যোক্তরা বলেন, বয়স্করা যেন বাসায় বসে থেকে হতাশাগ্রস্থ না হয় সেজন্য এ সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে। যাতে তারা বিনোদন, দেশীয় সুস্বাদু খাবার উপভোগ করতে পারে। একই সাথে তাদের অবসর সময় যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে সেজন্য এই প্রয়াস। এখানে এসে স্ব স্ব ব্যাক্তির প্রার্থনা করারও ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে করে সব ধরনের সুবিধা পেয়ে প্রবীনরা খুশি থাকেন।

ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে ৩৮তম ফোবানার আসর

জুয়েল সাদত

"বাংলার চেতনায় বাঙালীর মুখ “ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ৩৮ তম ফোবানা হতে যাচ্ছে ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে।

আগামী ২০২৪ সালের আগষ্ট এর ৩০ ও ৩১ এবং সেপ্টেম্বর এর ১ তারিখ, তিন দিনের ফোবানার হোস্টিং করছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন (বাগডিসি) ।

ওয়াশিংটনে ফোবানার রয়েছে ঐতিহ্য। অনেকগুলো স্টেট এর সম্মিলন গ্রেটার ওয়াশিংটন। ৩৮ তম ফোবানাকে সফল করতে চম্যকার ভেন্যু নির্বাচন করেছেন হোস্ট কমিটি। ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেইটওয়ে ম্যারিয়েট ই হল ৩৮ তম ফোবানার ভেন্যু বলে জানিয়েছেন হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি মোহাম্মদ কাজল। মোহাম্মদ কাজল, জানান ক্রিস্টাল গেইটওয়েক ম্যারিয়েট এ সকলের থাকার ব্যবস্থা হবে।

“বাংলার চেতনায় বাঙালীর মুখ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ৩৮ তম ফোবানায় থাকবে বৃহত্তর ওয়াশিংটনের সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সরব উপস্থিতি। বাংলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হবে নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে।

৩৮ তম ফোবানার কনভেনর হিসাবে আছেন রোকশানা পারভিন, মোহাম্মদ কাজল মেম্বার সেক্রেটারি, হোস্ট প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) এর ৩৮ তম আসর ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

২০২৪ ফোবানার এক্জিকিউটিভ চেয়ারপার্স্রন মোহাম্মদ আলমগীর ও ২০২৪ ফোবানার এক্জিকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর ৩৮ তম ফোবানায় সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

৩৮ তম ফোবানার মেম্বার সেক্রেটারী মোহাম্মদ কাজল জানান, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী ভার্জিনিয়ায় ফোবানার কীক অব পার্টি হবে, সেখানেই ফান্ড রাইজিং সহ বিস্তারিত জানানো হবে। তাছাড়া ২৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় প্রেস কনফারেন্স ও ২৬ ফেব্রুয়ারী মিট এন্ড গ্রীট অনুস্তিত হবে ঢাকায । তিনি আরও জানান, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী থেকে ৩৮ তম ফোবানার মুল কাজ, শিল্পীর তালিকা সহ রিহার্সাল শুরু হবে। হোস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন বাগডিসি একটি শক্তিশালী হোস্ট কমিটি গঠনের মাধ্যমে ৩৮ তম ফোবানা সফল করে তুলবে। ৩৮ তম ফোবানার হোস্ট প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু জানান, আমাদের কমিউনিটির সকলের সহযোগীতায় একটি মানসম্পন্ন ফোবানা হবে। আমরা সকলের সহযোগীতা চাই।

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

ADI'S The Halal Supermarket

FOOD CERTIFIED 100% HALAL

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 15 - 21, 2023) | Promo Code : PSP10

WE ACCEPT EBT CARDS · WE ACCEPT OTC CARDS

FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE

- SALE $3.49/LB — BEEF WITH BONE SINA MIX (ZABIHA HALAL)
- NO CUT NO CLEAN — SALE 99¢/LB — CHICKEN QUARTER LEG (ZABIHA HALAL)
- SIZE 800-1000 — SALE $15.99/EA — HILSHA
- 4 KG — SALE $3.29/LB — MRIGEL
- SALE $3.49/LB — PANGASH WHOLE
- SIZE 100-200 — SALE $4.99/LB — WHITE POMFRET
- SALE $3.29/LB — TILAPIA FILLET
- SALE 3/$5.00 — KESKI TRAY (HAOR)
- 16/20 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA — SALE $9.99/EA — RAW SHRIMP
- 2 LB BAG — SALE $6.99/EA — HAOR PANGASH STEAK
- 20 LB — SALE $19.99/EA — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- 20 LB — SALE $21.99/EA — ROYAL BASMATI RICE
- 5 LTR — SALE $14.99/EA — GOURMET SUNFLOWER OIL
- 1 GALLON — SALE $13.99/EA — OLIO VILLA POMACE OIL
- 1 LTR — SALE 2/$6.99 — RAJDHANI MUSTARD OIL
- 20 LB — SALE $12.99/EA — PARLIAMENT CHAKKI ATA
- SALE $6.99/EA — KEEBLER SODA BISCUIT CAN
- 900 GM — SALE $8.99/EA — TAPAL DANEDAR TEA
- 300 GM — SALE 3/$5.00 — SHAHJALAL KACHUR LOTI
- SALE 2/$6.99 — REGULAR MILK GALLON

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 15 - 21, 2023) | Promo Code : PSP50

- SIZE 10/12 — SALE $19.99/EA — HILSHA CK BRAND
- SIZE 3 KG — SALE $13.99/EA — ROHU CK / CROWN FARM
- SALE $3.99/LB — CUBE — FROZEN REGULAR GOAT (ZABIHA HALAL)
- SALE $2.29/LB — FRESH CHICKEN BREAST / THIGH (ZABIHA HALAL)
- SALE $1.29/LB — FRESH CHICKEN DRUMSTICK (ZABIHA HALAL)
- SIZE 3 KG — SALE $2.99/LB — MRIGEL CROWN FARM
- SIZE 100/200 — SALE $5.99/LB — WHITE POMFRET
- SALE 3/$4.99 — 200 GM — SHAHAJALAL BRAND KESKI TRAY
- SALE $4.99/EA — 500 GM — CK BRAND BAILA BLOCK
- SALE $4.99/EA — 500 GM — CK BRAND CHIRING BLOCK
- SALE $5.99/EA — 500 GM — CK BRAND TAPOSHI LOOSE
- 31/40 (2LB BAG) — SALE $9.99/EA — SHELL ON — RAW SHRIMP
- 70/80 (4LB BOX) — SALE $12.99/EA — HEAD / SHELL ON — RAW SHRIMP
- SALE $19.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- 10 LB — SALE $9.99/EA — PREEMA'S EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE
- SALE $3.99/EA — 125 CT-BAG — VITAL TEA
- 300 GM — SALE 3/$4.99 — OWNER DRY CAKE
- 700 GM — SALE $6.99/EA — SPICY RAMEN NOODLES (BULDAK)
- SALE $15.99/EA — 5 LITER — KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
- SALE 2/$6.99 — 1 LITER — RAJDHANI MUSTARD OIL

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER · ADI'S · SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW · SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY · ADI'S BRONX

9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023

SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI

9TH WEEK WINNERS PICTURES

12TH WEEK LUCKY WINNERS 02 DECEMBER, 2023

RABBANI | UTTAM SAHA | POLLY

12TH WEEK WINNERS PICTURES

10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023

ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN

10TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT EBT OTC Network CARDS

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU, TAZ	TANEEZA RAZO, BIBI MOURIFF, MD S ALI	ALAMGIR, SHARIF KHAN	JAMAL ISLAM, MOHAMMED KHAN, MD HASSAN	PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL, ENRAN HUSSAIN
TEL: 347-657-8911	TEL: 347-658-0134	TEL: 347-658-4362	TEL: 347-626-8798	TEL: 347-658-0972

10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE: THARU, TAZ
BRONX: RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
JACKSON HEIGHTS: MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
JAMAICA: ANTHONY JOHNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
OZONE PARK: ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

টিএলসি সেবায় নিয়োজিত বাংলাদেশি জে ওয়ান স্কুল

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকায় টিএলসি সেবায় প্রশংসা অর্জন করেছে বাংলাদেশি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান জে ওয়ান ড্রাইভারস ট্রেইনিং সেন্টার। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানের দুইটি শাখা সুনামের সাথে টিএলসি ড্রাইভারদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

জানা যায়, প্রতিষ্ঠানের শাখা দুইটি যথাক্রমে বাঙ্গালিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটস এবং জ্যামাইকাতে অবস্থিত। এখানে প্রশিক্ষনার্থীদের টিএলসি ড্রাইভারস রিনিউয়াল কোর্স, ২৪ ঘন্টার ক্লাস (নতুন লাইসেন্স নেয়ার জন্য), হুইয়ল চেয়ার ক্লাস, ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স এবং পিইডি কোর্সে (ডিস্ট্রাক্টেড ড্রাইভিং কোর্স) প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষকেরা এই কোর্সগুলো বাংলা, ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শেখাচ্ছেন। ২৪ ঘন্টার ক্লাস (নতুন লাইসেন্স নেয়ার জন্য) বলতে ৩টি ক্লাসের সম্মিলিত ক্লাসকে বোঝায়। প্রতিটি ক্লাসের ব্যাপ্তি ৮ ঘন্টা করে এবং মোট ৩টি ক্লাস করতে হয়। এছাড়া হুইয়লচেয়ার ক্লাস (৩ ঘন্টা) এবং ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স (৬ ঘন্টা) করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত সকল কোর্সগুলো প্রদান করে থাকে।

বাংলা, ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষায় এই কোর্সগুলো করে যে যার নিজের ভাষায় পরিক্ষা দিয়ে টিএলসি ড্রাইভারস লাইসেন্স নিতে পারে। এজন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ধরণের সেবা এবং সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, এখানে শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ। এছাড়াও আছেন বিভিন্ন ভাষাভাষী একঝাঁক অভিজ্ঞ তরুন-তরুণী, যারা সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। তারা সর্বদা হাসিমুখে নিঃস্বার্থভাবে সেবা প্রদান করেন।

টিএলসি ড্রাইভার লাইসেন্স রিনিউয়াল কোর্স হল- টিএলসি লাইসেন্সধারী ড্রাইভারদের জন্য একটি নতুন কোর্স যেটি গত বছর পহেলা জানুয়ারি থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য হল পেশাদার হিসাবে তাদের কাজকে সমর্থন করার জন্য পেশাদার এবং ব্যবহারিক হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যা কিনা ড্রাইভার এবং জননিরাপত্তা বাড়াতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠান সূত্রে আরও জানা যায়, এই স্কুলে টিএলসি ড্রাইভার লাইসেন্স রিনিউয়াল করতে বাৎসরিক ড্রাগ টেস্ট বাদে বাকি তিনটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। সেগুলো হলো- টিএলসি ড্রাইভার লাইসেন্স রিনিউয়াল কোর্স (৩ বছরের জন্য), ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স (৩ বছরের জন্য) এবং ফি জমাদান।

পাহাড়ে অঘোষিত সেনা শাসন প্রত্যাহার ও খুন, ধর্ষণ বন্ধ করুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ সমর্থক ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষে নোঃ জামান তপন এক বিবৃতিতে ১১ ডিসেম্বর সোমবার রাতে খাগরাছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার লোগাঙ ইউনিয়নের অনিল পাড়া নামক গ্রামে সন্ত্রাসীরা ব্রাশ ফায়ার করে পিসিপি'র সাবেক সভাপতি ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সুনীল কান্তি ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ-সভাপতি লিটন চাকমা ও ইউপিডিএফ সদস্য রুহিন বিকাশ ত্রিপুরাকে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃততে তিনি বলেন, পাহাড়ে এ ধরণের হত্যাকাণ্ড প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। সেনাবাহিনীর মদদে ও নানা মহলের উস্কানিতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মানুষ নানা গ্রুপে নিজেরা বিভাজিত হয়ে একে অপরের প্রাণ সংহার করছে। পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের ২৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসেনি এবং চুক্তিরও বেশিরভাগ মৌলিক বিষয় বাস্তবায়ন হয়নি। অবসান হয়নি অঘোষিত সেনাশাসনের। গুম-খুন-ধর্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপারে পরিণত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। চারজনকে হত্যা করা ছাড়াও তিনজনকে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা।

তিনি অবিলম্বে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন এবং অপহরণকৃতদের উদ্ধারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জোর তৎপরতার দাবি জানান। একই সাথে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে না জড়িয়ে এবং শাসক বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণির রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়ে পাহাড়ি আদিবাসী জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামকে জোরদার করুন। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী বাঙালি শোষিত জনগণের মুক্তির পথ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বেগবান করার আহ্বান জানান। কেননা একমাত্র সমাজতন্ত্রই এই জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

দুর্নীতির শেষ মামলা থেকেও খালাস পেলেন নওয়াজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

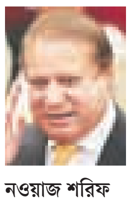
নওয়াজ শরিফ

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের (এন) নেতা নওয়াজ শরিফ আল আজিজিয়া দুর্নীতি মামলা থেকে রেহাই পেয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট তাঁকে এ মামলা থেকে খালাস দিয়েছেন। পাকিস্তানের গণমাধ্যম ডন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে হওয়া বিভিন্ন মামলার মধ্যে আল আজিজিয়া ছিল সর্বশেষ দুর্নীতি মামলা। এ মামলা থেকে খালাস পাওয়া আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগে নওয়াজ শরিফকে বড় ধরনের স্বস্তি দেবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

নওয়াজ শরিফ যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনটি দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাগারে গিয়েছিলেন। এরপর কারাগার থেকে বেরিয়ে চার বছর বিদেশে ‘স্বেচ্ছা নির্বাসন’ কাটান তিনি। সম্প্রতি লন্ডন থেকে পাকিস্তানে ফিরে দেড় মাসের মাথায় তিনটি মামলা থেকেই অব্যাহতি পেলেন তিনি।

আগামী বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে সব মামলা থেকে খালাস পাওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জল্পনা আরও ঘনিভূত হলো।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ২০১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর আজিজিয়া স্টিল দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। লাহোরের দুর্নীতি দমন আদালত তাঁকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল।

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNA BANK
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

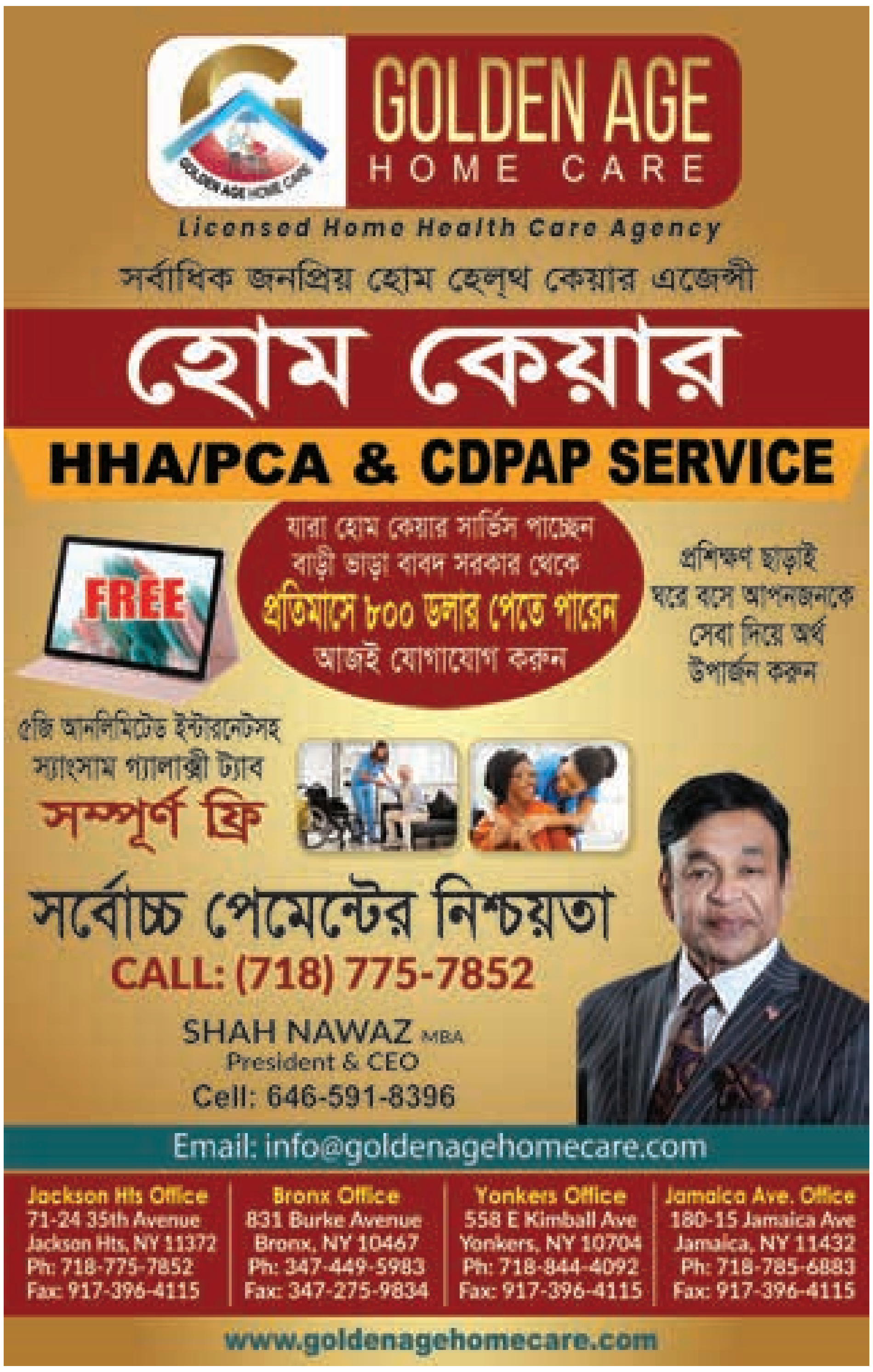
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ
- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্জসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার — সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার — সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার — সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

অকার্যকর হয়ে পড়েছে নিরাপত্তা পরিষদ

আন্তোনিও গুতেরেস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এ কারণে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের চলমান সংঘাত নিয়ে সমাধানে পৌঁছানো যাচ্ছে না, আক্ষেপ করে বলেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

গুতেরেস বলেন, সদস্যদের মধ্যে 'ভূকৌশলগত বিভক্তির' কারণে নিরাপত্তা পরিষদ 'পঙ্গু' হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতা ইউক্রেন থেকে মিয়ানমার ও মধ্যপ্রাচ্য-সর্বত্র সংঘাতের সমাধানে বাধা সৃষ্টি করছে।

১০ ডিসেম্বর রোববার কাতারে দোহা ফোরামে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন জাতিসংঘ মহাসচিব। দুদিন আগেই নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩ সদস্যই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। কিন্তু স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে শেষ পর্যন্ত তা সফলতার মুখ দেখেনি।

আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের বিভক্তির কারণে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের চলমান সংঘাত নিয়ে সমাধানে পৌঁছানো যাচ্ছে না। এতে জাতিসংঘ বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে।

তবে গাজায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন অঙ্গীকার করে তিনি বলেন, এত দ্রুত গাজার অবনতি হচ্ছে যে তা বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনিরা হয়তো আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। সেক্ষেত্রে এ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর বড় প্রভাব পড়বে।

দোহা ভাষণে বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির গতিশীলতার কথা তুলে ধরে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, দুই স্নায়ুযুদ্ধের পরাশক্তিগুলো ঘিরে জোট গঠিত হওয়া মারাত্মক সংঘাতের মধ্যেও কয়েক দশকে ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। 'স্বল্প সময়ের' জন্য যে একমেরুর বিশ্ব ব্যবস্থা ছিল, তা বহু মেরুর বিশ্বের দিকে হাঁটছে।

আন্তোনিও গুতেরেস

এই পরিবর্তন একদিকে বৈশ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে জটিলতাও তৈরি হবে।

সেই জটিলতা কাটাতে 'শক্তিশালী বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান' গড়ার ওপর জোর দেন আন্তোনিও গুতেরেস। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলো দুর্বল ও সেকেলে হয়ে পড়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সেগুলো ৮০ বছর আগের বাস্তবতায় পড়ে আছে, একই সময়ের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে।'

জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেন, সমতা ও সংহতিতে প্রোথিত এবং জাতিসংঘ সনদসহ আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে যুগোপযোগী বৈশ্বিক কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু, নিরাপত্তা পরিষদের কথাই ধরুন। সদস্যদের মধ্যে 'ভূকৌশলগত বিভক্তির কারণে পরিষদ পঙ্গু' হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতা ইউক্রেন থেকে মিয়ানমার ও মধ্যপ্রাচ্য- সব জায়গায় সংঘাতের সমাধানে বাধা সৃষ্টি করছে।

এর আগে কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গাজায় স্বল্প সময়ে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল। গত দুই দফায় মেয়াদ বেড়ে ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ ছিল। দোহা ফোরামে নতুন করে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি।

তবে অভিযোগের সুরে তিনি বলেন, কাতার যুদ্ধবিরতি নিয়ে যতটা আগ্রহ দেখাচ্ছে, হামাস বা ইসরায়েল ততটা দেখাচ্ছে না।

আমেরিকা-ইসরায়েল মতবিরোধ নিয়ে যা বললেন নেতানিয়াহু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গাজা কীভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ইসরায়েলের মতের ভিন্নতা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে হামাসকে নির্মূল এবং ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হাতে জিম্মিদের উদ্ধারে আমেরিকার সমর্থন ইসরায়েলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার হিব্রু ভাষায় দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও তাঁর প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর স্থল অভিযান পরিচালনা ও যুদ্ধ বন্ধে আন্তর্জাতিক চাপ কমানোর জন্য তাঁদের সর্বাত্মক সমর্থন আমরা পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, হামাস নির্মূল হওয়ার পর গাজায় কী হবে, তা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। আমি আশা করি এ ক্ষেত্রেও আমরা একটি সমঝোতায় আসতে পারব।

জো বাইডেনকে ইঙ্গিত করে নেতানিয়াহু বলেন, ওসলো ভুলের পুনরাবৃত্তি ইসরায়েলকে আমি করতে দেব না। আমাদের নাগরিক ও সেনাদের এত বড় আত্মত্যাগের পর তা হতে পারে না। গাজায় সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করবে, সন্ত্রাসবাদকে অর্থায়ন করবে, এমন সুযোগ আমরা দিতে পারি না। গাজা হামাসের হবে না, ফাতাহরও হবে না।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে ফিলিস্তিনি এবং ইসরায়েলিদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ওই চুক্তিতে বলা হয়েছিল, ফিলিস্তিনিরা স্বশাসনের আংশিক অধিকার পাবে এবং ইসরায়েল প্রথমে পশ্চিম তীরের জেরিকো এবং তারপর গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। এর পরিবর্তে, ইসরায়েলি রাষ্ট্রের বৈধতা স্বীকার করে নেবে পিএলও। নব্বই দশকের এই ওসলো চুক্তিকে ইসরায়েলের একটি ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচনা করেন নেতানিয়াহু। তিনি ওসলো চুক্তিকে ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার সঙ্গে তুলনা করে নিজ দেশেই সমালোচনার মুখে পড়েন।

এদিকে ওয়াশিংটনে এক নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, গাজায় হামলা অব্যাহত রেখে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন হারাতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক জেনোসাইড ও প্রতিরোধ দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক জেনোসাইড ও প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়েছে জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন উদ্যোগে। ৯ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবিতে র‍্যালি, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি পালন শেষে মামুন'স টিউটোরিয়ালে "আন্তর্জাতিক জেনোসাইড দিবসের তাৎপর্য ও একাত্তরে বাংলাদেশের জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি" শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও কী নোট স্পিকারের বক্তব্য উপস্থাপন করেন জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন, যুক্তরাষ্ট্র এর সভাপতি ড. প্রদীপ রঞ্জন কর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস সেক্রেটারী নাসির উদ্দিন।

অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট সাংবাদিক এম ফজলুর রহমান, নিনি ওয়াহেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, সাগর লোহানী, ড. ওবায়েদ উল্লাহ মামুন, ক্লারা রোজারিও, অধ্যাপক হুসনে আরা, আওয়ামীলীগ নেতা প্রকৌ: মোহাম্মাদ আলী সিদ্দিকী, এ্যাড. শাহ মো: বখতিয়ার আলী, এমএ করিম জাহাঙ্গীর, আক্তার হোসেন, হেলাল মাহমুদ, জালাল উদ্দিন জলিল, আশরাফ, জাকির হোসেন বাচ্চু, রুমানা আখতার, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালে

সভাপতির বক্তব্যে ড. প্রদীপ রঞ্জন কর বাংলাদেশে পাক বাহিনীর সেই নির্মম গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা, ৪ লাখের অধিক নারীর সভ্রমহানীর ঘটনা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণহত্যাযজ্ঞের একটি। অথচ আজ অবধি তা জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায়নি। একাত্তরে পাক হায়নাদের সেই নৃশংস গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখন সময়ের দাবি।

সভাপতির বক্তব্যে ড. প্রদীপ রঞ্জন কর বাংলাদেশে পাক বাহিনীর সেই নির্মম গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৫ সাল থেকে ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক জেনোসাইড ও প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। তবে এই রেজুলেশনে বাংলাদেশ এখনও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। মেলেনি গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

বাংলাদেশ ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে।

অ্যালাব্যামার মবিলে বাংলাদেশি দম্পতি গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তিলাভ

বিশেষ প্রতিনিধি

অ্যালাব্যামা অঙ্গরাজ্যের মবিল শহরে যৌন নির্যাতনে সহয়তার অভিযোগে এক বাংলাদেশি দম্পতিকে সম্প্রতি আটক করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, আজিজ আশরাফ কাশ্মীর (৫৫) এবং তার স্ত্রী নাজমুন নাহার সুমি (৫৩)।

সংবাদ সূত্রে জানা জায়, গত বছর ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অ্যালাব্যামায় অধ্যয়নরত এক বাংলাদেশি ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে অন্য আরেকজন বাংলাদেশি ছাত্রীর স্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনার পরে, এই বাংলাদেশি দম্পতি অভিযোগকারী ছাত্রীকে পুলিশে অভিযোগ করার কারণে ক্রমাগত ভয়ভীতি এবং মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে আসছিল। এ ব্যাপারে অভিযোগকারী ছাত্রী পুলিশে অভিযোগ করলে, মবিল পুলিশ গত এক বছর তদন্ত করে সম্প্রতি কাশ্মীর এবং সুমিকে গ্রেফতার করে।

এ ব্যাপারে নাজমুন নাহার সুমি জানান, সম্পূর্ন ভিত্তিহীন একটি বিষয়ে একটি চিহ্নিত মহল তাদের নাম একটি অপরাধের সাথে জাড়িয়েছে। তাদের নামে পুলিশে ওয়ারেন্ট আছে বলেও জানা ছিল না। ঘটে যাওয়া একটি অপরাধের সাথে তাদের জড়িত করার ব্যাপারটি একটি ইর্ষান্বিত মহলের কাজ। নিজেরা যে নির্দোষ, আদালতেই তা প্রমাণিত হবে বলে সুমি উল্লেখ করেন।

রাস্তার নীচে গরম পানি সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আমেরিকার একমাত্র শহর যেখানে ৭০ ইঞ্চি তুষারপাত হলেও পরিষ্কার করতে হয় না

মিশিগানের হল্যান্ড

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্য হচ্ছে তুষারময় একটি স্থান। হ্রদের প্রভাবের কারণে এ তুষারপাত হয় বলে জানা গেছে। কিন্তু এই অঙ্গরাজ্যের একটি শহরের মানুষকে তুষারপাতের সময় তুষার পরিষ্কারের জন্য বেলচা দিয়ে পরিষ্কার বা লবন ছিটানোর জন্য চিন্তা করতে হয় না গত ৩৫ বছর ধরে। আমেরিকার মধ্যে একমাত্র শহর যেখানে তুষার পরিষ্কার করতে হয় না। কিভাবে এ অসাধ্য কাজটা সাধন করা হয়েছে চলুন জেনে নেই। মিশিগান অঙ্গরাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত হল্যান্ড সিটি। সারা আমেরিকা জুড়ে এই শহরের রয়েছে বেশ কিছু ঐতিহ্য ও পরিচিতি।পর্যটকদের প্রিয় এক শহর। এরমধ্যে রয়েছে, ডাচ ঐতিহ্য, টিউলিপ ফুল ফ্যাষ্টিভ্যাল, গির্জার শহর, লাইট হাউস ও বিশ্বের বৃহত্তম আচার কারখানার জন্য পরিচিতি। কিন্তু সব কিছুর চেয়ে বড় পরিচিতি হচ্ছে আমেরিকার একমাত্র শহর যেখানে ৭০ ইঞ্চি তুষারপাত হলেও এখানে তুষার পরিষ্কার করতে হয় না। আশির দশকের শেষ দিকে শহরটি ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন করে গরম পানি সঞ্চালনের মাধ্যমে রাস্তা, ফুটপাত ও পার্কিং লট তুষারমুক্ত রাখছে। বর্তমানে ১৯০ মাইল এলাকা জুড়ে প্রতি মিনিটে ৯৫ ডিগ্রী ফারনেহাইটে ৪ হাজার ৭০০ গ্যালন গরম পানি পাম্প করে তুষার গলায় এ শহরে। হল্যান্ড শহরের ওয়েব সাইট ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে, ১৯৮৮ সাল থেকে শহরের বাসিন্দারা ও পর্যটকেরা পুরো শীত মৌসুম জুড়ে তুষারমুক্ত রাস্তা ও ফুটপাত ব্যবহার করছেন। যদি তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী ফারনেহাইটস (হিমাঙ্কের নীচে) ও বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১০ মাইলও থাকে তবে এ প্রক্রিয়ায় প্রতি ঘন্টায় এক ইঞ্চি তুষার গলানো যায়। একি পানি প্রবাহকে বারবার ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ার আওতায় রয়েছে শহরের ৬ লাখ ৯০ হাজার বর্গফুট রাস্তা, ফুটপাত ও পার্কিং লট। এই তুষার গলানো পদ্ধতির জন্য এ শহরের অধিবাসীরা শাবল দিয়ে তুষার পরিষ্কার করতে হয় না।

তুষারমুক্ত শহরের রাস্তা

ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশনের দেশী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ এর ঈদ, পূজা পুণর্মিলনী ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকার ইকরা পার্টি সেন্টার মিলনায়তনে। ১০ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬ টায় জমকালো এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিকাল ৫টা থেকেই ফরিদপুর প্রবাসী মহিলারা তাদের নিজের হাতের রকমারি পিঠা নিয়ে ভেন্যুতে আসতে থাকেন। কেউ আনেন ভাপা পিঠা, কেউ ভেজানো পিঠা, দুধ পুলি, তেলে ভাজা পিঠা, চিতই পিঠা সাথে ধনিয়া পাতা বাটা, পাকন পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, বিরিপোডা পিঠা, নকশী পিঠা, পায়েশ, পাস্তা সহ রকমারি সব দেশীয় ঐতিহ্যবাহি পিঠা।

প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অলিয়ার রহমান, সভাপতি, ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী সাকিব হায়দার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক এনামুল হক হেলাল। বক্তব্য রাখেন আহবায়ক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব শিহান রেজা, যুগ্ন আহবায়ক জিয়াউর রহমান, যুগ্ন সমন্বয়কারী রফিকুল ইসলাম এবং যুগ্ন সদস্য সচিব রেজওয়ান সিদ্দিকী রেজা। আরো বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য আলী আবজাল মিয়া, আবু বকর সিদ্দিক, জনাব খাঁন হাবিবুর রহমান, এফ এম রেজাউল করিম, শাখাওয়াত হোসেন ও মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন, মাসুদ হায়দার লস্কর, সালাউদ্দিন চৌধুরী, সাইফউদ্দিন মিলন, সাইদুল ইসলাম, আলমগীর হোসেন, আবুল কাশেম এবং লিটু আনাম।

উপস্থিত ছিলেন ফারুক হোসেন, মেরীলিন হায়দার নাহার, রমজান আলী, দেবাশীস, মন্‌জিল চৌধুরী, লাকিবুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, এনামুল এহসান ত্বহা, খান নাজমুল হাসান, এস কে হিরু ও ভুপেশ ভৌমিক। সঙ্গীত পরিবেশন করেন উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলী আবজাল মিয়া ও ফরিদপুরের ক্ষুদে শিল্পী আমিনা। একই সাথে চলে পিঠা খাওয়ার উৎসব। সকলে মিলে সব রকমের পিঠা পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায় ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ এর পক্ষ থেকে ক্রয়কৃত কবরের মালিকানা সনদ সদস্যদের মাঝে প্রদান করা হয়। সবশেষে সভাপতি অলিয়ার রহমান সবাইকে অনুষ্ঠান সফল করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং যারা এই বাহারি রকমের পিঠা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন।

ফখরুল ইসলাম

নূরে আলম মনির

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

মো: ফখরুল ইসলাম মাসুম সভাপতি এবং নূরে আলম মনির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২০২৫ কার্যকরী বৎসেরর নির্বাচনে। সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে তারা নির্বাচিত হন। ১০ ডিসেম্বর রোববার রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে উৎসবমুখর পরিবেশে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আমিন খান জাকির। অন্য দুজন নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বাবুল চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর হোসাইন। নির্বাচনকালীণ সময়ে চাঁদপুরের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭৫। ১ জন ভোটার দেশে থাকায় মোট ৭৪ জন ভোটার সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেন। তবে দুজন ভোটারের ভোটদান বিধিসম্মত না হওয়ায় দুটি ভোট বাতিল হয়ে যায়।

৭২ জন ভোটারের মধ্যে সভাপতি পদে মাওলানা মো: ফখরুল ইসলাম মাসুম পেয়েছেন ৪০ ভোট। অন্যদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি অপর সভাপতি প্রার্থী সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ৩২ ভোট।

অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে নূরে আলম মনির পেয়েছেন ৩৮ ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী সোহেল গাজী পেয়েছেন ৩৪ ভোট। নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরবর্তীতে সবাইকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন।

ইসরায়েল নিয়ে বাইডেনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা শুরুর দুই সপ্তাহ পর, গত ২৫ অক্টোবর বাইডেন বলেন, '(ইসরায়েলি হামলায়) নিহত মানুষের যে সংখ্যা আমাকে জানানো হচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের দেওয়া সেই হিসাবে আমার ভরসা নেই। আমি নিশ্চিত, নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। তবে যুদ্ধ বাধালে যে মূল্য দিতে হয়, এটা (ফিলিস্তিনিদের মৃত্যু) হচ্ছে তাই–ই।'

বাইডেন প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তাই বলে আসছেন, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ফিলিস্তিনিদের নিহত হওয়ার যে হিসাব ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দিচ্ছে, তার প্রায় সবকটিই বিশ্বাসযোগ্য। ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাইডেনের এক বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে, ইসরায়েল গাজায় যে বিরামহীন বোমাবর্ষণ করছে, তার সমালোচনা করছেন তিনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী বাইডেন বলেন, '(যুক্তরাষ্ট্রের) সমর্থন হারাতে শুরু করেছে তারা (ইসরায়েল)।'

এর এক দিন আগে হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানেও গাজায় ইসরায়েলের চলমান হামলা নিয়ে একই ধরনের কথা বলতে শোনা গিয়েছিল বাইডেনকে। ১১ ডিসেম্বর সোমবার হোয়াইট হাউসের ওই অনুষ্ঠানে বাইডেন বলেন, 'তারা (ইসরায়েল) হামাসকে নির্মূল করা না পর্যন্ত আমরা তাদের সামরিক সহায়তা দিয়ে যাব। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাদেরও (ইসরায়েল) সতর্ক থাকতে হবে। রাতারাতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের মত পাল্টে যেতে পারে।'

তবে গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলা নিয়ে সুর কিছুটা পাল্টালেও ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে এখনো অনড় অবস্থানে রয়েছেন বাইডেন। ইসরায়েলকে আরও ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলার সমমূল্যের সামরিক সহায়তা, অর্থাৎ অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিতে কংগ্রেসে একটি বিল পাসের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এ ছাড়া এখনো গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানোর বিপক্ষেই অবস্থান তাঁর।

নির্বাচন নয়, বানরের পিঠা ভাগাভাগি হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে, সেখানে আপনারা ভোট ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত।

সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা এই সংঘাতের পথ ছেড়ে দিন। এদেশের শান্তি প্রিয় মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়। অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। আর আমরা রাজপথে আছি রাজপথে থাকবো। আর আমরা শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যে প্রতিবাদ করে এসেছি, এই প্রতিবাদ আমরা রাজপথে করে যাবো। আর বাংলাদেশে কোনো একদলীয় সরকার থাকতে পারবে না।

মঈন খান বলেন, গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মানুষ যাকে খুশি তাকে ভোট দিবে। এখানে দিনের ভোট রাতে হতে পারবে না। আর মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া যাবে না। আর আমরা চাই দেশের এই রাজনৈতিক সংঘাতময় অচলাবস্থার অবসানের শেষ হোক। সরকার দাবি করে তারা অনেক উন্নয়ন ও ভালো কাজ করেছে। আমি তাদের প্রশংসা করি।

তিনি আরও বলেন, আজকে আমরা একটি উদ্দেশে সংগ্রাম করছি, এই সংগ্রাম ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়। আর জনগণ এই সরকারকে প্রত্যাখান করেছে। তাদের নৈতিক পরাজয় ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

আজকে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে জানিয়ে বিএনপির এই স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, আজকে দু:খের সঙ্গে বলতে হয় স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে এসে যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখানে আমরা একই ঘটনা দেখছি। যেখানে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নাই। যেখানে মানুষের ভোটের অধিকার নেই এবং এখানে গণতন্ত্র নেই।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, জলবায়ুবিষয়ক সহসম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাদের গনি চৌধুরী, সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. পারভেজ রেজা কাকন, সহ দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু, তাতী দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী মনিরুজ্জামান মনির প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধু বলেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অস্বস্তি আছে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। সম্প্রতি ঘানায় যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, নিউইয়র্কে তাদের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সেখানে আমরা যৌথভাবে একটি অনুষ্ঠানও করেছি।'

'আমরা সামনের দিকে আরও শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ার দিকে তাকিয়ে আছি। এখন অস্বস্তি হচ্ছে তারা যেটা চায়, আমরাও সেটা চাই। সেটা কী, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। এর সঙ্গে তারা যোগ করেছে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। আমরা বলেছি এটার গ্যারান্টি (নিশ্চয়তা) আমরা দিতে পারব না। এটা আমাদের সংস্কৃতির ওপর, সব দল এবং মতের নেতৃত্বের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার ওপর নির্ভর করে। তারা সেটা বোঝে।'—যোগ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

আব্দুল মোমেন বলেন, 'আপনারা অস্বস্তির কথা বলেছিলেন। আপনারা বলেছিলেন অমুক নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে। ওরা আমাদের এসব বলেটলে না। এগুলো আপনারা বলেন। ওরা বলে না।'

নির্বাচনের আগে বোয়িং উড়োজাহাজ বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'প্রস্তাবটি অনেক দিন আগের। বাংলাদেশ বোয়িং কিনতে চাচ্ছে। কারণ, আমাদের চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ তার বিমানের বহরে কিছু বৈচিত্র্য আনতে চায়, তাই ১০টি এয়ারবাস কিনব। ১০টি এয়ারবাস কেনার খবর বের হলে বোয়িং প্রস্তাব দিয়েছে আরও সস্তায় উড়োজাহাজ বিক্রির।'

মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত করা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে সরকার উৎখাত করবে? মানুষ হত্যা করে আন্দোলন? আমি জানি না, এই আন্দোলন করে কী পাবে তারা? মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত করতে পারবে না।'

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে গতকাল বুধবার ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, 'একটু চিন্তা করে দেখুন, কী রকম ধ্বংসাত্মক কাজ। রেললাইন ফেলে দিয়ে, প্রায় ৮টা বগি পড়ে যায়, একজন মানুষ মারা যায়, কয়েকজন আহত। তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। তার মানে হচ্ছে, রেলের বগি ফেলে দিয়ে মানুষকে হত্যা করা।'

বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'যারা রেললাইন কেটে দিয়ে বগি ফেলে দিয়ে মানুষ হত্যার পরিকল্পনা করে, আর আগুন দিয়ে মানুষ পোড়ায়; পিটিয়ে পিটিয়ে পুলিশ, সাংবাদিক থেকে শুরু সাধারণ মানুষকে মারে, মিছিলে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে, এদের ক্ষমা নাই।

এদের শাস্তি একদিন পেতেই হবে। জনগণকে বলব, এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য।'

ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা আওয়ামী লীগের নেই মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, 'জনগণের কাছে যাবে, জনগণ যাকে ভোট দেবে, সে ক্ষমতায় আসবে। ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার তো কোনো চেষ্টা আমাদের নাই।' তিনি বলেন, 'চাল যাচ্ছে, চালের গাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, ধান যাচ্ছে, ধানের গাড়ি পোড়াচ্ছে। মানে মানুষকে ক্ষুধার্ত মারা। এই ঘটনা এর আগেও তারা করেছে ২০১৩ সালে। আমি জানি না, তাদের কোনোমতে কেউ থামাতে পারবেন কি না। এই মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত তো করতে পারবে না।'

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'আমরাও আন্দোলন করেছি জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, আর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, সেটা চিন্তা করে। কিন্তু আমি এ রকম আন্দোলন দেখি নাই। এটা করতে দেখেছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে। তারা আমাদের এভাবে সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আর এখন দেখি ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলের হামলায় হাসপাতালও রেহাই পায় না। ঠিক আমাদের দেশে যেন সেই চিত্রটাই দেখতে পাই।'

দেশের উন্নয়নে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন উন্নয়নকাজের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা যতক্ষণ ক্ষমতায় আছি, দেশের উন্নতি করছি। দেশ যে উন্নত হয়েছে, এটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আজকে বাংলাদেশটা বদলে গেছে।' ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমাদের তো হাওয়া ভবন নেই। কারও পাওনা দিয়ে ব্যবসা নিতে হয় না। ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারেন।'

অ্যাওয়ার্ডের নামে বাণিজ্য বিব্রত জনসমাজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এছাড়া কিছু কিছু অনুষ্ঠান কেবলই অ্যাওয়ার্ড বা সম্মাননাকে ঘিরে হয়ে থাকে। যেখানে দেশি বিদেশি মানুষদের দাওয়াত দিয়ে দেওয়া হয় অ্যাওয়ার্ড বা সম্মাননা। আর এসব মানুষদের মধ্যে কিছু থাকেন খুবই পরিচিত আবার কেউ কেউ একেবারেই ভূঁইফোড়। মূলত নামী দামী মানুষদের সাথে ভূঁইফোড়দের মিশিয়ে করা হয় ব্যবসা। বেশ কয়েকজন বিশিষ্টজনের অভিযোগের ভিত্তিতে এ বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠান কোন সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত নয়। বিভিন্ন বেনামী প্রতিষ্ঠান এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার নামে নিজেদের পরিচয় দিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আর এসব অনুষ্ঠানে ৩৬, ৪০, ৫১ বা ৮০ এরকম করে সব বয়সের অসংখ্য মানুষকে ক্রেস্ট প্রদান করে থাকেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে চালানো হয় প্রচারণা। এরপর নিজেদের পছন্দ মতো মানুষদের বাছাই করে অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত করেন। চেনা-অচেনা ব্যক্তি ও সংগঠনকে এসব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়ে থাকে। তবে ভূইফোঁড় ও অল্প পরিচিতদের সংখ্যাই বেশি। বিশেষ করে শীত এবং বসন্তের মৌসুমে সঙ্গীতানুষ্ঠানের নাম করেও এসব আয়োজন করা হয়। যেখানে বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট শিল্পী ও মিডিয়া ব্যাক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হয়। আর তাদের ফেসভ্যালু ব্যবহার করে অন্যদের থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয় অর্থ। অ্যাওয়ার্ডের সাথে ধরিয়ে দেওয়া হয় হাজার ডলারের চালান!

অ্যাওয়ার্ড পেলে ক্রেস্টের সাথে একটি প্রাইজমানি দেয়ার কথা । কিন্তু নিউইয়র্কের এসব প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাইজমানির পরিবর্তে ধরিয়ে দেন ইনভয়েস। মোটা অঙ্কের একটা বিল ধরিয়ে দেওয়া হয় অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের।

সাম্প্রতি এমন একটি প্রতিষ্ঠান ৪০ জন বিশিষ্টজনকে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজনের পর প্রত্যেককে দেওয়া হয় অ্যাওয়ার্ড। আর এর সাথে দেওয়া হয় হাজার ডলারের একটি খরচের বিল। যা দেখে রীতিমতো হতভম্ব অতিথিরা। যদিও লোকলজ্জায় তারা সামনাসামনি কিছুই বলেননি। শুধু এই নয় এসব অ্যাওয়ার্ড প্রদানকারী সংগঠন দেশ বিদেশের ধনাঢ্যদের টার্গেট বানিয়ে আয়োজন করেন সঙ্গীতানুষ্ঠানের। আর সেই সঙ্গীতানুষ্ঠানের নাম করে নেমে যান চাঁদাবাজির কাজে। সামাজিকতা রক্ষায় এসব নিয়ে জনসম্মুখে কিছু না বললেও বেশ বিরক্ত ভুক্তভোগীরার।

সাম্প্রতি অনুষ্ঠিত এ রকম এক অ্যাওয়ার্ডের বিষয় জানিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নিউইয়র্কের বাঙালি বলেন, আমাকে বলা হয় সামাজিক কাজে অবদান রাখার জন্য তারা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন। আমি বেশ খুশি হয়েছিলাম। সব ঠিকঠাক ছিলো। পুরো অনুষ্ঠান শেষে অ্যাওয়ার্ডও দেওয়া হয়। তার সাথে একটি খামে দেওয়া হয় ১ হাজার ডলারের একটি ইনভয়েস। যা দেখে রীতিমতো আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। এ কেমন কাণ্ড! যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা বলছেন এভাবে অ্যাওয়ার্ডের নামে সম্মানিত ব্যক্তিদের লজ্জিত করা আবার অযোগ্যকে যোগ্য স্থানে এনে দেওয়া সমাজের জন্য অনেক বড় ক্ষতিকর বিষয়। এটি দেশে হোক বা বিদেশে হোক কোনভাবেই কাম্য নয়। তারা বলেন, এরকম অ্যাওয়ার্ড দিলে ধীরে ধীরে অ্যাওয়ার্ডের মর্যাদা চলে যাবে। সমাজের গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়নের আর সুযোগ থাকবে না। তাই এসব তামাশা বন্ধে সকলকে আরও বেশি সচেতন হওয়া দরকার।

প্রবাসীরা আরও বলেন, এসব করে করে অযোগ্য মানুষদের হাতেও অতি সম্মানের ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। যা প্রকৃত সমাজকর্মী বা গুণী মানুষদের জন্য বিব্রতকর। এছাড়া এভাবে পুরস্কার দিয়ে

আমেরিকান মুসলমানরা কোনদিকে যাবে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশ এগিয়ে আছেন।মিশিগানে ব্যবধান শতকরা ১০ শতাংশ।এক সময়ের নীল রাজ্য খ্যাত মিশিগান গত ক'টি নির্বাচনে ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটের খ্যাতি পেয়েছে।

গত নির্বাচনে বাইডেন মিশিগানে লক্ষাধিক ভোটে জিতলেও ২০১৬ তে হিলারী মাত্র ১০ হাজারের কিছু বেশী ভোটে ট্রাম্পের কাছে হেরে যান।ফলে হারান মিশিগানের প্রয়োজনীয় ১৪টি ইলেক্টোরাল ভোট। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাত্র ০.২৭ দশমিক ভোটে জয়লাভ করেন এখানে।একই ভাবে জর্জিয়ায় হিলারী শতকরা ৫.৭ ভোটের ব্যবধানে ২০১৬ ট্রাম্পের কাছে হারলেও প্রেসিডেন্ট বাইডেন জর্জিয়ায় গত নির্বাচনে প্রায় মাত্র ১২ হাজার ভোটে জিতে আসেন।অথাৎ এই দুটি ব্যাটল গ্রাউন্ড রাজ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখছে ভোটের মাঠে।এই মিশিগান ও জর্জিয়ার ভোটে মুসলিম ভোটাররা জয় পরাজয়ে রাখতে পারেন নিয়ামক ভূমিকা।দুটি রাজ্যে আছে প্রায় আড়াই লক্ষাধিক করে মুসলিম ভোটার। পেনসিলভেনিয়ার অবস্হা একই। ২০১৬ সালে হিলারী ক্লিনটন মাত্র ০.৭২ শতাংশ ভোটে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ধরাশায়ী হন।পক্ষান্তরে জো বাইডেন শতকরা ১.১৭ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে পেনসিলভেনিয়ার ফল উল্টাতে পেরেছেন ২০২০ সালে।

> মিশিগান, জর্জিয়া, মিনেসোটা, উইসকনসিনসহ ব্যাটলগ্রাউন্ড রাজ্যগুলোতে যদি মুসলিম ভোটাররা বাইডেন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে নিঃসন্দেহে পাল্টে যাবে সকল হিসাব-নিকাশ।

আগামী নির্বাচনে এই তিনটি ব্যাটলগ্রাউন্ড রাজ্য যেদিকে হাঁটবে সেদিকে বিজয় দৌড়াবে সন্দেহ নেই। ২৭০ ইলেক্টোরাল ভোটের দৌড়ে মিশিগান ১৬, জর্জিয়া ১৬ এবং পেনসেলভেনিয়ার ২০টি, অর্থাৎ এ মোট ৫২ টি ভোট বিশাল অবদান রাখবে।আগামী নির্বাচনে ব্যাটলগ্রাউন্ড রাজ্য বলে খ্যাত মিশিগান, পেনসিলভেনিয়া ,জর্জিয়া, উইসকনসিন, নেভাদা ও আরিজোনা।

গত ২ ডিসেম্বর মিশিগানের আরব আমেরিকান অধ্যুষিত ডিয়ারবন শহরে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন সিএআইআর নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হন।এই সভা থেকে বাইডেন ও তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান মুসলিম নেতৃবৃন্দ।সাংবাদিক সম্মেলনে বাইডেনের বিকল্প কী এমন প্রশ্ন করা হলে সংগঠনের মিনেসোটা রাজ্যের পরিচালক জায়লানি হোসেইন বলেন,আমাদের সামনে অনেক প্রার্থী রয়েছেন।আমরা অর্থাৎ মুসলিম ভোটাররা ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও সমর্থন দেবেনা বলে এই মুসলিম নেতা সাংবাদিকদের জানান।

গাজায় প্রতিদিন শত শত মানুষ মারছে ইসরায়েল।এদের মধ্যে বেশীর ভাগই নারী শিশু। যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমরা চান এই মানুষ হত্যা অবিলম্বে বন্ধ হোক এবং বাইডেন প্রশাসন যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখুক। আরব আমেরিকান ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশিয়ার বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস।

কেবল মিশিগানেই বাংলাদেশী অবিভাসী রয়েছেন প্রায় এক লাখের কাছাকাছি। এই সকল মুসলিম ভোটারদের ডেমোক্র্যাট দলই প্রথম পছন্দ ছিল বরাবর। তবে ইসরায়েল কর্তৃক নিরীহ মানুষ হত্যা উলট-পালট করে দিয়েছে সবকিছু।

মিশিগান, জর্জিয়া, মিনেসোটা, উইসকনসিনসহ ব্যাটলগ্রাউন্ড রাজ্যগুলোতে যদি মুসলিম ভোটারা বাইডেন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন,তবে নিসন্দেহে পাল্টে যাবে সকল হিসাব-নিকাশ। মুসলিমরা কোন দিকে যাবেন সেটা দেখার বিষয়।আর এজন্য আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

জাতীয় পার্টি না থাকলে বিরোধী দল কে হবে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সফরের পর জি এম কাদেরের সাথে এই প্রতিবেদকের কথা হয়। জিএম কাদের জানান, দিল্লী তাদের স্বার্থের সাথে থাকতে বলেছে। অর্থাৎ নির্বাচনে থাকতে বলেছে। আমরাতো নির্বাচনে থাকবো । না থাকলে জাতীয় পার্টিকে তো টুকরা টুকরা করে দেবে।

তবুও প্রধানমন্ত্রী এ জাতীয় পার্টিকে বিশ্বাস করেন না। যার কারণে গত সোমবার মন্ত্রি সভা বৈঠকে বলেছেন, জাতীয় পার্টিকে বিশ্বাস করা কঠিন।

কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ১৭ ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। তখন জাতীয় পার্টি ২০/২৫টি সিট পাওয়ার নিশ্চ্যতা না পেলে নির্বাচন প্রত্যাখান করতে পারে। এমনটি হলে পুরো নির্বাচন বরবাদ হয়ে যাবে। কারণ এমনিতে বিএনপি নির্বাচনে নেই । যার কারণে বিশ্বে এ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যা অনেক কম। এরমধ্যে সংসদে বর্তমান বিরোদী দল নির্বাচনে না এলে কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। এ পরিস্থিতিতে গত মঙ্গলবার জাতীয় পার্টির পৃষ্টপোষক রওশন এরশাদ গণভবনে গিয়ে শেখ হাসিনাকে বলেছেন, কোনভাবেই জাতীয় পার্টিকে যেন কোন সিট ছেড়ে দেয়া না হয়।

উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের দেখা করার জন্য বেশ কয়েকমাস চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনভাবেই তিনি এপয়েনমেন্ট পাচ্ছেন না।

তবে বুধবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতীয় পার্টি বলেছে নির্বাচন করতে চায়, জোটে থাকতে চায়। নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার কথা তারা বলেনি। তবে আশঙ্কা থাকতে পারে। তবে আমরা নিশ্চিত হতে চাই। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আওয়ামী লীগ উঠাবে না। স্বতন্ত্র ইস্যুতে শরিকদের সঙ্গে আপস করার সুযোগ নাই।

তিনি বলেন, নির্বাচন সফল, শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে। ব্যাপক ভোটার উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে। এটা আমাদের অঙ্গীকার। সমমনাদের সঙ্গে আলোচনা করে যাচ্ছি।

এদিকে বুধবার এক প্রেস ব্রিফিং এ জাতীয় পার্টি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকবে কিনা এমন প্রশ্নে দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, আমরা নির্বাচন করতে এসেছি। নির্বাচন থেকে চলে যাওয়ার জন্য, নাটক করার জন্য আসি নাই। নির্বাচন করব এবং নির্বাচন করে আগামীতে ক্ষমতায় যাব সেই স্বপ্নেও আমরা বিভোর।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে যাবে সে রকম চিন্তাই আমাদের মধ্যে আছে। কাজেই নির্বাচন থেকে চলে যাব কেন?

বুধবার দুপুরে বনানীতে জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের রাজনৈতিক কার্যালয়ে তিনি এ কথা বলেন। জাপা মহাসচিব বলেন, আমরা নির্বাচনে এসেছি নির্বাচন করার জন্য, না করার জন্য না। নির্বাচন করার শর্ত হিসেবে আমাদের একটাই দাবি, নির্বাচনের পরিবেশ এমন হতে হবে যেন ভোটারদের আস্থা আসে। আর কোনো দাবি আমাদের নাই।

তিনি বলেন, নির্বাচনের কৌশল হিসেবে, রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে সিটসহ যেকোনো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। না-ও হতে পারে। সিদ্ধান্ত হতে পারে, না-ও হতে পারে। নির্বাচনী কৌশল হিসেবে রাজনীতিতে শেষ বলে কোনো কথা নেই।

মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, গত রাতের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ বেশ কয়েকজন নেতাদের সাঙ্গে আমরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি, খোশ-গল্প করেছি। নির্বাচন কীভাবে, যাতে ভালোভাবে হয়। ভোটাররা কীভাবে আসবে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কী হবে, প্রশাসনের কী ভূমিকা থাকবে, শৃঙ্খলা বাহিনীর কী ভূমিকা থাকবে, নির্বাচন কমিশনের কী ভূমিকা থাকবে, আওয়ামী লীগের কর্মীদের কী ভূমিকা থাকবে এসব অনেক আলোচনা করেছি। কাজেই আমার মনে হয় না যে, উনারা যে বলছেন বিশ্বাস করেন না; বিশ্বাস না করলে কারও বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এত আলাপ করে খাওয়াইতেন না নিশ্চয়ই।

ভোট বিরোধী সমাবেশ হবে না

বিএনপি টানা হরতাল অবরোধ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে গাজীপুরে বুধবার ট্রেন লাইনে এক নাশকতার ঘটনাও ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ রেললাইন কেটে রাখায় ঢাকামুখী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় পড়ে। এ সময় ট্রেনটির ইঞ্জিনসহ ৭টি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে নিহত হয় একজন এবং আহত হন আরও বেশ কয়েকজন। এ ছাড়া এক বিচারকের কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। সামনে আরো খারাপ পরিস্থিতি হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। অনেকটা ২০১৪ সালের নির্বাচেনর মত হতে পারে। ওই সময়ে শতাধিক স্কুলে বোমা মারা হয়েছিল।

এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাধা হতে পারে এমন সব ধরনের সভা, সমাবেশ ও রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ওই নির্দেশনায় আগামী ১৮ ডিসেম্বর থেকে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের কর্মসূচি থেকে সবাইকে বিরত রাখতে বলা হয়েছে। এ নির্দেশনা দিয়ে মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে চিঠি পাঠানো হয়। ওই চিঠির অনুলিপি সব মন্ত্রণালয়, পুলিশের আইজি, বিভাগীয় কমিশনার, ডিসি ও এসপিদের দেওয়া হয়েছে। ইসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নির্বাচন কমিশনের এ ধরনের নির্দেশনা দেওয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক অঙ্গনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৮ ডিসেম্বর থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শুরু হবে। আর ভোটগ্রহণ হবে ৭ জানুয়ারি।

ইসির এ নির্দেশনা সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি বলে আখ্যায়িত করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকার বন্ধ করতে ইসির দেওয়া চিঠি অবিশ্বাস্য ঘটনা। এই চিঠি সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। নির্বাচন কমিশন এ ধরনের চিঠি দিতে পারে না। আইন করেও মৌলিক অধিকার স্থগিত করা যায় না। আশা করছি, ইসি এ চিঠি প্রত্যাহার করবে।

হঠাৎ করে মার্কিন প্রশংসা

যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অহিনুকূল সম্পর্ক আওয়ামী লীগের সেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসায় মেতে উঠেছে সরকারের মন্ত্রীরা। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সাংবাদিকদের বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো। কারণ অনেকে বলেছিলেন ১০ ডিসেম্বর আবার নিষেধাজ্ঞা আসবে। কৈ কোন কিছুতো হয়নি। নির্বাচন নিয়ে ও কিছু হবেনা।

এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধু। 'তারা বন্ধু বলে উপদেশ দেয়। উপদেশ ভালো হলে আমরা গ্রহণ করি। বাস্তবসম্মত না হলে আমরা উপদেশ গ্রহণ করি না, আর এর জন্য যুক্তরাষ্ট্র রাগ করে না।'

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে কোনো অস্বস্তি আছে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। সম্প্রতি ঘানায় যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, নিউইয়র্কে তাদের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সেখানে আমরা যৌথভাবে একটি অনুষ্ঠানও করেছি।'

ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মুসলিম স্কুলে অর্থায়ন বন্ধ হচ্ছে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফ্রান্সের 'প্রাইভেট স্কুল অ্যাভেরোয়েস'–এ অর্থায়ন বন্ধ করতে যাচ্ছে দেশটির সরকার। এটি ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মুসলিম হাই স্কুল। কর্মকর্তারা বলছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষাদান পদ্ধতির অভিযোগে স্কুলটির অর্থায়ন বন্ধ করা হচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।

ফ্রান্সের প্রথম মুসলিম বিদ্যালয় হিসেবে দেশটির উত্তরের শহর লিলে এলাকায় ২০০৩ সালে প্রাইভেট স্কুল অ্যাভেরোয়েস প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০৮ সালে সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় স্কুলটি। বর্তমানে স্কুলটিতে ৮০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। স্কুলটিতে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ফরাসি পাঠ্যক্রম অনুশীলনের পাশাপাশি ধর্ম বিষয়েও পড়োশোনা করে থাকে।

গত অক্টোবরে স্কুলটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল রয়টার্স। সেই প্রতিবেদনে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, স্কুলটি প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মহীনতায় ভুগছে। স্কুলটির পাঠ্যক্রমে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো ফরাসি প্রজাতন্ত্রের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ব্যবসায় মন্দা: কর্মী ছাঁটাই করছে হাসব্রো

এইচ বি রিতা

ব্যবসার চলমান মন্দায় আন্তর্জাতিক খেলা এবং বিনোদন কোম্পানি হাসব্রো তার কর্মীদের প্রায় ২০ শতাংশ ছাঁটাই করছেন। হাসব্রোর সিইও ক্রিস কক্স কর্মচারীদের জন্য সোমবারের একটি নোটিশে ১,১০০ জন কর্মী ছাঁটাই করার ঘোষণা করেছেন, এই ছাঁটাইগুলি আনুমানিক ৮০০টি পদের শীর্ষে রয়েছে যা বছরের শুরুতে বাদ দেয়া হয়েছিল।

যারা চাকরি হারাচ্ছেন তাদের অনেককে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে অবহিত করা হবে। ছাঁটাইয়ের বৃহত্তর অংশটি পরবর্তী দেড় বছরের মধ্যে ঘটবে। কক্স জানান, যারা ছাঁটাই হয়েছে তারা চাকরি নিয়োগ সমর্থন সহ একটা কমপ্রেহেন্সিভ প্যাকেজ পাবেন। গ্লোবাল কর্পোরেট কমিউনিকেশন ডিরেক্টর আন্দ্রেয়া স্নাইডার বলেছেন, রোড আইল্যান্ডের কর্মীদের উপর এই ছাঁটাই মাঝারি প্রভাব ফেলবে।

হাসব্রো এখনও স্টেটের কাছে কর্মী সামঞ্জস্য ও পুনঃপ্রশিক্ষণ বিজ্ঞপ্তি, বা সতর্কতা দায়ের করেনি। তবে শীগ্রই এটি প্রয়োজন হবে কারণ ছাঁটাই দ্বারা প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা অনেক। স্টেটের সতর্কতা তালিকায় সেপ্টেম্বর থেকে নতুন কোনো ছাঁটাই তথ্য নেই।

অ্যামিকা মিউচুয়াল প্যাভিলিয়নের বিপরীতে ফাউন্টেন এবং সাবিন স্ট্রিটে হাসব্রোর ছয়তলা প্রভিডেন্স অফিসটি ২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে খালি হয়ে যাবে। কক্স জানান, প্রভিডেন্স অফিসটি তার পূর্ণ ব্যবহারে ছিল না, তাই কর্মচারীদের পওটাকেট সদর দফতরে স্থানান্তরিত করা হবে।

২০২৩-এর শুরু থেকেই খেলনাগুলির বিক্রির বাজার পড়ে যাচ্ছিল এবং কোম্পানিটি ব্যবসার যে মন্দার মুখোমুখি হয়েছিল তা ছুটির মরসুমেও অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪ সালেও তা অব্যাহত থাকবে বলে ধারনা করছে কোম্পানিটি।

অক্টোবরের শেষের দিকে হাসব্রো এবং প্রতিদ্বন্দ্বী খেলনা নির্মাতা ম্যাটেলকে, ছুটির কেনাকাটার মরসুমে ধীর বিক্রির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল।

ইকবাল হোসেনের যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষে মতবিনিময় সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসী মৌলভীবাজারবাসীরা এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করেছে লন্ডন প্রবাসী, বিশিষ্ট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী হাজী ইকবাল হোসেনের যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যে। ৩ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলুর রহমান। অনুষ্ঠানটু পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে টাইম টিভি'র সিইও এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের সহ অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা, আবু সুফিয়ান, সৈয়দ জুবায়ের আলী, মিয়া মোহাম্মদ আফজাল প্রমুখ।

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ স্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ব্যাপক সমর্থনে গাজায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে প্রস্তাব পাশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনীত প্রস্তাবটি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাশ হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে দেড় শতাধিক দেশ। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার এই প্রস্তাব পাশ হয়। তুরস্কের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আরব দেশ মিসর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্কসহ মোট ১৫৩টি দেশ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ১৯৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতিসংঘের ১০টি সদস্য এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। দেশগুলো হলো—যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, অস্ট্রিয়া, গুয়াতেমালা, লাইবেরিয়া, নাউরু, পাপুয়া নিউ গিনি, প্যারাগুয়ে, মাইক্রোনেশিয়া ও চেক রিপাবলিক। ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে যুক্তরাজ্য, ইউক্রেন ও আর্জেন্টিনাসহ ২৩টি দেশ এই প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

মিসর উত্থাপিত প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি দাবির পাশাপাশি গাজা উপত্যকায় বিপর্যয়কর মানবিক পরিস্থিতি ও ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের দুর্ভোগের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মতো সাধারণ পরিষদে পাশ হওয়া প্রস্তাব প্রতিপালনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই সদস্য দেশগুলোর।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির পর এবার ফিলিস্তিন অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারী সহিংস ইসরায়েলিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ)। ইইউর শীর্ষ কূটনীতিক জোসেপ বোরেলকে উদ্ধৃত করে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ খবর জানায়।

গতকাল সোমবার ইইউর পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতির প্রধান কর্মকর্তা জোসেপ বোরেল বলেছেন, পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারী চরমপন্থীদের সহিংসতায় ইইউ উদ্বিগ্ন এবং জেরুজালেমে আরও ১৭০০টি আবাসন ইউনিট অনুমোদন করায় ইসরায়েলি সরকারের সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

জনমত জরিপে বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জো বাইডেন

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে চালানো এক জনমত জরিপে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে আছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এই জরিপ চালিয়েছে। জরিপের ফলাফল অনুসারে, ডোনাল্ড ট্রাম্প জো বাইডেনের চেয়ে অন্তত ৪ শতাংশ সমর্থনের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।

গত শনিবার প্রকাশিত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাইডেন কেবল ট্রাম্পের চেয়ে পিছিয়েই পড়েননি, একই সঙ্গে বর্তমান এই প্রেসিডেন্ট তাঁর ৩ বছরের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনকালে সবচেয়ে কম জনপ্রিয় অবস্থানেও নেমে গেছেন। এই জরিপ ট্রাম্পের আবারও হোয়াইট হাউসে ফেরার বিষয়টিকেই তুলে ধরছে। যদিও ভোটের এখনো অনেকটা সময় বাকি।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুসারে, জরিপে ভোটদাতাদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ ভোটার ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। বিপরীতে জো বাইডেন পেয়েছেন মাত্র ৪৩ শতাংশ ভোটারের সমর্থন। এই প্রথম কোনো জরিপে ডোনাল্ড ট্রাম্প বাইডেনকে পেছনে ফেলেছেন। জরিপে রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রের মতো তৃতীয় প্রার্থী যোগ করার পর আরও চমকপ্রদ ফলাফল পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে ট্রাম্পের পক্ষে গেছে ৩৭ শতাংশ ভোট এবং বাইডেনের পক্ষে ৩১ শতাংশ মাত্র।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের জনপ্রিয়তা কমার পেছনে মূল বিষয় হিসেবে কাজ করেছে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেন বিষয়ে তাঁর নীতির কারণেই জনপ্রিয়তা কমেছে। জরিপে মাত্র ২৩ শতাংশ ভোটার বলেছেন, বাইডেনের নীতির কারণে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছেন। বিপরীতে ৫৩ শতাংশ ভোটার বলেছেন, বাইডেনের নীতি তাঁদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

বাইডেনের তুলনায় উত্তরদাতাদের প্রায় ৫০ শতাংশই বলেছেন, ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছে। বিপরীতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ৩৭ শতাংশ ভোটার মনে করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে সামলেছেন। এর বিপক্ষে মত দিয়েছেন ৬১ শতাংশ ভোটার।

ইসরায়েল সমর্থন হারাতে শুরু করেছে: বাইডেন

গাজায় হামলা অব্যাহত রেখে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন হারাতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে তিনি এমন মন্তব্য করেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

ইসরায়েলকে সতর্ক করে বাইডেন বলেন, তারা (ইসরায়েল) সমর্থন হারাতে শুরু করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকে তাঁর কট্টরপন্থী সরকার পরিবর্তন করা উচিত।

এদিকে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি চরম উদ্বেগের সঙ্গে বলেছেন, 'ফিলিস্তিনিদের জন্য গাজা এখন পৃথিবীর নরক।' সোমবার গাজার দক্ষিণের রাফাহ ক্রসিং পরিদর্শনের পর তিনি এ মন্তব্য করেছেন। জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয়কারী মার্টিন গ্রিফিথস বলেছেন, দক্ষিণ গাজার হামলার মাত্রা উত্তরের চেয়ে কম নয়।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে প্রায় ১৮ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৪৯ হাজার ৫০০ জন আহত হয়েছে। যুদ্ধ শুরু থেকে এ পর্যন্ত হামাসের হামলায় ইসরায়েলে আনুমানিক ১ হাজার ২০০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনে মাহমুদ সভাপতি ও নোমান সাধারণ সম্পাদক

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০২৪-২০২৫ সালের নতুন কার্যকরি কমিটি গঠিত হয়েছে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার। নতুন কমিটির সভাপতি মাহমুদ আহমেদ ও সাধারন সম্পাদক আবু নোমান সরকার নির্বাচিত হয়েছেন। ২৭ সদস্য বিশিষ্ঠ কার্যকরি কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন সিকান্দার আলী (সহসভাপতি), সালেহ আমেদ (সহসভাপতি), আনোয়ারুল করিম (সহসভাপতি), ইকবাল ফারুক (সহসভাপতি), সাহেদ আলী (সহ সাধারন সম্পাদক), সৈয়দ আসিফ আমেদ (কোষাধ্যক্ষ),ফাহমিদা জামান (সাংগঠনিক সম্পাদক),ইয়াসমিন ফাত্তাহ ঝর্না (শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক), ছন্দা বিনতে সুলতান (প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক), এম এ সবুর খান (ক্রিড়া সম্পাদক)। কার্যকরি সদস্যরা হলেন মোশাররফ হোসেন, আবু তাহের, শামীম আল মামুন, দেলোয়ার হাসান,আব্দুল আউয়াল শামীম,বিষ্ণু গোপ,রফিকুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, ইরফানুল কবির, নাহিদা আলী,রুবিনা মাহফুজ শম্পা,জামিলা ইলিয়াস,দেবাশিষ মজুমদার, শিবলী সাদেক ও প্রিয়াংকা বড়ুয়া।

গাজার অর্ধেক মানুষই অনাহারে: জাতিসংঘ

উত্তর আমেরিকা অফিস

গাজায় ইসরায়েলি সংঘাতের দুই মাস পার হয়েছে। এর মধ্যে মৃতের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, ফিলিস্তিনের গাজার অর্ধেক মানুষ অভুক্ত থাকছেন। সেখানে পর্যাপ্ত খাবার নেই। গাজা পরিদর্শনের পর এমনটাই বলেছেন জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) উপপরিচালক কার্ল স্কাউ।

৮ ডিসেম্বর শুক্রবার গাজা পরিদর্শন করেন তিনি। এরপর সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনি বলেন, 'এখানে পর্যাপ্ত খাবার নেই। মানুষ অভুক্ত থাকছে। প্রয়োজনীয় ত্রাণসহায়তার সামান্যই গাজায় ঢুকতে পারছে।' ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার দিকে ইঙ্গিত করে কার্ল বলেন, 'আমরা আমাদের সাধ্যমতোই ত্রাণ বিতরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু গাজার পরিস্থিতির কারণে ত্রাণ পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

চলতি সপ্তাহে ডব্লিউএফপি দলের গাজা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে কার্ল আরও বলেন, তাঁরা গুদাম ও বিতরণকেন্দ্রগুলোর সামনে হাজারো ক্ষুধার্ত মানুষকে মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করতে দেখেছেন। সেখানকার দোকানগুলো ছিল শূন্য। আর শৌচাগারের সামনে ছিল দীর্ঘ লাইন। তিনি বলেন, 'এখানকার বাসিন্দাদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জনেরই প্রতিদিন খাবার জোটে না।'

অন্যদিকে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বলছে, হামাসকে নির্মূল করতে এবং ইসরায়েলি বন্দীদের ফিরিয়ে আনতে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে যেতে হবে। আইডিএফের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিচার্ড হেকট গতকাল শনিবার বিবিসিকে বলেছেন, 'কোনো বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু ও দুর্ভোগ আমাদের কাছে বেদনাদায়ক, তবে আমাদের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই।' তাঁর দাবি, গাজা ভূখণ্ডের ভেতরে যতটা সম্ভব অগ্রগতি অর্জন করতে তাঁরা সবকিছুই করছেন।

সংঘাত শুরুর পর শুধু মিসরের সীমান্তবর্তী রাফাহ ক্রসিং উন্মুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সীমিত পরিমাণে সাহায্য গাজায় পৌঁছাতে পারছে। চলতি সপ্তাহে ইসরায়েল আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ইসরায়েল থেকে গাজায় প্রবেশের কেরাম শালোম ক্রসিং খুলতে সম্মত হয়েছে। তবে তা শুধু সাহায্য লরি পরিদর্শনের জন্য। এরপর ট্রাকগুলো রাফাহ হয়ে গাজায় প্রবেশ করবে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় হামাস। ওই দিনই সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী।

অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালী: বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে থাকছেন দুই বিরল ব্যক্তিত্ব

ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকারের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। আমেরিকার মানবতাবাদী সাধারণ মানুষ এ ভূমিকার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। শক্তহাতে মার্কিন নীতির পরিবর্তন করে এসব লোকজন এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে তিনটি বাংলাদেশি সংগঠন পুরো আমেরিকাতে গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ার প্রথম সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য বহন করে। এবারের বিজয় দিবসে সংগঠনটি অনবদ্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে থাকছে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অবদান রাখা দুজন বিরল মানুষের উপস্থিতি। সময়ের সেসব মানবতাবাদীদের অনেক সতীর্থই আজ আর বেঁচে নেই। যারা বেঁচে আছেন, বয়সের ভারে তাঁরাও এখন চলাচলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা থেকে সবচেয়ে বেশী যার অবদান তিনি হচ্ছেন ডাঃ ডেভিড নালীন। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ঢাকার কলেরা রিসার্চে গবেষণা করে তিনি এবং ডাঃ রিচার্ড ক্যাশ 'ওরাল স্যালাইনে'র কনসেপ্ট আবিষ্কার করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। কলেরার জন্য তখন সর্বত্র Intravenous saline দেয়া সম্ভব হত না এবং অনেক মৃত্যু ঘটতো। তখন মুখে স্যালাইন পাউডার থেকে পানীয় খাইয়ে ডায়রিয়া রোগীদের বাঁচিয়ে রাখার আবিষ্কারটি গত শতাব্দীর একটি বড় অবদান। ব্রাক পরে এ নিয়ে গ্রামের মানুষজনদের শিক্ষা দিয়ে নিজ হাতে স্যালাইন তৈরি করার প্রক্রিয়া জনপ্রিয় করেছে। এটিও ছিল আরেকটি বিরাট অর্জন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য ডাঃ নালীনের ভালোবাসা সেই থেকে শুরু।

১৯৭১ পাকিস্তানিদের গণহত্যা শুরু হলে ডাঃ নালীন আমেরিকায় গড়ে তোলেন বিশাল আন্দোলন। নিক্সন আর কিসিঞ্জারের পাকিস্তান নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর জন্য ডা: গ্রীনোর সাথে কো ফাউন্ডার হয়ে ওয়াশিংটনে গড়ে তুলেন 'বাংলাদেশ সেন্টার'। এ দলটি মার্কিন সরকার, কংগ্রেস ও সিনেটে অনবরত চাপ তৈরি করতে সক্ষম হয়। আমেরিকার বিভিন্ন এলাকায় আরও মানুষজন তখন গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে থাকে। নিক্সন সরকার শেষে বাধ্য হতে হয়েছিল পাকিস্তানকে কোন সাহায্য না দিতে। যদিও নিক্সন সরকার গোপনে কিছুদিন অস্ত্র পাঠাতে পেরেছিল, পরে তা সম্পূর্ন বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমেরিকার স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে ডাঃ নালীন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাছাড়াও যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বার বার বাংলাদেশে গিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়।

ডেভিড নালীন

সুলতানা আলম

ডাঃ ডেভিড নালীন এখন বেশ অসুস্থ। কয়েকদফা হাসপাতালে ছিলেন। দুর্বল শরীর নিয়েও সম্মত হয়েছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশিদের সাথে দেখা করে কিছু কথা বলতে। পুরো বাংলায় কথা বলেন ডাঃ ডেভিড নালীন। রবীন্দ্র ও নজরুর সঙ্গীত তার প্রিয়। ডাঃ নালীনের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু ফল শুধু রাজশাহীর আম। তাকে দেখা ও সম্মান জানানোর ঐতিহাসিক সুযোগ হয়ত আর আসবেনা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হল তখন ডঃ সুলতানা আলম একজন তরুণী মাতা ছিলেন। যে অল্পসংখ্যক বাংলাদেশি ফিলাডেলফিয়াতে মানবতাবাদী আমেরিকানদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্দোলনে নেমেছিলেন তারমধ্যে একজন তিনি। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সুলতানা আলম। নিক্সন সরকার কংগ্রেসের আইন ফাঁকি দিয়ে গোপনে পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠাতে থাকে। তখন কোয়েকার গ্রুপের নেতা রিচার্ড টেইলার বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর দল জীবন বিপন্ন করে বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে ছোট ছোট নৌকা দিয়ে বাল্টিমোর এবং ফিলাডেলফিয়া এলাকায় অস্ত্র নিতে আসা পাকিস্তানি জাহাজগুলোকে অবরোধ করতে থাকেন। মিডিয়াতে প্রচুর খবর হতে থাকে বিষয়টি। কিন্তু এভাবে কতদিন আর করা যায়?

রিচার্ড টেইলর ফিলাডেলফিয়া খালাসীদের নেতা আফ্রিকান আমেরিকান রিচার্ড এসকিউর কাছে সহায়তা চান। বিশাল দেহের আর বিশাল হৃদয়ের মানুষ রিচার্ড এসকিউ তখন সবাইকে সাথে নিয়ে ফ্লোরিডার মায়ামীতে খালাসিদের বাৎসরিক সম্মেলনে যোগ দেন।তার অনুরোধে বাংলাদেশি নাগরিক সুলতানা আলমকে হাজারো শ্রোতার উদ্দেশ্যে তিন মিনিট বক্তৃতা করার সুযোগ করে দেয়া হয়।

সুলতানা আলম তাঁর পরিষ্কার ইংরেজিতে চোখে জল নিয়ে, শাড়ি পেঁচিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। সুলতানা বলেন, আমার দেশে আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ক্ষমতা না দিয়ে গণহত্যা শুরু করেছে। কংগ্রেস না করার পরেও কেন আপনারা আমার দেশের নিরীহ মানুষ ও তাদের আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন? কী অপরাধ করেছি আমরা?

সুলতানা আলমের বক্তৃতা শুনে গর্জে উঠেন তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতা, আরেকজন আফ্রিকান আমেরিকান । আমেরিকায় তাঁদের দুঃখেরও ছিল অনেক অকথিত কাহিনি। সেই সম্মেলনেই ঘোষণা দেয়া হলো, আজ থেকে আমরা কোন পাকিস্তানি জাহাজে অস্ত্র উঠিয়ে দেবো না। সবাই উল্লাসের সাথে এমন ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিল। ফিলাডেলফিয়ার সভাপতি এসকিউ বললেন আমরা শুধু অস্ত্র নয়, কোন মালামালই পাকিস্তানি জাহাজে তুলবো না।

সেই থেকে আমেরিকা বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে আর গোপনেও সহায়তা করতে পারেনি। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবারের মত অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশি নীতি পরিবর্তন হয়েছিল। ডঃ সুলতানা আলম পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন কর্মী হিসাবে বড় বড় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে গেছেন। তিনি কোনো বক্তৃতা বা অ্যাওয়ার্ড নিতে কোথাও যান না। শারীরিক কারণে তাঁর বড় একটি অপারেশন হয়েছে কিছুদিন আগে। ১৭ ডিসেম্বর ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠেয় বিজয় উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সবার সাথে দেখা করবেন বলে ফ্লোরিডা থেকে আগের দিন আসবেন সুলতানা কৃপিনড্রফ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখা এই সাহসী কন্যাকে দেখতে আমরা সবাই আন্তরিকভাবে উপস্থিত থাকবো অনুষ্ঠানে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫২তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালী। ডেলোয়ার রাজ্যের ক্লেমন্ট শহরের ৬৩০ নামান্স রোডে ব্র্যান্ডিওয়াইন প্লাজা হোটেল। অনুষ্ঠান শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর রোববার বিকেল ৩টায়। চলবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। থাকছে নৈশ ভোজ। অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য পোস্টারে দেয়া লিঙ্কে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

এ অনুষ্ঠানে যাদের আমরা এবারে পাচ্ছি, তাঁদেরকে হয়তো আর পাওয়া যাবেনা। বিদায়ী সভাপতি ডা. আশেক আনসারী আর তাঁর কমিটি অনবদ্য এই অনুষ্ঠান আনন্দমুখর করার নানা উপাদান এনেছেন। থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগঠনের নতুন সভাপতির দায়িত্ব নিচ্ছেন ফারহানা আফরোজ পাপিয়া। তার কমিটির অভিষেক হবে এ অনুষ্ঠানে। পরিবার, সন্তান ও স্বজনদের নিয়ে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ডেনমার্ক কোরআন পোড়ালে যে শাস্তির বিধান দিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডেনমার্ক নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন পোড়ানোকে । দেশটির পার্লামেন্ট এ বিষয়ে একটি আইন পাস করেছে। এর ফলে এখন থেকে কোনো ব্যক্তি চাইলেই প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের অংশ হিসেবে জনসমক্ষে কোরআন পোড়াতে পারবে না।

স্থানীয় সময় ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ডেনিশ আইনসভা ফলকেটিংয়ে এই বিল পাস হয়। ১৭৯ আসনের ফলকেটিংয়ের ৯৪ জন সদস্য বিলটির পক্ষে ভোট দেন এবং বিপক্ষে ভোট দেন ৭৭ জন। সদ্য পাস হওয়া আইনে বলা হয়েছে, এ আইন যেকোনো স্বীকৃত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে এমন যেকোনো গ্রন্থের সঙ্গে অগ্রহণযোগ্য আচরণ করা নিষিদ্ধ করছে।

ডেনমার্কের পার্লামেন্ট ফলকেটিং আইনটি পাস করলেও তা এখনই কার্যকর হবে না। কারণ, দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত রানি মার্গারেট নতুন এই আইনে স্বাক্ষর না করলে তা আইনে পরিণত হবে না। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি এ মাসেই বিলটিতে স্বাক্ষর করবেন। নতুন পাশ করা এই আইনের বিষয়ে ডেনিশ আইন মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, আইনটি আরোপ করা হয়েছে মূলত 'সিস্টেমেটিক মকারি বা অপমানজনক ঘটনা' ঘটানো থেকে বিরত রাখতে; যা ডেনমার্কে সন্ত্রাসবাদ উসকে দিতে পারে।

এর আগে ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোককে রাসমুসেন বলেছেন, ড্যানিশ সরকার কোরআন পোড়ানো রোধে আইনি উপায় খুঁজে বের করবে, যাতে করে অন্যান্য দেশের দূতাবাসের সামনে কেউ কোরআনের কপি পোড়াতে না পারে। এক বিবৃতিতে রাসমুসেন বলেছেন, দূতাবাসের সামনে কোরআন পোড়ানো চরমপন্থা এবং ঘৃর্ণিত কাজ। কয়েকজন বেপরোয়া ব্যক্তি এ কাজ করেছেন। এই কয়েক ব্যক্তির কর্মকাণ্ড গোটা ড্যানিশ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে না।

ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ ধরনের বিক্ষোভ চরমপন্থীদের উপকার করে এবং নিরাপত্তা হুমকির সৃষ্টি করে।

ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ ধরনের বিক্ষোভ চরমপন্থীদের উপকার করে এবং নিরাপত্তা হুমকির সৃষ্টি করে। আর তাই দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভসহ কিছু পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করার আইনি উপায় খতিয়ে দেখছে কোপেনহেগেন।

এক বিবৃতিতে ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা এমন কিছু বিক্ষোভে হস্তক্ষেপ করতে চায়, যেখানে 'অন্যান্য দেশ, সংস্কৃতি ও ধর্মের অবমাননা করা হচ্ছে এবং যেখানে নিরাপত্তা উদ্বেগসহ ডেনমার্কের জন্য উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।'

বাইডেন পুত্র হান্টারের বিরুদ্ধে নতুন মামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হান্টার বাইডেন

নতুন করে ফৌজদারি অপরাধের মামলা দায়ের করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে। মার্কিন ফেডারেল কৌঁসুলিরা তাঁকে কর ফাঁকির মামলায় অভিযুক্ত করেছেন। এই অভিযোগসহ মোট ৯টি অভিযোগ আনা হয়ে হান্টারের বিরুদ্ধে।

হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, হান্টার বাইডেন ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চারটি কর বছরে তিনি তাঁর স্বমূল্যায়নকৃত আয়ের বিপরীতে ফেডারেল ট্যাক্সে কমপক্ষে ১৪ লাখ ডলার কর পরিশোধ করেননি। হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে আনীত অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে আরও কয়েকটি অভিযোগ হলো—তিনি কর তথ্য লিপিবদ্ধ করেননি, কর জমা দেওয়ার সময় মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন এবং তাঁর আয়ের বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। এর আগে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বাইডেনপুত্রের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র আইনে মামলায় দায়ের করা হয় ডেলাওয়ারে।

তবে এরই মধ্যে হান্টার বাইডেন আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। হোয়াইট হাউস হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা নতুন মামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। মার্কিন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল কাউন্সেল ডেভিড ওয়েইস বাইডেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা এই নতুন মামলার তদন্ত করছেন।

ফেডারেল কৌঁসুলিদের অভিযোগ, হান্টার কর পরিশোধ না করে সেসব অর্থ দিয়ে অসামাজিক জীবনযাত্রায় লিপ্ত ছিলেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কর দেওয়ার বদলে হান্টার বাইডেন সেই অর্থ মাদক, এসকর্ট ও নারীসঙ্গ, বিলাসবহুল হোটেল ও বিভিন্ন রিসোর্ট, বিদেশি গাড়ি ক্রয়, দামি পোশাক এবং ব্যক্তিগত প্রসাধনী কেনার কাজে ব্যয় করেছেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের ছেলে ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্য অক্টোবরের পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে মোট ৭০ লাখ ডলারেরও বেশি আয় করেছেন।

১০ কোটি ডলার অনুদান হারাচ্ছে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ইহুদি বিদ্বেষ

ইসরায়েল ও হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমেরিকার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ এবং ইহুদি বিদ্বেষের ঘটনা দেখা গেছে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন কংগ্রেসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির 'বিতর্কিত' বক্তব্যর কারণে ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ায় ১০ কোটি ডলার অনুদান প্রত্যাহার করেছেন এক দাতা।

স্টোন রিজ অ্যাসেটচ ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও দাতা রস স্টিভেনস বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি এলিজাবেথ ম্যাগিল ইহুদিদের গণহত্যার জন্য আহ্বানকারী ছাত্রদের শাস্তির বিষয়ে করা প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। বিষয়টি তাঁর কাছে ভীতিকর ও জঘন্য লেগেছে।

পেনসিলভানিয়া ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ ঠেকাতে মিসেস ম্যাগিলের 'উদাসীনতা' নিয়ে গত মঙ্গলবার রাজনীতিকেরা তাঁর নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন। এরপর থেকেই তিনি নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন, কিন্তু তারপরও তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলো বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের হোয়ার্টন উপদেষ্টা বোর্ডে ম্যাগিলকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। ওই চিঠিতে তাঁকে 'অবিলম্বে" পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমেরিকার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ এবং ইহুদি বিদ্বেষের ঘটনা দেখা গেছে।

মিসেস ম্যাগিল হার্ভার্ডের সভাপতি ক্লাউডিন গে এমআইটি স্যালি কর্নব্লুথের সঙ্গে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভসে উপস্থিত হন। তাঁদের রিপাবলিকান নিউইয়র্ক কংগ্রেসওম্যান এলিস স্টেফানিক জিজ্ঞাসা করেন, 'ইহুদিদের গণহত্যার জন্য আহ্বান করা কি (আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের) আচরণবিধি লঙ্ঘন করে বা গুন্ডামি ও হয়রানি সংক্রান্ত নিয়ম? হ্যাঁ বা না?'

মিসেস ম্যাগিল এবং তাঁর এমআইটি-হার্ভার্ডের সহযোগীরা হ্যাঁ বা না উত্তর না দিয়ে বলেন, 'এটি 'প্রসঙ্গের' ওপর নির্ভর করে।' হোয়াইট হাউস এই মন্তব্যের নিন্দা করার সঙ্গে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

এ বিষয়ে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার ইহুদি ও সেকেন্ড জেন্টলম্যান ডগ এমহফ গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় মেনোরার আলোকসজ্জা উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে বলেন, 'নৈতিক স্বচ্ছতার অভাব অগ্রহণযোগ্য।' অনুদান প্রত্যাহার সম্পর্কে স্টিভেনস বলেছেন, 'পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১০ কোটি ডলারের স্টোন রিজ শেয়ার প্রত্যাহারের পেছনে আমার কাছে স্পষ্ট কারণ রয়েছে। আর তা বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রেসিডেন্ট ম্যাগিলের আচরণ।'

স্টোন রিজ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে বলেছেন, ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার আহ্বানকারীদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উহ্য অনুমতি' স্টোন রিজের নীতি বা নিয়মের লঙ্ঘন।

পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি এবং অভিজাত আইভি লীগের সদস্য। অন্যদিকে হোয়ার্টনের সদস্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, টেসলা এবং স্পেসএক্সের মালিক বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্কসহ অনেক শক্তিশালী ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক।

২০১৭ সালে একটি ফাইন্যান্স ইনোভেশন সেন্টার তৈরিতে সহায়তার জন্য স্টোন রিজের স্টিভেনস সীমিত অংশীদারিত্ব ইউনিটের আকারে অনুদানটি দিয়েছিলেন।

বর্তমানে ম্যাগিল স্বপদে বহাল থাকতে পারবেন কি না তা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ৬ ডিসেম্বর বুধবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নিজের মন্তব্যর জন্য ক্ষমা চেয়ে একটি ভিডিও দিয়েছেন। ওই ভিডিওতে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়মকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মেনে চলেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সম্মত। সংবিধান অনুযায়ী, শুধুমাত্র বক্তব্যর জন্য কাউকে কোনো শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না।

চড় খেতে টাকা খরচ করে রেস্তোরাঁয়!

নিউজ ডেস্ক

রেস্তোঁরায় ঢুঁ মারলে ভোজনরসিকরা খাবারের মেন্যু দেখে পটাপট অর্ডার করে দেন। অনেকে আবার দেখে-শুনে-বুঝে তারপর অর্ডার করেন। পাছে না আবার ঠকে যান! সে যা-ই হোক। কিন্তু খাবারের মেন্যুতে যদি দেখেন 'থাপ্পড়'ও রয়েছে তাহলে? কেউ মাথা চুলকাবেন, কারো আবার চোখ কপালে উঠে যাওয়ার দশা হবে নিশ্চিত।

রেস্তোরাঁর চেয়ারে বসে গাল এগিয়ে দিচ্ছেন অতিথিরা। ওয়েটার এসে সেই গালে বসাচ্ছেন একের পর এক চড়। না, তাঁরা দোষের কিছু করেননি; বরং তাঁদের ইচ্ছাতেই এই চড়-কাণ্ডের আয়োজন। আরও অবাক করা বিষয় হলো, চড় খেতে রীতিমতো পয়সা খরচ করছেন তাঁরা।

বিচিত্র এই কাণ্ড দেখা গেছে এক্সে (সাবেক টুইটার) একটি ভিডিওতে। তাতে বলা হয়েছে, 'সাচিহোকো-ইয়া' নামের ওই রেস্তোরাঁ জাপানের নাগোয়া শহরে। সেখানে খাবারের মেন্যুতে রয়েছে 'নাগোয়া লেডিস স্ল্যাপ' নামের বিশেষ একটি পদ। ওই পদের জন্য ৩০০ ইয়েন খরচ করলেই দেদার চড় খাওয়া যাবে। তবে পছন্দের কারও হাতে চড় খেতে চাইলে খসাতে হবে অতিরিক্ত ৫০০ ইয়েন।

শুধু জাপানি নারী-পুরুষ নন, বিদেশি পর্যটকদের কাছেও নাকি ওই রেস্তোরাঁয় চড় বেশ উপভোগ্য। 'সেভ ইউর মানি' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওতে বলা হয়েছে, নারী ওয়েটাররা যত জোরে চড় মারেন, রেস্তোরাঁর অতিথিরা তত আনন্দ পান। তাঁরা রাগ তো দেখানই না, বরং তাঁদের দেখে আরও তরতাজা মনে হয়। অনেকে তো আবার চড় মারা ওয়েটারকে ধন্যবাদও জানান।

২০১২ সালে এই 'চড় সেবা' চালু করেছিল সাচিহোকো-ইয়া। সে সময় এটি তুমুল সাড়া ফেলেছিল। চড় খেতে রেস্তোরাঁয় ভিড় জমাতে শুরু করেন বহু মানুষ। প্রথম দিকে মাত্র একজন নারী ওয়েটারই এ কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। পরে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক নারীকে নিয়োগ দেয় রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ।

তবে রেস্তোরাঁয় চড়ের ভিডিওগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। শেষমেশ বাধ্য হয়ে চড়ের আয়োজন বন্ধ করে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এক্সে একটি পোস্টে তারা অনুরোধ করেছে, চড় খাওয়ার লোভে কেউ যেন সেখানে আর না যায়। কারণ, এটি বন্ধ করা হয়েছে। আর নতুন করে যেসব ভিডিও ছড়িয়েছে, তা পুরোনো। তবে ভবিষ্যতে আবার কখনো অর্থের

আতিকুর রহমান সালু চিরনিদ্রায় শায়িত

উত্তর আমেরিকা অফিস

সবার প্রিয়মুখ আতিকুর রহমান ইউসুফজাই সালুকে ৬ ডিসেম্বর বুধবার বিকেল আড়াইটায় নিউজার্সির লরেল গ্রোভ সিমিটারিতে সমাহিত করা হয়। ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভোরে নিউজার্সির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসারে ভূগছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে নিউউইয়র্ক, নিউজার্সি ও মেরিল্যান্ড সহ প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, ষাটের দশকের ডাকসাইটে ছাত্রনেতা, মওলানা ভাসানীর সহচর আতিকুর রহমান সালু বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারন সম্পাদক, আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান ও ফোবানা'র সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন।

আতিকুর রহমান সালুর প্রথম নামাজে জানাজা নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ। জানাজার আগে মরহুম সালু স্মরণে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও জেএমসি'র সাবেক সভাপতি ডা. এম এম বিল্লাহ, জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান, সৈয়দ টিপু সুলতান ও সৈয়দ টিপু সুলতান ও হামিদ রেজা খান। বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি জানাজায় অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ, আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলা সিডিপ্যাপ হোম কেয়ার প্রধান ড. আবু জাফর মাহমুদ,বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন হাওলাদার, কমিউনিটি একটিভিস্ট ও বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ, সাংবাদিক মইনুদ্দিন নাসের, বাংলাদেশ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মনজু, সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, জামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার,সাংবাদিক তাসের খান মাহমুদ প্রমুখ।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদদীন পাঠান, মো: আইয়ুব,মোঃ মনিরুজামান, বেলাল হোসেন ভূঁইয়া,শিপন সাখাওয়াত,আফিয়া নাসরীন প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কি নির্মমতা!

রোমেনা রোজী

গাজা যুদ্ধের শুরুতে 'আমার বয়স ইসরাইল রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি' বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিলেন এক ফিলিস্তিনি বৃদ্ধা হাদিয়া নাসার (৭৯)। তাঁর ওই ভিডিওটি এখনো অনলাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার আল-আরাবিয়া জানিয়েছে, ইসরায়েলি স্নাইপাররা অজ্ঞাত স্থান থেকে গুলি করে হত্যা করেছে হাদিয়াকে।

৭৯ বছর বয়সী হাদিয়া নসরের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। সেই অর্থে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে যখন ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, তারও চার বছর আগে জন্মেছিলেন হাদিয়া। ১৯৪৮ সালের সেই পরিস্থিতিকে 'নাকবা' বা বিপর্যয় নামে চিহ্নিত করে ফিলিস্তিনিরা।

ইসরায়েলের সঙ্গে হামাসের চলমান সংঘাতের মধ্যে হাদিয়ার ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি ধারণ করেছিলেন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক সালেহ আল জাফরাবি। ইসরায়েলি বিমান হামলায় মারাত্মক আহত হাদিয়াকে তিনি একটি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। সালেহ আল জাফরাভির করা একটি ভিডিওতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সাংবাদিক তার আইডি কার্ড ধরে বলেছিলেন, 'আপনি হাজ্জাহ হাদিয়া ১৯৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এর অর্থ

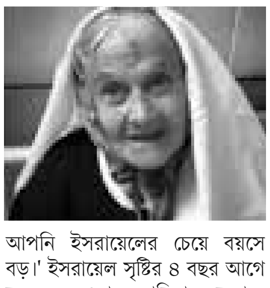

আপনি ইসরায়েলের চেয়ে বয়সে বড়।' ইসরায়েল সৃষ্টির ৪ বছর আগে জন্ম নেওয়া হাদিয়া জবাবে বলেছিলেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি এতগুলো বছর ধরে ফিলিস্তিনি ভূমিকে আমার হৃদয়ে ধরে রেখেছি।'

আল জাফরাভির সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিওটি প্রকাশ করার পর সবুজ চোখের এই দাদীমা লাখ লাখ মানুষের হৃদয় জয় করে নেন। গত অক্টোবরে তার বাড়িতে ইসরায়েলের বোমা হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর হাসপাতালে ওই সাংবাদিকের সঙ্গে তার দেখা হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলি বিমান হামলায় আহত হাদিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ইসরায়েলি নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন হাদিয়া।

স্থানীয় এক ফটোসাংবাদিক আল-আরাবিয়াকে নিশ্চিত করেছেন, নিজ বাড়ির দরজার সামনেই হাদিয়াকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি স্নাইপাররা।

কংগ্রেসকে এড়িয়ে ইসরায়েলকে গোলা বিক্রি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে ইসরায়েলের কাছে ট্যাংকের গোলা বিক্রি করতে যাচ্ছে। স্থানীয় সময় ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার বিরল এই পদক্ষেপ নেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

কংগ্রেসকে এড়িয়ে দ্রুততম সময়ে ইসরায়েলের কাছে ১৩ হাজার ট্যাংকের গোলা বিক্রিতে 'আর্মস এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টের' জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন এ কথা জানিয়েছে। ইসরায়েলের কাছে সম্ভাব্য অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি কংগ্রেসের পর্যালোচনা এড়াতে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগের এই বিরল পথে হাঁটেন ব্লিঙ্কেন। শুক্রবার রাতে কংগ্রেসে জরুরি এ ঘোষণা পাঠানো হয়। এসব গোলার মূল্য ১০ কোটি ৬০ লাখ ডলার।

এভাবে কোনো দেশে অস্ত্র বিক্রির ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে সচরাচর ঘটে না। সাধারণত কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট কমিটি এ ধরনের অনুরোধ পেলে ২০ দিন সময়ের মধ্যে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে।

কমিটি প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে, কোনো কিছু জানার থাকলে তথ্য চেয়ে নেয়। কখনো কখনো কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাবের সমালোচনা করে থাকে কিংবা অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন না-ও দিতে পারে। তবে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে এখন আর এসবের কিছুই হচ্ছে না। এর আগে ইসরায়েলের কাছে ৪৫ হাজার গোলা বিক্রির প্রস্তাব কংগ্রেসে পাঠায় বাইডেন প্রশাসন। এসব কামানের গোলা বিক্রি করে ৫০ কোটি ডলারের বেশি আয় করবে যুক্তরাষ্ট্র।

ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতিশ্রুত ১১ হাজার কোটি ডলারের বেশি মূল্যের নতুন সহায়তা তহবিলের অংশ নয় এ উদ্যোগ। সম্প্রতি বাইডেনের এ সহায়তা প্রস্তাবের ওপর আনা একটি বিল আটকে দেয় কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট।

৬ ডিসেম্বর বুধবার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা শুরুর পর সহায়তা হিসেবে ১০ হাজার টনের বেশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ পেয়েছে ইসরায়েল। ধারণা করা হচ্ছে, এসব অস্ত্রের বেশির ভাগই সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রে সড়ক দুর্ঘটনায় নূর আলী কন্যার মৃত্যু

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা গেছেন ঢাকার ইউনিক গ্রুপ ও নতুন ভিশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহা. নূর আলী ও সেলিনা আলী দম্পতির দ্বিতীয় কন্যা কানাডা প্রবাসী নাদিহা আলী (৩৭)। স্থানীয় সময় ৬ ডিসেম্বর বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়স অঙ্গরাজ্যের শিকাগো বিমানবন্দরের কাছে সড়ক দুর্ঘটনা গুরুতর আহত হন নাদিহা। দুর্ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

নাদিহা কানাডায় থাকতেন। শিকাগোয় তার খালাকে দেখতে গিয়েছিলেন বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে। মো. নূর আলী ও সেলিনা আলী দম্পতির দ্বিতীয় কন্যা নাদিহা আলী। নাদিহার মরদেহ কোথায় দাফন করা হবে তা এখনও স্পষ্ট

নাদিহা আলী

করে বলা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে জানাজার পর তার দাফন সেখানেই সম্পন্ন হবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। নাদিহার মৃত্যুর খবরে শিকাগোসহ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট প্রবাসী সাজ্জাদুর রহমান আর নেই

ইমা এলিস

সাজ্জাদুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটের ম্যানচেস্টার প্রবাসী ও সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থানার ১ নম্বর কলকলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সাজ্জাদুর রহমান মারা গেছেন (আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি ও ফুসফুস জনিত রোগে ভুগছিলেন। গত দেড়মাস ধরে কানেকটিকাটের হার্টফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রী ২ ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

প্রয়াত সাজ্জাদুর রহমানের বড় ছেলে তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু যুক্তরাষ্ট্রস্থ জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার আজীবন সদস্য, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি এবং কানেকটিকাট বিএনপির সভাপতি। আরেক ছেলে তারেকুল আম্বিয়া বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)-এর সহসভাপতি। মরহুমের জামাতা আহমেদ জিলু জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারন সম্পাদক।

মরহুম সাজ্জাদুর রহমানের দুই ছেলে তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, তারেকুল আম্বিয়া ও মেয়ে লুৎফা জিলু সকলেই কানেকটিকাটের ম্যানচেস্টার শহরেই বসবাস করছেন।

আগামীকাল শুক্রবার (৮ ডিসেম্বর) বাদ জুমা কানেকটিকাটের ম্যানচেস্টারের বাইতুল মামুর মসজিদে (৪৬ কটেজ স্ট্রিট, ম্যানচেস্টার, কানেকটিকাট) মরহুম সাজ্জাদুর রহমান নামাজে জানাজার পর ম্যানচেস্টারের মুসলিম কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে। মরহুম সাজ্জাদুর রহমানের জন্য দেশ ও প্রবাসের সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন তাঁর পরিবার।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ'র শীতবস্ত্র বিতরন

জলি আহমেদ

১০ ডিসেম্বর রোববার জ্যাকসন হাইটস এর ডাইভার্সিটি প্লাজায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ডে এবং জেনেভা কনভেনশনের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে। ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ এর আয়োজনে এই বিতরণ প্রোগ্রাম চলবে সমগ্র ডিসেম্বর মাস ব্যাপী। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন বিশেষ অতিথি মেয়র অফিস সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি লিয়াজন প্যাট্রিসিয়া রঘুনন্দন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির প্রতিনিধিদের মধ্যে নবরাজ কেসি, ড. গিরি ও আজাদ কাশ্মীর নিউইয়র্কের বলিষ্ঠ নেতা সাগির খান।

অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন রোটারিয়ান মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ও সমন্বয়কারী লায়ন্স মারুফ আহমেদ, নির্বাহী সদস্য তরিকুল হাসান বাদল, জাবেদ উদ্দিন, রাশেদ উদ্দিন হীরা ও সেলিনা ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা জনাব মাসুদ রানা, সেক্রেটারি জেনারেল ড. কামরুল ইসলাম এবং সভাপতি ড. রফিকুল ইসলাম।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরন করেন বাংলাদেশ থেকে আসা স্বনামধন্য নায়িকা ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চিত্রনায়িকা সৈয়দা কামরুন নাহার শাহনুর (অর্গানাইজিং সেক্রেটারি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি এবং লায়ন প্রেসিডেন্ট)।

প্রচন্ড শৈত্যপ্রবাহ ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে সংগঠনের উদ্যোগে কমিটির সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শীতবস্ত্র বিতরন কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করেন। ডিসেম্বরের এই কনকনে ঠান্ডা আর শতভাগ বৃষ্টির মধ্যেও সকল কমুউনিটির অনেক নিম্ন আয়ের মানুষ কষ্ট করছে ভেবে এবং তাদের দূর্ভোগ লাঘবে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আয়োজন করা হয়। বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন কমুউনিটির মানুষ সুশৃঙ্খল ভাবে শীতবস্ত্র সংগ্রহ করেন।

অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এনআরবিসি টিভি এর মাধ্যমে।

স্মৃতির দর্পণে স্বাধীনতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

দালাল আজ আর বেঁচে নেই। এদের নাম পরিচয় অনেকেই জানেন, কতো ভয়ঙ্কর ছিল তারা।

মনেপড়ে আমি তখন ১৪ বছরের বালক, সেদিন মাত্র ৬/৭ শত মিটার দুর থেকে, একটি ন্যাড়ার বেড়ার আড়াঁলে দাঁড়িয়ে দুরূদুরূ বুকে চুপিসারে ঘটনাটি দেখেছিলাম। আর গুলির শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠেছিলাম, শঙ্কিত ছিলাম নিজের জীবন নিয়েও।

কি নির্মম হত্যাকান্ড, আজ হয়ত সেই স্থানে স্মৃতিসৌধ হয়েছে, তবে চোখে দেখা সেই লোমহর্ষক দৃশ্য কত যে কষ্টের স্মৃতি বলা বড়ই দুষ্কর । তাই স্বাধীনতার মাস এলেই আমাকে কঠিন পীড়া দেয়।

আর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয় -

"এক সাগর রক্তের বিনিময়ে"
অর্জিত আমার এই দেশ ।

স্বজনহারা তথা স্বাধীনতাকামী বাংগালীরাই শুধু বুঝবে কত দামে কেনা আজকের এইদেশ - বাংলাদেশ। আশা করি আমাদের প্রিয় প্রজন্মরাও সঠিকভাবে জানবে বুঝবে কেমন করে হলো এই সোনার বাংলার অভ্যুদ্বয় । প্রত্যাশা করি সমৃদ্ধ হোক বাংলাদেশ, সুখী হোক তার রক্তস্নাত স্বজনহারা হতবিহ্বল মেহনতি জনতা। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঐ গণকবর থেকে লাশগুলোর কঙ্কাল উত্তোলন করা হয় । যারা সেদিন শহীদ হয়েছিলেন তাদের সকলেরই নাম ফলক এই শহীদ মিনারে রয়েছে।

আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে আমার দেখা অনেক ঘটনার মাঝে এই একটি ঘটনা শুধু মনের যাতনায় তুলে ধরলাম ।

লাল শাপলার

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিল বলা হয়। ৯০০ একর বা ৩ দশমিক ৬৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট এই বিলগুলোর অবস্থান বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে। বিলে ফুটে থাকা অজস্র লাল শাপলা তো আছেই, এখানকার বাড়তি আকর্ষণ হাওরের ওপারের পাহাড়ের সারি।

শরতের শেষ থেকে শীতের শুরু পর্যন্ত লাল শাপলায় ভরে থাকে পুরো বিল। সিলেটের জাফলং, সাদা পাথর, বিছনাকান্দি, রাতারগুল, পান্তুমাই, উৎমা, তুরুংয়ের পাশাপাশি এই শাপলা বিল এখন বিদেশিদেরও আকর্ষণ করছে। শীতকালের এক দারুণ আকর্ষণ সিলেটের জৈন্তাপুরের শাপলা বিল। বিলে নৌকায় উঠে শাপলার সৌন্দর্য দেখার পাশাপাশি চারদিকের মেঘালয় পাহাড় আপনাকে বিমোহিত করবে।

জনশ্রুতি আছে, এই বিলে আগে কোনো শাপলা ছিল না। সীমান্তের ওপারে খাসিয়া সম্প্রদায় লাল শাপলা দিয়ে পূজা-অর্চনা করত। তারাই কোনো এক সময় ডিবি বিলে লাল শাপলার কন্দ ফেলে। পরে একে একে ডিবি বিল, কেন্দ্রী বিল, হরফকাটা বিল, ইয়াম বিলসহ আশপাশের জলাধারগুলো শাপলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখন চারটি বিলের অন্তত ৭০০ একর জায়গা লাল শাপলা দখল করে আছে। জৈন্তা রাজ্যের রাজা রাম সিংহকে এই হাওরে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল বলেও জনশ্রুতি আছে। আছে সেই স্মৃতিতে নির্মিত প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো একটি মন্দির।

শাপলা বিলে প্রতিবছর বালিহাঁস, পাতিসরালি, পানকৌড়ি, সাদা বক, জলময়ূরীসহ অসংখ্য পরিযায়ী পাখি আসে। প্রতিদিন ভোরে এখানে ফুটে ওঠে অপূর্ব অসংখ্য ফুল। তাদের সঙ্গে দেখা করতে প্রতিদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দল বেঁধে নৌকায় ভেসে বেড়ান ভ্রমণপিপাসুরা। শীতকাল হওয়ায় চারদিকে নানা ধরনের পাখিরও দেখা মেলে। ভোরের লাল শাপলা, পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে পাখির ঐকতান আপনাকে নিয়ে যাবে স্বর্গরাজ্যে।

শাপলা বিলে শাপলা থাকে তিন থেকে চার মাস। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে গেলে দেখা মিলবে শাপলার সৌন্দর্যের। তবে এর জন্য যেতে হবে একদম সকাল সকাল। সূর্যের আলো শাপলার গায়ে পড়লে ধীরে ধীরে শাপলা তার সৌন্দর্য হাতাতে থাকে।

আমেরিকায় মানুষের মৃত্যু

শেষ পৃষ্ঠার পর

মৃত্যু হার বেড়ে গেছে। বার্ষিক মৃত্যুর হিসেবে বয়স্ক লোকজনের সাথে অল্প বয়স্কদের যে সংখ্যা ভারসাম্য ছিল, তা এখন আর নেই।

আমেরিকায় জীবন বীমা এখন ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। মৃত্যু হার বেড়ে যাওয়ার বীমা কোম্পানিগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির পর প্রথমবারের মত ২০২০ সালে আমেরিকায় ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি দায় পরিশোধ করতে হয়েছে। সংখ্যা হার অনুযায়ী যা ১৫ দশমিক চার শতাংশ বেশী বেশি দায় পরিশোধ করতে হয়েছে । এ অর্থের পরিমাণ ছিল ৯০ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোকে সর্বোচ্চ দায় মিটাতে হয়েছে, যার পরিমাণ ছিল ১০০ বিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালে এসে কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করে করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণের দিকে যাওয়ার কারণে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো জানাচ্ছে, এখনও তাদের দায় পরিশোধের পরিমাণ ২০১৯ সালের চেয়ে অনেক উপরে। স্বাস্থ্য ও বীমা বিশেষজ্ঞরা আমেরিকার মানুষের আগাম মৃত্যুরোধ করার কারণ অনুসন্ধান করা এবং লোকজনকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন।

করোনা মহামারির প্রথমদিকে বয়স্ক লোকজনেরই বেশি মৃত্যু হয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যভাগের হিসেব অনুযায়ী ৬৫ বছরের উপরের বয়স্ক আমেরিকানদের মৃত্যু হয়েছে মহামারির আগের চেয়ে ছয় শতাংশ কম। সোসাইটি অব অ্যাকচুয়ারিজ জানিয়েছে, ৩৫ বছর থেকে ৪৪ বছর বয়সের আমেরিকানদের মৃত্যুহার বেড়েছে আগের তুলনায় ২৬ শতাংশ। ২৫ বছর থেকে ৩৪ বছর পর্যন্ত লোকজনের মধ্যে মৃত্যুহার বেড়েছে করোনা পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশি।

সাধারণভাবে মনে করা হচ্ছে লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিকস এবং কার্ডিও ভ্যাস্কুলার সমস্যার কারণে বহু যুব তরুণের মৃত্যু হচ্ছে। যা আগের সময়ের তুলনায় বেড়েছে বলে নানা সরকারি তথ্যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত মাদক গ্রহণ বেড়েছে আমেরিকা জুড়ে। ঐতিহ্যগতভাবে অল্প বয়সের কর্মজীবী এবং বীমা আছে এমন লোকজনের মধ্যে মৃত্যু হার কম থাকার কথা। হঠাৎ এ দলের মধ্যে মৃত্যুহার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। এনিয়ে আমেরিকার সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগগুলো কেন দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠছে না? এমন প্রশ্ন রাখা হয়েছে দ্যা হিলের প্রতিবেদনে।

যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এরমধ্যেই করোনাকালীন স্বাস্থ্যসেবার পরবর্তী জন প্রভাব নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। লকডাউনের সময়ে লোকজনের শিক্ষা, সামাজিকতা এবং স্বাস্থ্যসেবায় নিয়মিত প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে পড়েছিল। এর প্রভাবে অনেক যুব তরুণের মধ্যে শারীরিক সমস্যা, মাসিক সমস্যা এবং অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব জনমৃত্যু ত্বরান্বিত করতে এখন ভূমিকা রাখছে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া করোনা মহামারির সময়ে চিকিৎসকদের সেবা প্রদানের নিয়মে পরিবর্তন, ঔষধপত্রের নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ, হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তনও জনমৃত্যু ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রেখেছে কিনা, তা খাটিয়ে দেখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

করোনার সময়ে দেয়া বিভিন্ন প্রকারের টিকা এবং ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। আমেরিকার ২৭০ মিলিয়নের বেশি লোকজনকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে শিশু, গর্ভবতী মাসহ নানা ঝুঁকিপূর্ণ লোকজনকেও টিকা দেয়া হয়েছে। এসব ভ্যাকসিনের প্রভাবে এখন লোকজনের মৃত্যু দ্রুত হচ্ছে কি না, এসব বিষয়ও গবেষণায় আনার জন্য দাবি জানানো হচ্ছে। এরমধ্যেই ইয়েল ইউনিভার্সিটির এক গবেষণা প্রতিবেদনে ভ্যাকসিন দেয়ার পর জনস্বাস্থ্যে এর বিরূপ প্রভাবের কথা জানা গেছে। এসব নিয়ে সরকারের কোন লুকোচুরি রয়েছে কিনা, তদন্ত করারও দাবি উঠেছে।

স্বাস্থ্যসেবী এবং এ নিয়ে কাজ করছেন এমন লোকজন মনে করছেন ২০৩০ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অল্প বয়স্ক লোকজন, যাদের স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে তাদের মৃত্যুহার বেড়ে চলবে। যাদের স্বাস্থ্যবিমা নেই বা দুর্বল স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে, তাদের বেলায় আগাম মৃত্যু হার নিশ্চিতই বাড়বে বলে তারা মনে করেন। আগামী প্রজন্মকে করোনার মত বা এরচেয়ে কোন ভয়াবহ মহামারি থেকে রক্ষার জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশ্ব অর্থনীতি এখন দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিকে ঠেলে দিতে পারে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

১১ ডিসেম্বর সোমবার কলাম্বিয়ায় দেওয়া এক ভাষণে গীতা গোপীনাথ বলেছেন, 'আমরা সব জেনেও যদি দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি, তাহলে হয়তো আমরা পরস্পরের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে পারব না কিন্তু আমরা মুক্ত বাণিজ্য থেকে বিশ্বজুড়ে যে লাভ দেখেছি তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

এ অবস্থায় বিশ্বের সরকারগুলোকে সতর্ক করে আইএমএফের এই কর্মকর্তা বলেছেন, বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে আমরা বর্তমানে একটি 'টার্নিং পয়েন্টে' আছি। এই অবস্থায় আমরা যদি খাদের কিনারা থেকে সরে আসার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারের প্রতি সহযোগিতার ভিত্তিতে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গীতা গোপীনাথের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে চীন ও রাশিয়ার দ্বন্দ্বের প্রভাবে বিশ্বে মন্দার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'যদিও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে ব্যাপকভাবে পশ্চাদপসরণের কোনো লক্ষণ নেই, কিন্তু ভূ-অর্থনৈতিক বিভাজন ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা হিসেবে দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ রেখা তৈরি করছে। যদি এই বিভেদ গভীর হয়, তাহলে আমরা হয়তো শিগগিরই নতুন স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে নিজেদের দেখতে পাব।'

পশ্চিমা বিশ্ব বনাম চীন-রাশিয়া অক্ষের মধ্যকার অর্থনৈতিক লড়াইয়ে যদি মুক্ত বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কী পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে, সে বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে গীতা গোপীনাথ বলেন, এতে বিশ্ব অর্থনীতির জিডিপি অন্তত আড়াই শতাংশ কমবে এবং অর্থের হিসাবে ক্ষতি হতে পারে প্রায় আড়াই ট্রিলিয়ন ডলার।

আইএমএফের এই অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, এই সংকট শুরু হলে দেশগুলো কীভাবে তা মোকাবিলা করবে, তার ওপর ভিত্তি করে ক্ষতি আরও বাড়তে পারে। এমনকি বিশ্ব জিডিপির বর্তমান আকারের ৭ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে এ লড়াই চলতে থাকলে ক্ষতির পরিমাণ আরও ২ শতাংশ বাড়তে পারে।

বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যে যেভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তা সর্বশেষ হয়েছিল ২০০৮ সালের আর্থিক বিপর্যয়ের সময়। কোভিডের পর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সরবরাহ চেইনকে ঝুঁকিমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো সব রাষ্ট্রের চেয়ে নিজের দেশ বা বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনায় প্রাধান্য দিচ্ছে। এমনকি দেশগুলোও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের এক উদ্যোগকে সমর্থন করছে। যার ফলে নিজেদের দেশে কর্মসংস্থা সৃষ্টি হচ্ছে।

এই প্রক্রিয়ার সুবিধা থাকলেও গোপীনাথ সতর্ক করে বলেছেন, এই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, এর ফলে এমনকি বিগত তিন দশক ধরে শান্তির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, তা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তবে এই প্রক্রিয়া বড় জোটগুলোর বাইরে নিরপেক্ষ দেশগুলোর জন্য কিছু সুবিধা বয়ে আনতে পারে। তারা প্রতিদ্বন্দ্বী জোটগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধনকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

নিউইয়র্কবাসীদের ওপিওইড থেকে রক্ষা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ধ্বংস করে দিচ্ছে।'

গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে, তিন হাজারেরও বেশি নিউ ইয়র্কবাসী ড্রাগের ওভারডোজের কারণে মারা গেছে। এ সংখ্যা ২০২১ সালের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি। এবং ফেন্টানাইল ওভারডোজ সেই ওভারডোজের ৮১ শতাংশ তৈরি করেছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'ওভারডোজ যে ধ্বংসের কারণ হতে পারে তা আমি জানি। ১৯৮০- এর দশকে একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে আমি দেখেছি কীভাবে এটি আমাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছে। আমরা চুপ থাকতে পারিনা, পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে যা ঘটেছিল তা আমাদের পরিবারের সাথে ঘটতে দিতে পারি না। এই মুহূর্ত আমাদেরকে ওপিওইড সংকটের মোকাবিলা করতে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস্ ওপিওইড প্রস্তুতকারক এবং পরিবেশকদের কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার সুরক্ষা করেছেন। জেমস্ এর এই প্রচেষ্টার জন্য অ্যাডামস্ তাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ' আমরা এই সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং জীবন বাঁচাতে পাঁচটি বরো জুড়ে আমাদের আশেপাশে বিনিয়োগ করছি।'

গত সপ্তাহে, অ্যাডামস্ প্রশাসন স্টেটেন আইল্যান্ডের জন্য $১২ মিলিয়ন নতুন তহবিল ঘোষণা করেছে, যা ওভারডোজ সঙ্কটের দ্বারা প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্টেটেন আইল্যান্ড শহরে মৃত্যুর পাঁচ শতাংশ ওভারডোজের কারণে ঘটেছে। পাঁচটি বরোর মধ্যে স্টেটেন আইল্যান্ডে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওভারডোজের হার রয়েছে। অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা স্টেটেন আইল্যান্ডের নেতাদের উদ্বেগের কথা শুনেছি। আমরা গর্বিত যে এই সমালোচনামূলক তহবিল সত্যিকারের পার্থক্য তৈরি করবে এবং নিশ্চিত করবে যে আরও বেশি নিউ ইয়র্কবাসী তাদের প্রিয়জনদের সাথে দীর্ঘ সময় এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবে।'

অ্যাডামস্ বলেন, ওপিওইড সংকট মোকাবেলায় আমরা ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। এই বছরের শুরুর দিকে, আমরা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য এজেন্ডা প্রকাশ করেছি, কীভাবে উচ্চ-মানের ক্ষতি হ্রাস পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস প্রসারিত করব তার রূপরেখা প্রকাশ করেছি এজেন্ডাতে। আমরা ২০২৫ সালের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় মৃত্যু সংখ্যা ১৫ শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।'

ফেন্টানাইল সংকট নিয়ে প্রথমবারের মতো দুই দিনের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন অ্যাডামস্ প্রশাসন, যা ফেন্টানিল ওভারডোজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাতীয় কৌশলের দিকে কাজ করতে পুরো দেশ থেকে নির্বাচিত নেতা, জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং আইন প্রয়োগকারী পেশাদারদের নিউ ইয়র্ক সিটিতে নিয়ে এসেছিল।

অ্যাডামস্ বলেন, নিবিড় প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা শতাধিক মাদক ব্যবসায়ী ও পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছি। বর্ধিত প্রয়োগের পাশাপাশি, আমরা প্রতিরোধ, ক্ষতি হ্রাস, পদার্থের ব্যবহারে রোগের চিকিৎসা, এবং পুনরুদ্ধার কর্মসূচির জন্য শহরব্যাপী আমাদের সমর্থন বাড়িয়েছি। ২ লাখের বেশি ন্যালাক্সন কিট এবং কয়েক হাজার ফেন্টানাইল এবং জাইলাজিন পরীক্ষার স্ট্রিপ বিতরণ করেছি।'

অভারডোজের কারণে প্রিয়জনকে হারানো বিধ্বংসী একটি ব্যাপার বলে মনে করেন মেযর এরিক অ্যাডামস্। কারণ এটি ব্যক্তির পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে। এর প্রভাব পড়ে শহরেও। প্রতিটি ওভারডোজ মৃত্যু একটি ট্র্যাজেডি, কিন্তু প্রতিটি ওভারডোজ প্রতিরোধযোগ্য।

অ্যাডামস্ বলেন, আমরা অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। তাই এই তহবিল দিয়ে, আমরা ওপিওইড সংকট মোকাবেলা করছি। সেই সাথে ওপিওইডের অভারডোজ কমাতে, জীবন বাঁচাতে এবং আমাদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে চেষ্টা অব্যাবত রেখেছি।'

তরুণ বয়সই আমাকে যুদ্ধে যাবার জন্যে

শেষ পৃষ্ঠার পর

করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যাইনি। এস কে এস, কালাশনিকভ নামক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র চালানো শিখে যুদ্ধ করেছিলাম সেইদিন।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে বিজয়ের গল্প নিয়ে আবেগঘন স্মৃতিচারণ করেছিলেন বীর যোদ্ধা তাজুল ইমাম। ৭ ডিসেম্বর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই বরেণ্য অতিথি। জাতির জনক, বাঙ্গালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু সহ, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা পূর্বসুরীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে-'টক অব দ্যা উইক' অনুষ্ঠানের শুরু হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে অস্ত্রহাতে লড়াই করা বীর যোদ্ধা তাজুল ইমাম। একাত্তরের যে সুঠামদেহি যুবকের হাতের শত্রুহন্তা বেয়নেট এবং সেমি-অটোমেটিক রাইফেলের প্রবল প্রতাপে একটি স্বাধীন দেশ আমরা পাই, তিনিই সেই তাজুল ইমাম। তিনি একজন সব্যসাচী সংগীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবেও সবার কাছে ব্যাপক পরিচিত।

সাধারণ মানুষ যারা যুদ্ধ করেনি বা দেখেনি, ডিসেম্বর মাস এলেই নিজের দেশ নিয়ে, তাদের ভেতরে কেমন যেন একটা উত্তেজনা, আনন্দ জেগে উঠে। সেক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অনুভূতি জানতে চাইলে তাজুল ইমাম বলেন, "স্বাধীনতা বিজয়ের বায়ান্ন বছর হয়ে গেছে, সৌভাগ্যক্রমে আমি সেগুলোর সাক্ষী হতে পেরেছি। দীর্ঘকাল ধরে প্রবাসী, কিন্তু দেশকে ভুলে যাইনি। দেশের শিকড় গেড়ে বসে আছে বুকের ভিতরে। আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় আমিও একজন আন্তর্জাতিক মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের যখন কোন সুখবর পেয়েছি, প্রগতির উন্নয়নের ভালো কোন খবর দেখেছি, তখন আমি আনন্দিত হয়েছি। সম্প্রতি মেয়েরা যে বিজয় কুড়িয়ে এনেছে এগুলো আমাকে ভীষনভাবে আপ্লুত করে। বর্তমানে জাতীয় দিবসগুলো যেভাবে সাড়ম্বরে পালিত হয় তা দেখে বিপুল পরিমানে পাওয়ার আনন্দ হয়। একজন কৃষক যখন সোনালী ধান ফলিয়ে আনন্দ পায়, একজন জেলে যখন দীতে জাল ফেলে মাছ ধরে, জাল ভরে উঠে আসা মাছ খলবল করছে তা দেখে জেলের যেমন খুশী হয় তেমনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি সেই আনন্দ পাই। আমার দেশের শিশুরা, যুবক-যুবতীরা বাংলাদেশের ইতিহাসকে স্মরণ করে জাতীয় দিবস পালন করছে তখন আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।"

তাজুল ইমাম যুদ্ধে যোগদান করার সময় মাত্র ১৭ বছর বয়েসের ছিলেন। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথেও যুক্ত ছিলেন না। 'এই কিশোর বয়সে কি করে

যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার চিন্তা আপনার মাথায় এলো?' এই সম্পর্কে তাজুল ইমাম বলেন, "পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমরা চট্রগ্রামের নিমতলা নামক জায়গায় ছোট একটা কলোনীতে কোনরকমে মাথা গুজে থাকতাম। তখন পাকিস্তানি মিলিটারিরা এবং বিহারী কসাইরা বীভৎস ভাবে বাঙ্গালিদের হত্যা করেছিল। হত্যার পর লাশ ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে রাখতো। অনেককে এমনভাবে পিটিয়েছিল যে তারা আর উঠে দাড়াতে পারেনি, দু-তিন দিনের মধ্যে অনেকেই মৃত্যু হয়েছিল। অনেককে আবার সমুদ্রের ধারে ঝাউবনে লুকিয়ে থাকার সময় হটাত আক্রমণ করে মেরে ফেলা হয়েছিল। নিজের চোখে দেখেছি খালে লাশ ভেসে যাচ্ছে, আধপচা লাশের উপরে কাক-শকুন বসে আছে, ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে, এগুলো আমার চোখে দেখা। মীরেরসরাইয়ে আমি আমার দুজন বন্ধু পেয়েছিলাম, আলাউদ্দীন ও মোস্তফা। ওদের সাথে মিলে প্ল্যান করলাম আমরা যুদ্ধে যাব। সামান্য কয়টা টাকা নিয়ে আমি ঘর থেকে পালিয়েছিলাম, নিমতলা থেকে বাস ধরে মিরেরসরাই চলে এলাম। জুন মাসের মধ্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেইনিং নিয়ে ফিরে এসেছিল। গণহত্যা চলেছিল তখন, কোনরকম শেষকৃত্য, জনাজা, প্রার্থনা, কাফন ছড়াই তাদেরকে গণকবর দেয়া হয়েছিল। ও আজকাল সেই গণকবরগুলো চিহ্নিত হয়েছে, সংরক্ষণ করা হয়েছে।"

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাজুল ইমাম জানান, 'মিরেরসরাই পৌঁছে গেরিলা প্ল্যাটুনের কমান্ডার জাহাঙ্গীরের কাছে গেলাম। উনি আমাদেরকে গাইড করেছিলেন সীমান্ত অতিক্রম করে ওপারে পৌঁছে দেবার জন্যে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, টিলার উপর দিয়ে আমরা কয়েকজন হেটে গিয়েছিলাম। তারপর ১৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে হরিনাকুণ্ডু রিক্রুটিং ক্যাম্পে পৌঁছেছিলাম।'

তাজুল ইমাম গান করেন, গান লিখেও থাকেন। জানা মতে তিনি বাউল গান বেশি করেন, সাথে দেশাত্ববোধক গানও। তাজুল ইমামকে বাচিক শিল্পী বলা হয়। গানের প্রতি এই যে একনিষ্ঠ প্রেম বা ভালোবাসা কিভাবে জন্মালো তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার পরিবারে গান আছে, বড়বোন একজন সুগায়িকা, রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। উনি নিবেদিত প্রান রংপুর বেতারের শিল্পী ছিলেন, খুব চেয়েছিলেন আমাকে প্রথা অনুযায়ী গান শেখাতে। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর যখন আগ্রাবাদ কলোনীতে থাকা শুরু করি তখন উনি আমাকে গান শিখিয়েছিলেন কিছুদিন। পরে আমি গানের স্কুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া আমি ছবিও আঁকি, বর্তমানে আমার ফেসবুকের কাভার পিকচারে যে ছবি প্রকাশ পাচ্ছে তা নিজ হাতে আঁকা। ছবিটার নাম "কমান্ডার এন্ড কমান্ডো", যেখানে সাব সেক্টর কমান্ডার মোশাররফ হোসেনকে সম্মান দেখিয়ে ছবিটা এঁকেছি আমি। হরিণাকুন্ড ক্যাম্পে তিনি ছিলেন রিক্রুটার, যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়ে আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মনের অস্থিরতা কাটানোর জন্যে আমি গান গাইতাম, ছবি আঁকতাম। এগুলো আমার ভিতরে মানসিক প্রশান্তি এনে দিত।'

দর্শকদের উদ্দেশ্যে একে একে অনেকগুলো গান শোনান তাজুল ইমাম। 'ফিরে যেতে বড়ো সাধ জাগে আবার, মনে পড়ে স্মৃতি শহর ঢাকা, রাজপথে তার ঝরা সময়ের আলপনা আছে আঁকা' গানের ভিতরে তাজুল ইমামের দেশের প্রতি আকুতি ঝরে পড়ে। এরপর তিনি ক্যাপ্টেন সুরিন্দর সিং, মহেন্দর সিং, ক্যাপ্টেন কে সি গোস্বামী, মেজর টুখনেটের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটা হিন্দী গান শোনান।

তাজুল ইমামের কাছে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক জনাব ইব্রাহীম চৌধুরী জানতে চান, একাত্তরের এই দিনে সাত ডিসেম্বর আপনি কোথায় ছিলেন, মনে পড়ে কিছু?" তাজুল ইমাম জানান, এইদিনে আমি ছিলাম চট্রগ্রামের পাঁচলাইশ থানার জালালাবাদ গ্রামে। ওই গ্রামে মাস্টার দা সূর্য সেনের আখাড়া ছিল। ওখানে এক হিন্দু ডাক্তারকে আটকে রাখা হয়েছিল চিকিৎসা নেবার সুবিধার্থে। ওই ডাক্তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তেত্রিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে উনার পুজার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এইচ বি রিতা দর্শকদের বিভিন্ন মন্তব্য পড়ে শোনান। সবাই এই বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমামের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বিজয়ের অন্তর্নিহিত বার্তা অন্বেষণ

শেখর ভট্টাচার্য

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা কী খুব সহজ? স্বাধীনতার জন্য দেশ প্রেমের আবেগ যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে তখন জীবন, মৃত্যুকে দেশ প্রেমিক মানুষেরা পায়ের ভৃত্যে পরিণত করে ফেলেন। পৃথিবীর আধুনিক কোন মারণাস্ত্র দেশ প্রেমিকের আবেগের সামনে দাঁড়াতে পারেনা। পাকিস্তানিরা সারা বিশ্বে প্রচার করতো বাঙালি ভীরু ,অলস, কর্মবিমুখ, কাপুরুষ, যুদ্ধবিদ্যা তাঁদের কাজ নয়। এই ভেতো ও ভীরু বাঙালি মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী একটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে আত্মসম্পর্ন করতে বাধ্য করে। সমস্ত পৃথিবী অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো নিরস্ত্র, নিরীহ একটি জাতি কী করে দেশ প্রেমকে হাতিয়ার করে একটি আধুনিক বাহিনীর সাথে সমানে সমানে যুদ্ধ পরিচালনা করে যেতে পারে। একটি জাতি যখন স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, নিজেদেরকে সংহত করে তখন তাদেরকে স্বাধীনতার স্বাদ থেকে দূরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তার প্রমান আমরা পেয়েছি ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর পরাজয় দেখে। প্রমান রেখেছে বাঙালিরা ১৯৭১ সালে প্রত্যক্ষ ভাবে পাকিস্তানকে এবং পরোক্ষভাবে চীন, মার্কিন সহ তাঁদের বন্ধু দেশ গুলোকে সর্বার্থে পরাজিত করে।

বাঙালির প্রকৃতি বর্ষাকালের নরম কাদামাটির মতো। আপাত নিরীহ বাঙালিকে যারা ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে ফুসে উঠতে দেখেনি তাঁরা জানেনা গ্রীষ্মের কাল বৈশাখীর মতো কতোটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে বাঙালি যখন দেশ-জননীর ডাক এসে পৌঁছে তাঁদের অন্তরের গহীনে। ১৯৭১ সালে এ'দেশের কিছু সংখ্যক কুলাঙ্গার সন্তান ছাড়া, সকলেই ছিলো মুক্তিযোদ্ধা।কোনো আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক সামরিক প্রশিক্ষন নেই, কোন প্রস্তুতি নেই, শুধু মাত্র দেশ মাতৃকার লাঞ্চনা ও গ্লানি মোচন করতে তাঁরা পরাধীন বাংলাকে মুক্ত করতে মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছিলেন। যুদ্ধটি ছিলো কতোটা অসম। একদিকে একটি আনুষ্ঠানিক, প্রশিক্ষিত, নৃশংস, বর্বর বাহিনী আর অন্যদিকে এই বাংলার অতি সাধারণ কৃষক, জেলে, শ্রমিক,কামার, কুমার নৌকার মাঝি থেকে শুরু করে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী।

হাজার বছরে কোন জাতি এ'ভাবে জেগে উঠতে পারেনা, এরকম ঐক্যবদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। ওই যে হ্যামিলনের বাশিওয়ালা, আমাদের হৃদয়ের কোঠরে যার বাস, আমাদের নেতা ও পিতা, সাহসী তর্জনী উচিয়ে বলেছিলেন 'আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'...'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব; এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লা।' একাত্তরের আগেই বাঙালি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। কোন রণকৌশল না জেনে শত্রুর আধুনিক অস্ত্রের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।বায়ান্ন থেকে মৃত্যুকে মুঠোয় ভরেছে বাঙালি, সে ধারায় ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে এসে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত মঞ্চ মহড়া করে দেখিয়েছে বাঙালি। যুগে যুগে শোষণ-নিপীড়নের শিকার বাঙালি জাতি প্রতিবারই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সৃষ্টি করেছে অমর ইতিহাস। পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে অবাক করেছে সারা বিশ্বকে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন বলেছিলেন তার বিখ্যাত 'দুর্মর' কবিতায় ঠিক সে ভাবে, "সাবাস বাংলাদেশ/এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়/জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার/তবু মাথা নোয়াবার নয়। দেশের প্রশ্ন, জাতির অবমাননার প্রশ্ন আসলে বাঙালি কোন কালেই মাথা নোয়ানোর মতো অপমানজনক কাজ করেনি, আত্মসমর্পন বাঙালির ধাতে নেই।

বিজয়ের তিপ্পান্ন বছরের বার্ষিকীতে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির আস্ফালন দেখে অনেকেই আমরা হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছি। যারা বাঙালি চরিত্রের হাজার বছরের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাঁরা ঠিক ততটা হতাশ নন। যারা সামাজিক মাধ্যমে আমাদের জাতীয়তা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতির পিতা নিয়ে এখনও প্রশ্ন উত্থাপন করে স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে তারা কিন্তু আমাদের সাধারণ বাঙালির প্রতিনিধি নয়। তারা পুতুল নাচের পুতুল। তাদের সাহসের উৎস হলো পেছনের বড় বড় পুতুল যারা একাত্তরের বিভীষণের প্রেতাত্মা। সংখ্যায় তারা খুব যে বেশি তা' কিন্তু নয়। আমাদের বিশ্বাস আছে সাধারণ বাঙালির প্রতি। যারা একাত্তরের জনযুদ্ধে সামিল হয়েছিলো। সাধারণ বাঙালি ধর্মকে অন্তর দিয়ে ধারন করে, কিন্তু তারা উদার, মানবিক। এই প্রান্তিক, সাধারণ বাঙালিরাই হলো বাংলাদেশের মূল শক্তি।

বাঙালির জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে এমন কতগুলো দিক আছে, যেগুলো আমাদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।এই জাতি কখনো মাথা নোয়াবার পাত্র নয়। বাঙালি ভাবপ্রবণ জাতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে'; এবং বাঙালির ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। বাংলার মানুষের মনকে ধর্মের—তা যেকোনো ধর্ম হোক না কেন—তার বাহ্যিক আচার-বিচারের চেয়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাই এ দেশে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কখনো জনমনে স্থান করে নিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 'মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজনেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল।' তার মানে, বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত সংস্কারমুক্ত। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি মত এ দেশে বা তার আশপাশে চিরদিন প্রবল ছিল।

> **বিজয় দিবসে আমরা কোন বিজয়কে অন্বেষণ করি? সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমতার, অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে অধিকার অর্জনের, সর্বোপরি হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত জাতীয় পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করার বিজয়কে আমারা খুঁজে বেড়াই।**

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের প্রচারণার চেয়ে সুফি-সাধক, পীর-দরবেশ, আউল-বাউলদের অবদান ইসলাম প্রচারে অধিক কার্যকর হয়েছে। এসব মরমি সাধকদের অনেকে তাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাবলির জন্য সব শ্রেণির মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা যে ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন, তা ছিল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের ঐতিহ্য, পরমতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য, যা বাংলার মন ও মানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, সেটি সংঘাত বা বিরোধের ধারা নয়—বিভিন্ন মতবাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমন্বয়ের ধারা।বাঙালি চিরকাল বিচিত্রের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে এসেছে।

বিজয় দিবসে আমরা কোন বিজয়কে অন্বেষণ করি? সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমতার, অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে অধিকার অর্জনের, সর্বোপরি হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত জাতীয় পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করার বিজয়কে আমারা খুঁজে বেড়াই। এসব উপাদান গুলোকে স্বাধীনতা বিরোধীরা বড় ভয় করে। সব চেয়ে বড় ভয় ত্রিশ লক্ষ প্রাণের দামে কেনা বায়াত্তরের সংবিধানের অন্তর্নিহিত বার্তা। যে সংবিধান ১৯৬৬ সালের ছয়দফা থেকে উঠে এসেছিলো। যে সংবিধান তেইশ বছরের শোষন , নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধি আন্দোলনের ফসল। বায়াত্তরের সংবিধানে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বে কথা বলা নাই। বাহাত্তরের ৪ নভেম্বর আমরা যে শ্রেষ্ঠ সংবিধানটি পাই তাতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের চার মৌলনীতি ছিল- গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র। এই সংবিধানে এমন কিছু কথা ছিলোনা যা দ্বারা স্বাধীনতা বিরোধিরা উৎসাহিত হতে পারে।বায়াত্তরের সংবিধান শত্রুদের অবস্থান দুর্বল করে দিয়েছিলো। সংবিধানে না ছিল ধর্মাশ্রয়ী দলগুলোর বৈধতার সামান্যতম স্বীকৃতি, না ছিল রাষ্ট্রধর্ম। পাকিস্তানের ২৩ বছর যারা ধর্মকে আশ্রয় করে রাজনীতি করেছে, ষোলই ডিসেম্বরের পর তারা আশ্রয় হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। এ' কারনেই বায়াত্তরের সংবিধানকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেনা স্বাধীনতা বিরোধি শক্তি। ধর্ম ব্যবসায়ীরা এ'কারনেই তাঁদের সর্ব শক্তি দিয়ে ঐক্য বদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে বার বার। রাষ্ট্র ও তার মৌলনীতির বিরুদ্ধে বিরামহীন বক্তব্য দিয়ে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার বিরামহীন প্রচেষ্টা এ'কারণেই।

বায়াত্তরের সংবিধান এবং পাকিস্তানি ভাবাদর্শের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন হিমালয়সম একজন মানুষ। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাই, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে পিছনে ফিরিয়ে নিতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সবার আগে তারা হত্যা করলো বঙ্গবন্ধুকে। জাতির পিতাকে হত্যা করে তাঁরা বাংলাদেশকে পাকিস্তান অভিমুখী করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ওই যে বললাম বাঙালি হলো, ফিনিক্স পাখি, "জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার/তবু মাথা নোয়াবার নয়"। বাঙালি ফিরে এসেছে বঙ্গবন্ধুর দলকে নিয়ে বায়াত্তরের সংবিধানকে আদর্শ করে। এই ভয়ের কারণেই বাংলাদেশের মৌল আদর্শের বিরুদ্ধে বিরতিহীন ষড়যন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তির।

কুচক্রীদের চক্রান্ত এবং এর প্রভাব খুব সাময়িক।ফিরে ফিরে তাদের আত্মসমর্পন করতে হয়। আবারও তাদেরকে আত্মসমর্পন করতে হবে পাকিস্তানি সেনা অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজির মত। শুভ-শক্তির বিজয় নিয়ে কোন দুর্ভাবনা নেই, তবে সতর্ক হতে হবে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের মতো রেসকোর্সে বিজয়ী মুক্তি সেনার বিজয় দেখার জন্য মানুষের ঢল নেমেছিলো।আমাদের অনেকেরই স্মৃতির পাতায় মানুষের এই ঢলের চিত্র উজ্জ্বল হয়ে আছে। সাদামাটা একটা টেবিল ও দুটি চেয়ারে পাকিস্তানি সেনা অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি ও ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের প্রতিনিধি জেনারেল অরোরা। মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। পারলে জেনারেল নিয়াজিকে ছিঁড়ে খায়। তাই ইতিহাসের এই অপরাধীদের আত্মসমর্পন দলিল স্বাক্ষরের পর পর নিরাপদ আস্তানায় নিয়ে যেতে হয়। ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। তাই ভয় নেই, শুভ শক্তি সম্পন্ন মানুষের। বাঙালি তার আপন চরিত্র দিয়ে এগিয়ে যাবে, যেমন এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতি সহ সকল ক্ষেত্রে দুর্বার গতিতে।

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

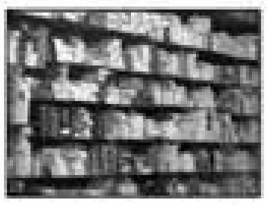

(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-585-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

বিজয় দিবস সংখ্যা

আমরা হাঁটতে শুরু করেছিলাম

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

তারা সবাই সগুম্ফ সচুলো সশস্ত্র
দৃঢ় পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো আমাদের উঠোনে
আমাদের উঠোন তখন ভেসে যাচ্ছিল জ্যোৎস্নায়
তাদের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ঝুলে থাকলো
কাঁঠাল শাখায়

আমরা তখন সব ভুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম ঠাণ্ডা নলে
জানতাম এটিই প্রয়োজনে কিভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে
একেকজন গেরিলা একেকজন চেগুয়েভারা
দাড়ি ও গোঁফের ফাঁকে হাসি ঝুলে আছে

পেছনে ফেলে এসেছি আগুন ও ছাই
পেছনে ফেলে এসেছি মাটিচাপা লাশের বহর
ফেলে এসেছি সম্ভ্রম , অসংখ্য অজস্র করুণ চিৎকার
শোকের ছায়া প্রতিচ্ছবির মতো ঝুলে আছে দেয়ালে

আমরা শোক ভুলে যাই না , আমরা মৃত্যু ভুলে যাই না
তবু আমাদের মনে হয় এবার দাঁড়াতে হবে
আমাদের ভাঙ্গাচুরা বিধ্বস্ত ভূখণ্ডকে মেরামতে আনতে হবে
মৌলিক কিংবা অন্য কোনো নামে নয়
প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে

বিজয়কে সামনে রেখে আমরা হাঁটতে শুরু করেছিলাম
সে হাঁটা অব্যাহত আছে, শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি ...।

বিজয় দিবস

পীযূষ কান্তি সরকার

ইয়াহিয়া খানের নৃশংস সেনা যেন
ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা কুম্ভকর্ণ --
নারী-শিশু-বৃদ্ধকে গপাগপ গিলে নিয়ে
বাংলাকে চেয়েছিল করতে বিবর্ণ।

তারা ছিল শত শত পিশাচ - রাক্ষস
ধলেশ্বরীর বুকে ঢেলেছিল রক্ত --
পিশাচেরাও এতখানি হয় না নৃশংস
রেহাই পায় নি তারা সেজেছিল ভক্ত।

আগরতলায় এসে ফেলে গিয়েছিল বোমা
মুক্তিযোদ্ধারাও তুলে নিল স্টেনগান --
একাত্তরের সেই ষোলোই ডিসেম্বর
সোনার বাংলাদেশ গাইল যে জয়গান।

লাল-সবুজে একাত্তর

এইচ বি রিতা

বাতাসে ওড়ছে লাল-সবুজের একাত্তর স্বপ্ন ও অর্জনের
গল্প নিয়ে, এ গল্প-জাতির মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর গল্প-
সাহসীদের ত্যাগ ও বীরত্বের গল্প।

বাবার মুখে শোনা একাত্তর-উত্তেজনায় জানান দেয়,
যুদ্ধের সাহসী এক নাম-মুক্তিযোদ্ধা
রক্তক্ষরণের কালিতে কথিত অকথিত গল্পরা
সেই বীরদের ত্যাগে অন্ধকার এবং উজ্জ্বলতা-
উভয়ই দেখায়; যেখানে উষ্ণ সূর্যালোকে বর্ণমালারা
আজ বাংলার গান গেয়ে যায়।

ডিসেম্বর এলেই বাতাসের কম্পন আবেগী হয়ে উঠে,
শোনায়, লাল-তাঁদের হৃদয়ে জমা করা সাহস, জাতির
চেতনা যা আগুনের মতো জ্বলজ্বলে, ক্ষিপ্র, সাহসী
আর সবুজ সেই জমি, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল
জাতির কান্না, গভীর সংগ্রাম, একটি লড়াই এবং
স্বাধীনতার জন্ম।

ডিসেম্বরের বাতাসে লাল-সবুজ রঙ্গে ওড়ছে একাত্তর
বিজয়ের প্রতিধ্বনি নিয়ে; যে একাত্তর আমারও।

রক্তের মলাটে একাত্তর

মাসুম আহমদ

একটি মিছিল, কিছু উন্মাতাল যুবকের হুঙ্কার এবং একটা তর্জনীর ইশারায় কিভাবে ইতিহাস জেগে উঠে কিংবা ইতিহাসের পাতায় লাল কালিতে কিভাবে একটা রাষ্ট্র রচিত হয়, তা নিয়ে সেদিন আড্ডায় কথা হচ্ছিলো। পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখি সালাম বরকতরা বায়ান্ন আর একুশ মাথায় বেঁধে আমাদের দিকে আসছে। তাদের শার্টের সব বোতাম খোলা। বুক দিয়ে গলগল রক্ত ঝরছে। সামনের দিকে চেয়ে দেখি এক লোক তর্জনী উঠিয়ে বলছেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।' দুর থেকে ভেসে আসছে কে যেন দরদী গলায় গেয়ে যাচ্ছে 'আমরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি!'

এই ব্যাপারটা আড্ডার অন্য কেউ খেয়াল করেনি বিধায় হয়ত আমাদের মুখে ভাষা তুলে দেয়া নিয়ে আলোচনা তেমন দীর্ঘ হয়নি। অথবা আমদের প্রতিনিয়ত ঋণী করার বা হওয়ার বিষয়টা আমাদের আড্ডার এজেন্ডায় বাই ডিফল্ট চলে আসেনি। আড্ডার টেবিল হউক, রাজপথের মিছিল হউক কিংবা ইতিহাসের ক্লাস রুম হউক, আমি সবখানে সবসময় ইনিয়ে বিনিয়ে একটা সহজ জিনিস বোঝাতে চাই – বাংলাদেশ আসলে একটা গল্পের নাম। বর্ণমালা থেকে রক্ত ঝরা এক দুপুরের গল্প। এক হার না মানা বিজয়ের গল্প। একুশ বা একাত্তর সংখ্যাগুলো কিভাবে রক্তের মলাটে বন্দি হলো তার গল্প।। আর এই গল্পের ভিতরে লুকিয়ে আছে আমাদের মাথা তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াবার ইতিহাস।

বিজয় কেবলই এক অর্জন নয়

কাজী আতীক

প্রলাপ বকছো?
অনলবর্ষী, অপলাপ অনুলেখ
সুনামি প্রলয় বিভীষিকা যেমন
অনুষঙ্গ বিভ্রম- শব্দ কুহক আর কতো?
কতো আর কুটকৌশল কপট প্রণয়!

ভাবছো- আপনা আপনি হয়ে গেছে সব!
এমনি এমনি কিংবা জনান্তিকের কেউ এসে
বললো কেবল- চিচিঙ ফাঁক, সাথে সাথেই
বদলে গেলো সব! বদলে গেলো অনুভব!

তা কি হয়? নাকি হতে পারে কখনো!
ঘটনার প্রবাহ এবং আনুপূর্বিক বিষয়াদি
জড়িয়ে থাকে অঙ্গাঙ্গি, এটাই সত্য।

যদি নিঃশঙ্ক নয় কোনো মেরুকরণ
যদি আস্থা অনাস্থা দুরুহ, প্রভেদ প্রাক্কলন,
তাই সময় অসময়ে কেবল বিঘ্ন বিভাজন।

যাহোক, আমূল বদলে ফেলো অনুভব
নিশ্চিত যখন, নিঃস্ব হবেই নিশ্বাস
তাই একবার না হয় তবে
একটু কেবল নন্দন শোভন ইচ্ছে সাজাও!

বুঝতে পারবে ঠিকই, আচমকা হয়নি কিছুই
সুদীর্ঘ, সুদৃঢ় এক পটভূমি ভিত্তি রয়েছে এসবের,
আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতা
অমাদের বিজয়, কেবলই এক অর্জন নয়
মহান ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।

বিজয় উৎসব

বেনজির শিকদার

এসেছে বিজয়-মাস ডানামেলা ভোর
গাছে গাছে পাখি ডাকে অবারিত দোর;
শিশিরে জড়িয়ে আছে ঘাস পাতা ফুল
রোদের ঝিলিক মাখে নদীর দুকূল।

মাইকে মাইকে বাজে বিজয়ের সুর
যাবতীয় অমানিশা যাবে বহুদূর।
আলো এসে উঁকি দেয় আশাবাদী ঘর
বিজয়ের জামা গায়ে এলো ডিসেম্বর!

তবু দেখি হাহাকার অনাদর খাঁখাঁ
বিজেতার বুনোমুখ পরাজয় মাখা;
তার কথা বলা নেই কোনো ইতিহাসে
বিজয়ের ডাক শুনি— ঝরাপাতা ঘাসে!

এখানে ওখানে দেখি কলকল রব
শোক নয় শোক নয়, হোক উৎসব!

স্মৃতিতে সেই আশাজাগানিয়া বেতার তরঙ্গ

আনোয়ারুল হক লাভলু

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন, মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী মানুষদের অসামান্য সাহস যুগিয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ, স্বাধীন বাংলা বেতারের সূচনা হয় চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ট্রান্সমিশন ভবন থেকে এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে প্রায় দু'মাস পর, ২৫ মে তারিখে। কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮নং দোতলা বাড়িটিতে তৎকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য মন্ত্রীদের আবাসের কক্ষের সাথের একটি কক্ষ থেকে এর সম্প্রচার কাজ শুরু হয়েছিল। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীরা অন্য বাড়িতে উঠে যাওয়ার পর সেই ৫৭/৮ নম্বর বাড়িটিই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থায়ী কার্যালয়রূপে গড়ে ওঠে। এরপর থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে সম্প্রচারিত হতে থাকে। পরবর্তীতে এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেই বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নীতি নির্ধারণী ভাষণসহ জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশাবলী প্রচারিত হতো। মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং অবরুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল যা ইতিহাসে সমুজ্জ্বল।

“দেবদুলালের কণ্ঠে শোনা পরিক্রমায়
লড়তে গিয়ে সেদিন জানি সাহস পেতাম
এই আকাশে পায়রারা সব মেলবে ডানা
স্বপ্ন নিয়ে নতুন দিনের যুদ্ধে যেতাম"

কবি তুষার করের কবিতার দুটি লাইন যৌবনে আমি যতবার পড়েছি, ততবার-ই মনে পড়েছে যুদ্ধদিনে গ্রামের বাড়ির উঠোনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা এবং সেই সাথে 'আকাশ বাণী'র প্রখ্যাত সংবাদ পাঠক দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় এর কণ্ঠ শোনার স্মৃতি।

যুদ্ধের সময় গ্রামের যে বাড়িতে রেডিও আছে সেই বাড়ির উঠোনে সন্ধ্যার পরপরই বয়োকনিষ্ঠ, যুবক, বৃদ্ধ, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আশপাশের মানুষজন জড়ো হতোl এটা যেন তখনকার নিত্যদিনের জীবন প্রবাহের অংশ ছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিদিনের যুদ্ধের সর্বশেষ সংবাদ জানা এবং তা পর্যালোচনা করা অর্থাৎ অজানা আতঙ্ক, আশা-নিরাশা, কিংবা যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের হিসাবনিকাশ কষা। বিশেষ করে আকাশবাণী এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা গুলোর আকর্ষণেই সেই সময়ে মানুষজন উদগ্রীব হয়ে থাকতো সন্ধ্যাকালীন আসরের জন্য। যুদ্ধকালীন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাজারগুলোর যে সব দোকানে রেডিও ছিল সেই দোকানগুলো ঘিরেই জমায়েত হতো মানুষের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা এমনই পর্যায়ে গিয়েছিল যে, এর রেশ ধরে জনসাধারণের মুখেমুখে অনেক বাজার এর নামকরণও হয়েছিল 'জয় বাংলা বাজার' নামে।

পিতার পেশার সূত্রধরে সেই সময় আমরা সান্তাহার শহরে বাস করতাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর লগ্নে অর্থাৎ তেইশ থেকে পঁচিশ মার্চের মধ্যের এক সন্ধ্যাবেলা বিহারি (অবাঙালি) জনগোষ্ঠীর তাণ্ডবের মুখে শতশত বাঙালিদের মতো আমরাও সান্তাহার রেলওয়ে আবাসিক এলাকার বাসা থেকে দৌড়ে বের হয়েছিলাম । মায়ের হাত ধরে পালানোর সেই চরম মুহূর্তে চতুর্থশ্রেণীর অতটুকুন বয়সের আমি সংসারের এতসব আকর্ষণীয় জিনিসপত্রের মধ্য থেকে শুধুমাত্র নতুন রেডিওটি ঝটপট সাথে নিয়েছিলাম কেন? ভেবে আজও আনমনেই অবাক হই। যুদ্ধকালীন আমাদের প্রচণ্ড দুঃসময়ে এই রেডিও'র কারণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালা আমাদের সবাইকে দারুণভাবে মানসিক শক্তি যুগিয়েছে। স্বাধীনতার পর পর ঐ বয়সেই সেই অনুষ্ঠানগুলোর প্রতি আমার ভীষণরকম আকর্ষণ বোধ হতো! স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্র'র ব্যাঙ্গাত্বক সেই কণ্ঠ কিংবা আকাশবাণী থেকে প্রচারিত "খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়" বা সংবাদ পাঠের শেষের দিকে এসে হঠাৎ করেই ঝটপট "খবর শেষ" বলে দেয়া দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের সেই কণ্ঠ আজো শ্রবণ ধারাপাতে যেন প্রজ্বলিত অহংকারের অনুরণন! অনুধাবন করে কিংবা না করেই 'চরমপত্রের' কথন এবং শব্দ প্রক্ষেপণের ভঙ্গিমায় আমরা হেসে গড়াগড়ি যেতাম। কখনো বা চরম পত্রের কিছু কিছু সংলাপ অনুকরণের প্রতিযোগিতা হতো আমাদের মাঝে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পত্রিকার পাতায় কিংবা স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কিত বইপত্রে শৈশবের সেই 'চরমপত্রের' বিষয়ে যখনই কোন লেখা পেয়েছি অত্যন্ত আগ্রহভরেই পড়ে ফেলতাম! ইতিহাস ঘেটে জেনেছি 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি ২৫শে মে থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রতিদিন প্রচারিত হয়েছে। 'চরমপত্র' ছিল ব্যাঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একটি অনুষ্ঠান। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ‘চরমপত্র’ কথিকার ভাষা এখন অনেকের কাছে শালীন মনে না হলেও সময়ের বিবেচনায় সেটাই জরুরি ছিল বলে মনে করা হয়। এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের শত্রু কবলিত এলাকার জনগোষ্ঠী ও ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদের মনোবল বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাড়া জাগানো ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানের পরিচালক, লেখক ও কথক ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক এবং কণ্ঠযোদ্ধা এম আর আখতার মুকুল। চরমপত্রের উচ্চারিত সেই কথন আজ আমাদের এক গৌরবগাথা কথন হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে নিঃসন্দেহে। চরমপত্রের তেমনি একটি নমুনা কথনে ফিরে দেখি একাত্তর!

"আঁতকা আমাগো ছক্কু মিয়া কইল, ভাইসাব আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতাছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন। ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাথাডা অ্যাংগেল কইরা তেরছি নজর মারতে দেহি কী, শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার বাপ-মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়ার বশীর জিগাইল, ‘তুম লোগকো কাপড়া কিধার গিয়া?’ জবাব আইল—যশোরে শার্ট, মাগুরায় গেঞ্জি, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আরিচায় আন্ডারওয়্যার থুইয়া বাকি রাস্তা খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি—‘হায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া?—হামলোগ তো আভি নাংগা মছুয়া বন গিয়া।’

আঁতকা ঠাস ঠাস কইরা আওয়াজ হইল। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না! মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাবড়াইতে শুরু করছে। ‘পদ্মা নদীর কূলে আমার নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার নানি মরেছে—গাবুর বাড়ির চোটে আমার কাম সেরেছে।’

ব্যস, মওলবি রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের কাছে খবর পাডাইল, ‘হে প্রভু, তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোনো রকম মহব্বত থাইক্যা থাকে, তা হইলে তুরনদ আমাগো কইয়া দাও; কীভাবে বিচ্চু আর হিন্দুস্তানি ফোর্সের পা জাপটাইয়া ধরলে আমার লেডুলেড়া আর ধ্বজভঙ্গ মার্কা বাকি সোলজারগো জানডা বাঁচানো সম্ভব হইব।’

এই খবর না পাইয়া একদিকে জেনারেল পিঁয়াজি আর একদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? সেনাপতি ইয়াহিয়া লগে লগে উথান্টের কাছে টেলিগ্রাম করাল, ‘ভাই উথান্ট, ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এই রকম কারবার করছে। হের টেলিগ্রামটা চাপিশ কইরা ফালাও।’ এই দিকে আমি ছ্যার শাহ নেওয়াজ ভুট্টোর ‘ডাউটফুল’ পোলা, পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথা কওনের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করণের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতাছি। পোলডারে একটুকু নজরে রাখবা। বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবিগো লগে এথি-ওথি কারবার করণের খুবই খায়েশ রইছে।

সাবে কইছে কিসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন মিনিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্র্যাকেটে শপথ লওনের টাইম হয় নাইক্যা—ব্র্যাকেট শেষ জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টারগো লগে বেশ কায়দা কইরা লুকোচুরি খেলতে শুরু করল। তার-পর। জাতিসংঘের ডায়াসে আঁতকা কয়েক দফায় কান ধইরা ‘উঠ-বস’, ‘উঠ-বস’ কইরা ভুট্টো সাবে ছিল্লাইয়া কইল, ‘আর লাইফের এই রকম কাম করুম না। বঙ্গাল মুলুকে আমরা গেনজাম কইরা খুবই ভুল করছি। আমরা মাফ চাইতাছি, তোওবা করতাছি, কান ডলা খাইতাছি। আমাগো এইবারের মতো ক্ষেমা কইরা দেন।’

কিন্তু ভুট্টো সাব। বহুত, লেইট কইরা ফালাইছেন। এই সব ভোগাচ কথাবার্তায় আর কাম হইব না। আঁতকা ঠাস ঠাস কইরা আওয়াজ হইল। কী হইল? কী হইল? জাতিসংঘে ভেটো মাইরা সোভিয়েত রাশিয়া হগগল মিচকি শয়তানরে চিৎ কইরা ফালাইছে। কইছে, ফাইজলামির আর জায়গা পাও না? বাঙালি পোলাপান বিচ্চুরা যহন লাড়াইতে ধনা-ধন জিততাছে, তহন বুঝি লাড়াই বন্ধ করণের নানা কিসিমের ট্রিকস হইতাছে—না?"

এছাড়া 'জল্লাদের দরবার' নামের অনুষ্ঠানটিও ব্যাপকভাবে সাড়া জাগানো একটি আয়োজন হিসেবে স্বীকৃত ইতিহাসের পাতায় । 'জল্লাদের দরবার' ধারাবাহিক নাটকে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তার স্ত্রী ও সাঙ্গপাঙ্গদের আলাপ; এই ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান দুটি জনগণের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। এতে একইসঙ্গে ছিল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও জাতীয়তা বোধের প্রকাশ যা জনগণের নৈতিক মনোবল দৃঢ়ীকরণে ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত জাগরণের গানগুলো ছিল যেন পরম এক জীবনী শক্তি! মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে এক মহামন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। শুধু তাই নয় ঐ গানগুলো বাঙালি জাতির সকল আনন্দ, বেদনায় কিংবা দুঃসময়ে এখনো প্রেরণা হয়েই প্রজ্জ্বলিত অবিরত। স্বাধীনতার ৫২ বছর পূর্তির এই লগ্নে সকল বীর শহীদ, বীরমাতা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সকল কণ্ঠযোদ্ধাদের।

“পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে জন-সমুদ্রে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল।”

সুবর্ণজয়ন্তীর উচ্ছ্বাসে, আবেগে অবারিত ধারায় বাঙালির প্রতিঘরে বাঙালির প্রতি প্রাণ ভেসে যাক মুক্তিযুদ্ধের গানে গানে!

(কথা : গোবিন্দ হালদার, সুর : সমর দাস)

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র এবং বেলাল মোহাম্মদ রচিত গ্রন্থ ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।’

একাত্তরের ঘ্রাণ

কাজী ইসলাম

সুখের নয় রুনার দাম্পত্য জীবন।স্বামী মানতে পারে না রুনা বিয়ের আগে পরপুরুষের সঙ্গে একবার এক লেপের নিচে শুয়েছিল। আর রুনার অভিযোগ তার স্বামীটি কাপুরুষ, এদিকে আবার বড় সুবাসিত, বড় ম্রিয়মাণ চাহনি তার! তো রুনার স্বামীর অভিযোগের ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রুনা। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে গ্রামের বাড়িতেই আছে। ৭১-এর নভেম্বরের শেষের দিকে শীত জেঁকে বসেছে। ওদিকে বোঝাই যাচ্ছে পাকিদের দিন শেষ হয়ে আসছে। দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে রুনাদের বাসায় আশ্রয় দিলেন রুনার বাবা। ২৩-২৪ বছর হবে তাদের বয়স।বড়বড় চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি, অবিন্যস্ত পরিচ্ছদের রুক্ষ চেহারার দুই মূর্তি। তীক্ষ্ন চোখে জ্বলন্ত জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। আরো কয়েকজন গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল।বলেনি তারা কিছু, তবে মনে হলো এই দলটা কাছে কূলে কোথাও কোন অপারেশন করবে। শীতের রাত ১১টা মানে গ্রামে অনেক রাত। মা আবার রান্না করলেন ছেলে দুটোর জন্য। খাওয়া দাওয়ার পর পুকুরের ঘাটলায় যেয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলো ছেলেটা। আরেক জন বোধহয় বিড়ি সিগারেট টানতে পুকুর পাড়েই রয়ে গিয়েছিল।

বাড়ির কুকুরগুলো হঠাৎ বিষম শোরগোল তুলে ডাকতে লাগলো। কাজের ছেলেটা দহলিজ থেকে দৌড়ে ভিতরে এলো, "খালু মেলেটারি আইছে গিরামে,আমগো বাড়ি ঘিরা ফালাইছে, কুত্তায় ধরছে অগো।" বেরোবার উপায় নেই।বাইরের ছেলেটা মনে হয় পুকুরঘাট থেকেই সটকে পড়েছে।ছেলেটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কি হবে এখন! হঠাৎ বাবা চাপা গলায় রুনাকে বললেন, "মা অরে তর ঘরে লইয়া যা, তর বিছানায় ল্যাপ গায় দিয়া অরে লইয়্যা শুইয়্যা পর।খানেগো কমু ওইডা আমার জামাই।জলদি যা মা।" ছেলেটাকে বলল, “বাবা তুমি ওর লগে যাও।”

দৌড়ে ঘরে যায় রুনা। ছেলেটাও যায় ওর পেছনে পেছনে, অনেকটা ভীত, দ্বিধান্বিত পায়ে। সঙ্গে নিজের এবং সঙ্গীর হাতিয়ার দুটি নিতে ভোলে না। দ্রূত বিছানায় গিয়ে লেপ মেলে গায়ে দেয় রুনা। "জলদি আসেন লেপের ভিতর।" ছেলেটাকে বলে রুনা। গলা পর্যন্ত লেপ টেনে নেয় দুজনে। রাইফেল দুটিও লেপের মধ্যে। এতক্ষণে কুকুর সামলে পাকি সেনারা ভিতর আঙিনায় ঢুকেছে। বুটের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভারি গলায় উর্দ্দুতে কি সব বলছে। বাবার গলাও শোনা যাচ্ছে। বুটের শব্দ এবার বারান্দায় উঠলো। এক সময় রুনাদের দরজার বাইরে থামলো সে শব্দ। বাবার কাঁপা গলা, "বেটি দামাদ হ্যায় ঘরমে স্যার। শো গ্যায়া হোগা।”

ধমকের স্বরে কে যেন হুকুম দিলো, "খোলনে বোলো দরবাজা।”

ঘরের মধ্যে মৃদু হারিকেনের আলোয় আঁধারই বেশি। দরোজা ভেজানোই ছিল। বাবা বললেন, "মা রুনা, তরা কি ঘুমাইয়া পড়ছস?"

"না বাবা, কি হইসে?” রুনা বলে। "মিলিটারি স্যারেরা আইসে, তগো দেখবার চায়।"

"দরোজা খোলাই আছে বাবা"-বলে রুনা। বাবা আস্তে করে ভেজানো দরজা খোলেন। এক পা ঘরের ভিতরে দিয়ে একজন বয়েসী সেপাহী জোরালো টর্চ জ্বালে। বিছানার ওপর আলো ফেলে কয়েক লহমা স্থির রাখে। দেখে স্বামী-স্ত্রী কে, তারপর ঘরের ভিতর চারিদিকে আলো ফেলে দেখে নেয়। “ঠিক হ্যায়, শো রাহো"-বলে বেরিয়ে যায় সৈন্যটা। আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা এবার আস্তে আস্তে ছাড়ে রুনা। আবার শ্বাস নিতে যেয়ে গন্ধটা পায়। কদিনের স্নানহীন দেহের একটা বুনো পুরুষালি গন্ধ। রুনা টের পায় লেপের মধ্যে ছেলেটার ভীতি।হৃৎপিণ্ডের ধকধক শব্দও মনে হয় শোনা যায়। বড়মায়া লাগে রুনার,আহা ছেলেটা জীবনকে তুচ্ছ করে দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধে নেমেছে, কোন সে মায়ের স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করে! সেই মা হয়তো প্রহর জেগে দুয়ারে বসে আছে ছেলের পথ চেয়ে! রুনার খুব ইচ্ছা করে মায়ের মমতা নিয়ে জড়িয়ে ধরে ছেলেটিকে ভোলায়, শিশুর মত করে আগলে রাখে। রুনা আস্তে হাত রাখে ছেলেটার বুকে ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর, ফিসফিসিয়ে বলে, "ভয় পাবেন না। ওরা চলে যাবে।” ছেলেটা মনে হয় আশ্বস্ত হয় একটু, চুপচাপ শুয়ে থাকে।

দুজনের দেহের উত্তাপে লেপের নিচে ওম। জীবনের উষ্ণতা।বাইরে মৃত্যুর মত শীতল হিম! ছেলেটার অস্নাত শরীরের বুনো পুরুষালি গন্ধটা লেপের ওমে মিশে থাকে। নিঃশব্দে শুয়ে থাকে দুজন। নড়াচড়া করতেও যেন ভয় লাগে, খানেরা আবার চলে না আসে!

সময় যেন আর কাটে না। হারিকেনের কেরোসিন বোধহয় শেষ। কয়েকবার দপদপ করে নিভে যায় শিখাটা। নিকষ আঁধার ঘনতর হয়। বাইরে মাঝেমাঝে কুকুরের ডাক। কাছের ছাতিমগাছে একটা হুতুম পেঁচা বুকের ভিতর অমঙ্গলের কাঁপন তুলে ডাকে। মানুষের অস্পষ্ট কথা শোনা যায়। দূরে কিছু আর্তনাদের মত শব্দ। ঘন্টাখানেক পর রুনার বাবা আসেন রুনার ঘরে। কয়েক বছর বয়স যেন বেড়ে গেছে উনার এই কয় ঘন্টাতেই। ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে রুনার কি আবছা মনে হয়, লেপের নিচের সময়টা আরেকটু দীর্ঘ হলে ভালো হতো! ভীতি, আতঙ্ক আর তুমুল উদ্বেগ সত্বেও! রমণীর মন, অতলান্ত রহস্যময়, রমণীর চোখের মতই!

সাব্যস্ত হয় ছেলেটা রাত্রেই গ্রাম ছেড়ে যাবে। খানেরা বিভিন্ন বাড়ি থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দী করে জীপ ও ট্রাক নিয়ে সদরে চলে গেছে।যাবার সময় দ্রূতই চলে যায় ছেলেটা কিছু না বলেই! একবার শুধু তাকিয়েছিল রুনার চোখের দিকে,এক ঝলক।

বিয়ের পরে গর্বের সঙ্গে রুনাই গল্পটা করেছিল স্বামীর কাছে। সেটাই কাল হয়েছিল।স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ ‘৭১ কে ধারণ করতে পারেনি। রুনার স্বামীও পারেনি রুনার পুরুষকারের তেজস্বীতা ধারণ করতে। দেশ স্বাধীন হলো কত মায়ের কোল খালি করে। ছেলেটার কোন খবর আর কোনদিন পাওয়া যায় নি। রুনার স্মৃতিতে থেকে গেছে ছেলেটা। বিজয় দিবস,স্বাধীনতা দিবস এইসব দিনে ছেলেটার কথা বেশি করে মনে পড়ে রুনার। সেই জ্বলজ্বলে চোখ, কদিনের স্নানহীন শরীরের বুনো আদিম ঘ্রাণ, একটু ছোঁয়ার বিদ্যুত তরঙ্গের অনুভূতি! আহ্, ছেলেটা বোধহয় মরেই গেছে, বেঁচে থাকলে কি একবারও আসতো না দেখা করতে! নিশ্চয়ই বেঁচে নেই!

স্বাধীনতার পর, সব কিছুই আগের মত আবার। শুধু কিছু মায়ের চোখের জল শুকায় না, কিছু বাবার পাঁজর ভাঙা দীর্ঘশ্বাস থামেনা, কিছু ভাইয়ের হাহাকার চরাচর চৌচির করে দেয়, কিছু বোনের ক্রন্দন আর বিলাপ বিষাদের সুর হয়ে বাতাস ভারী করে।

অনার্স পাশ করেই বিয়ে হয় রুনার। প্রথমেই মন ভাঙে।বাসর রাতে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলে?” আমতা আমতা করে স্বামী, "না মানে মা যেতে দেয় নি।” মা যেতে দেয় নি- শুনে খিলখিল করে হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয় রুনা। সরাসরি দেখে স্বামীকে। সুবেশ,পরিচ্ছন্ন পোষাক। চোখের দিকে তাকায়, কই এ চোখ তো জ্বলজ্বল করে জ্বলেনা! দাম্পত্যের শুরুতে আকুল হয়ে খোঁজে রুনা, তপ্ত একটি দেহ, সেই দেহে আদিম বুনো পুরুষালি গন্ধ! নাহ্! কিছুই মেলে না, এ এক ম্রিয়মাণ দৃষ্টির পুরুষ,গায়ে দামি সুগন্ধির সুবাস! সিঁটিয়ে যায় রুনা।

কোথায় হারালো সেই ‘৭১- এর সবকিছু? সেই বাংলাদেশ, সেই জ্বলজ্বলে দৃষ্টির পুরুষেরা, সেই আদিম বুনো পুরুষালি ঘ্রাণ? '৭১-এ রুনার মত মেয়েরা স্বপ্নলোকের সেই সব অলৌকিক অতি মানবের মত পুরুষদের বাঁচাতে কুমারী হয়েও স্বামী সাজিয়ে লেপের নিচে আশ্রয় দিয়েছিল। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে সেইসব পুরুষেরা হারিয়েই গেল, একাত্তরের বাংলাদেশের মত।

রুনা সেই ‘৭১-এর স্মৃতির ঘ্রাণ বা ঘ্রাণের স্মৃতি নিয়ে আজো খুঁজে ফেরে বাংলাদেশের মৃত্তিকায়,জলে,বৃক্ষে- প্রকৃতিতে সেই ঘ্রাণ, ছেলেটার দেহ তো মিশে আছে এই মৃত্তিকায়, এই জলে, এই প্রকৃতিতেই! কোথাও!

সবুজের লাল পতাকা

লুনা রাহনুমা

সারাটাদিন ঝকঝকে আলো বিলিয়ে বলা কওয়া ছাড়াই ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে আসে কান্দিপাড়া গ্রামে। সরল সাধারণ মানুষগুলোর নিত্যকার জীবন উল্টেপাল্টে দিয়ে পুরো দেশটাতে যুদ্ধ বেঁধেছে। প্রথম প্রথম সবাই মনে করেছিল হয়তো কিছুদিন পরেই সব আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সবাই আবার আগের মতোই প্রাণ ভরে বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নেবে। কিন্তু মাসের পর মাস পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকল। ঘরের নানা বয়সী ছেলেরা বেশির ভাগই যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে চলে গিয়েছে। এখনো যারা পরিবারের মায়া ছাড়তে পারেনি তারা ঘরে থাকলেও দিনের বেশিরভাগ সময়টুকু তারা নিজের ঘরেই ভয়েভয়ে আড়ালে আবডালে লুকিয়ে থাকে। মানুষজন প্রকাশ্যে হাঁটা চলা করতে আতঙ্কবোধ করে। কেউ শব্দ করে হাসে না। জোরে কথা বলে না। চিৎকার করে ডাকে না আর মানুষ মানুষকে।

-ময়না! ময়না!

-আস্তে কথা কন। বাইরে আন্ধাইর। কোনখানে কেডা বইয়া রইছে কে জানে?

-আস্তেই তো ডাকছি। তোমারে গলা ফাটাইয়া না ডাকলে আমার মনডা ভরে না।

-তবুও, বেশি শব্দ কইরেন না। আমার খুব ডর লাগে।

-ডর পাইয়া লাভ নাই বৌ। আমি সিদ্ধান্ত নিছি এমুন কইরা আর লুকাইয়া থাকুম না।

-কী করবেন?

-আমি যুদ্ধে যামু। বাঁচলে সবার লগেই বাঁচমু। আর বেবাকের লগে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়া যদি মইরা যাই তাইলেও আমার কোনো দুঃখ থাকব না মনে।

ময়না আর সবুজের ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে একটি হারিকেন। যুদ্ধের বাজারে এখন সবকিছুরই দাম সাংঘাতিক চড়া। দাম বেশি দিয়েও জিনিসপত্র পাওয়া যায় না সবসময়। ঘরে কেরোসিন তেল সামান্য যেটুকু আছে ময়না সেটুকু যতখানি পারে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। আর কিছুদিন পর হয়তো রাতের বেলা আকাশের চাঁদ তারার উপরই ভরসা করে থাকতে হবে তাদেরকে।

-আপনি যদি বাড়িতে না থাকেন, আমি কেমনে থাকুম এই শরীরে? আমার তো আর বেশিদিন নাই। আপনি বাচ্চাডারে দেইখ্যা তারপরে যান না হয়!

-তোমার থিকা আমার বেশি চিন্তা আছে ময়না। তুমি আর এই গেরামে থাকতে পারবা না। গ্রামে রাজাকারগুলার উৎপাত খুব বাইড়া গেছে। তোমারে তোমার মার বাড়িতে দিয়া আমি জাহাঙ্গীরের দলে যোগ দিমু।

সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে যেতে সবুজের খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। পাকিস্তানী মিলিটারিদের একটা শিক্ষা দিতেই হবে এইবার। সবুজের লুঙ্গির গিঁটের ভেতর যত্ন করে পেঁচানো আছে ময়নার চুলের এক টুকরো ফিতা আর ওদের অনাগত প্রথম সন্তানের জন্য খুব শখ করে কেনা একটি লাল নিমা।

বিদায় নেবার সময় ময়না শাড়ির আঁচলে চোখের পানি মুছে বাচ্চার জন্য কেনা প্রথম কাপড়-নিমাটি সবুজের হাতে দিয়ে বলে, আপনি আমার

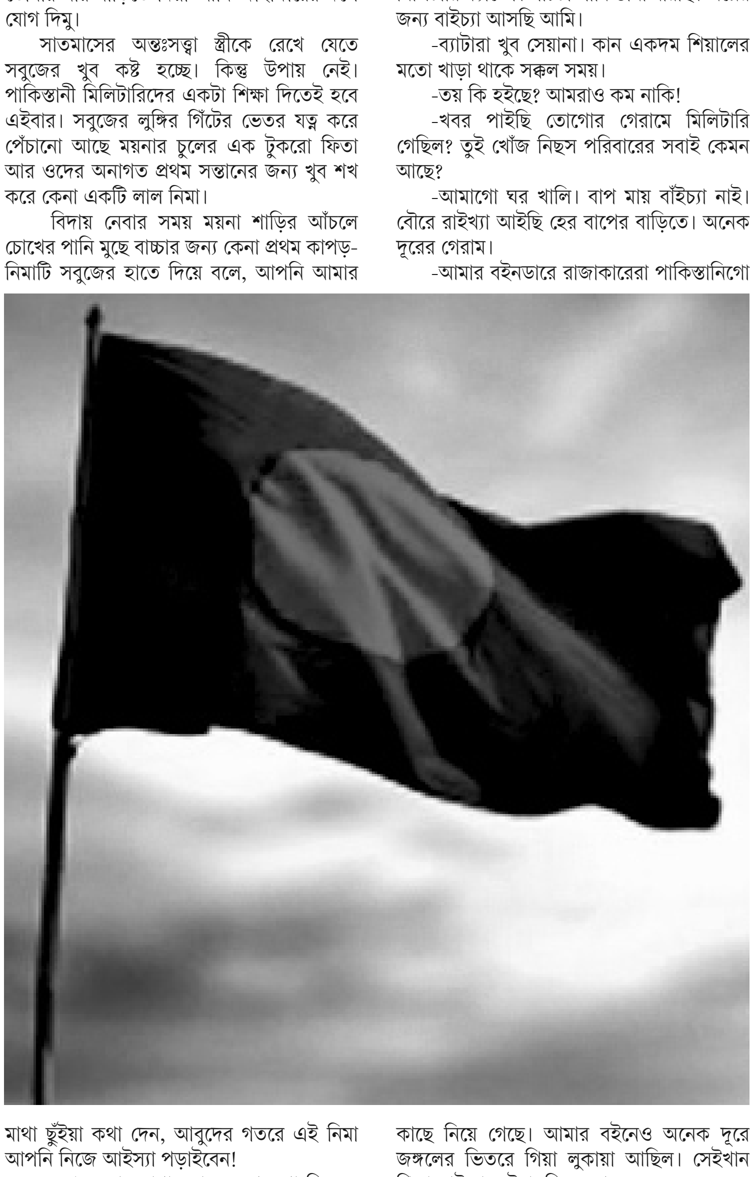

মাথা ছুঁইয়া কথা দেন, আবুদের গতরে এই নিমা আপনি নিজে আইস্যা পড়াইবেন!

অবুঝ ময়নার মাথায় হাত রেখে কথা দিয়েছে সবুজ। যুদ্ধ যতদিনই চলুক, সে অবশ্যই বাচ্চা হবার সময় হিসেব করে একবার হলেও বাড়ি আসবে।

রাইফেল, গুলি, বোমা, বন্দুকের আওয়াজে, ভারী বুটের গমগমে শব্দে সবুজের মনের তলায় থেঁতলে যেতে থাকে জীবনের স্বপ্নগুলো। নিজের জীবনটাকে এখন আর নিজের একার জন্য মনে হয় না। মনে হয় এই শরীরটি খুব দামি। এটাকে দেশের কাজে লাগাতে হবে। দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেশের জন্য রক্ত ঝরানোই এখন সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের স্বপ্ন।

-সবুজ, কাইল রাইতে কই অপারেশন করছস তোরা?

-পাশের গেরামের একটা হাইস্কুলে পাকিস্তানী মিলিটারি ক্যাম্পে। পাঁচটা পাকিস্তানী মারছি। অল্পের জন্য বাইচ্যা আসছি আমি।

-ব্যাটারা খুব সেয়ানা। কান একদম শিয়ালের মতো খাড়া থাকে সক্কল সময়।

-তয় কি হইছে? আমরাও কম নাকি!

-খবর পাইছি তোগোর গেরামে মিলিটারি গেছিল? তুই খোঁজ নিছস পরিবারের সবাই কেমন আছে?

-আমাগো ঘর খালি। বাপ মায় বাঁইচ্যা নাই। বৌরে রাইখ্যা আইছি হের বাপের বাড়িতে। অনেক দূরের গেরাম।

-আমার বইনডারে রাজাকারেরা পাকিস্তানিগো কাছে নিয়ে গেছে। আমার বইনেও অনেক দূরে জঙ্গলের ভিতরে গিয়া লুকায়া আছিল। সেইখান থিকা খুইজা ধইরা নিয়ে গেছে ওরে। মনে হয় রাজাকারের বাচ্চাডারে যদি একবার পাইতাম হাতের মইধ্যে!

রাগের চোটে চোখে পানি চলে আসে সহযোদ্ধা সুবীরের। তবুও কিছুই থেমে থাকে না। যুদ্ধের দামামার ভেতর জীবন বয়ে চলে খরস্রোতা নদীর মতো। অগভীর পানির জল আগের মতোই কুলকুল শব্দে টলটলে হাসে। কিন্তু এখন সরলা নদীর গায়ে পায়ে কোথাও কোথাও আলতার মতো রং ভাসে। আগে এমন গুলানো রং দেখা যেত বাঙালি মেয়েদের পায়ে, হাট থেকে কিনে আনা আলতার শিশিতে পাওয়া যায় যেসব রং। দেশের মাটি আর নদীর জলে এখন এখানে সেখানে তরল লাল রং দেখা যায়, সেগুলো তাজা রক্তের রং। সাথে পচে যাওয়া মৃতদেহের অসহ্য বোঁটকা গন্ধ!

একদিন বিকেলে মুক্তিযোদ্ধাদলের কমান্ডার পলাশ এসে বলল, সবাই তৈরি হয়া নাও। খবর আসছে আমাগো এই গেরামের পাশ দিয়া আইজ রাইতে একটা মিলিটারি ভ্যান যাইব। মিলিটারিগুলারে মাইরা ভ্যানটা নিতে অইবো আমাগো। ভ্যানের ভিতরে অনেক অস্ত্র-সস্ত্রও থাকার কথা।

-শহরের দিকে যাইতাছে তারা। দেশের সব মিলিটারিরা এখন ঢাকার দিকে ছুটতাছে। মনে হয় খুব বড় কোনো অপারেশনের প্রস্তুতি নিতাছে শয়তানের দল, সুবীর বলে।

-তাইলে তো আমাগো সবাইরে অহন ঢাকাতেই যাওন দরকার, উত্তেজিত হয়ে বলে জয়নাল।

-মনে অইতাছে দেশটা এইবার স্বাধীন হয়া যাইব। নিজের একটা দেশ পামু। নিজের ভাষায় কথা কমু। নিজের আয় রোজগার নিজের জন্য খরচ করমু, হাততালি দিয়ে ওঠে কালাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে যখন, সাথে হালকা কুয়াশাও নেমে এলো চারপাশে। ডিসেম্বরের শুরুর সময় এখন। হালকা শীত বাতাসে। গরমের দেশে বছরের এই সময়টা সবার কাছে খুব আরামের। সবুজদের মুক্তিবাহিনীতে টানটান উত্তেজনা। ওদের রক্তে টগবগ করে ফুটছে পাকিস্তানিদের কাছ থেকে নিজের দেশকে ছিনিয়ে নেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। গ্রামের পাশে যে পাকা সড়কটি আছে সেখানে রাস্তার দুইধারে মুক্তিবাহিনীর গোটা চৌদ্দ সাহসী সৈনিক ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ওঁৎ পেতে আছে। মিলিটারির গাড়ির শব্দ পেলে ওরা কমান্ডারের নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পাকিস্তানী মিলিটারিগুলোকে মেরে ওদের গাড়িটি নিয়ে নিতে হবে। এই গাড়িতে করেই তারা আগামী সপ্তাহে ঢাকা যাবে। অন্ধকারে মশার কামড় গায়ে হুল ফোটাচ্ছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা বেড়ে ঠান্ডাও পড়েছে খুব। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কারো ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। সবাই প্রস্তুত। নেতার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে সবাই একটু পরপর।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর অবশেষে মনে হলো পাকা রাস্তার সুতো ধরে দূরে কোথাও মৃদু কাঁপন অনুভূত হচ্ছে। চাকার ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে অন্ধকারের অদেখা গহ্ববরের অন্তস্থল থেকে। ধীরে ধীরে অনেকদূর থেকে গাড়ির হেডলাইটের আলো ফুটে উঠছে। ক্রমান্বয়ে শব্দ, আলো, আর মিলিটারিবহনকারী গাড়িটি স্পষ্ট হতে লাগল। অপেক্ষায় থাকা মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলো রাস্তার দুইপাশ থেকে দুইটি পেট্রল ভরা ড্রাম ঠেলে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এলো। একজন ম্যাচের একটি কাঠি দিয়ে ড্রাম দুটিতে আগুন ধরিয়ে দিলো। পুরো রাস্তায় দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। মিলিটারি গাড়িটি শুনশান নীরবতার বুক ফুঁড়ে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠতে দেখে কিছুটা ভড়কে গিয়েছিল। গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলেছে মিলিটারি ড্রাইভার। সেই সুযোগে মুক্তিবাহিনীর চারটি ছেলে লাফিয়ে উঠে গেল গাড়ির ছাদে। বন্দুকের হাতলের কাঠ দিয়ে, হাতে করে আনা ইট দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে গাড়ির কাঁচ ভেঙে ফেলল মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা। মিলিটারিরা গাড়ি থামায়। তারাও এখন যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। পিছিয়ে পড়া মুক্তিবাহিনীর বাকি ছেলেরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে গাড়ির কাছে।

কমান্ডারের নির্দেশে সুবীর সামনে আর পেছনে জয়নাল ও সবুজ গুলি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির কাছে। শবে-বরাত অথবা ঈদের আগে, কিংবা দিওয়ালি আর বিসর্জনের রাত্রিতে যতরকম আলোকসজ্জা আতশবাজির খেলা দেখা যেত একসময়, আজ রাতেও কুয়াশামাখা অন্ধকারে ছিটকে ছিটকে অনেকটা তেমনই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে বাঙালি আর পাকিস্তানিদের বন্দুক ও রাইফেলের আগুন। আচমকা কানে আসে উর্দু ভাষায় বুক হিম করা আর্তনাদ। বাংলা ভাষায় মৃত্যু চিৎকার। কিন্তু কী উর্দু, কী বাংলা- কেউ থামে না। ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী আবারো বৃহৎ জয়ের জন্য মানবপ্রাণ বিসর্জন ক্ষুদ্র বলেই বিবেচিত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। এইসময় সবুজের একহাত সামনে জয়নাল বুকে হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সবুজ থেমে যায়। ফিসফিস করে ডাকে, জয়নাল, ওই জয়নাল। কিরে তোর গুলি লাগছে নাকি?

রক্তে ভেজা হাতটি বুকের উপর থেকে চোখের সামনে আনে জয়নাল। বলল, মনে অয় গুলি লাগছেরে। তুই যা। একটারেও পলাইতে দিবি না এইখান থিকা। মিলিটারির গাড়িও নিবি আর তাগোর সবগুলার জানও নিবি।

হাঁপাতে থাকে জয়নাল। কথা বলছে না আর। জয়নালের মৃতদেহটিকে টেনে নিতে নিতে সবুজের কাঁধ থেকে ওর রাইফেলটি ফস্কে রাস্তার পাশে খাদের দিকে গড়িয়ে চলে গেল। অন্ধকারে সেটিকে আর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু সবুজ হাল ছাড়ল না। খালি হাতেই মোকাবেলা করবে সে।

সবুজ দ্রুত চিন্তা করছে। হাতে সময় কম। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে করে মিলিটারির গাড়ির নিচে ঢুকে গেল। গাড়ির পেছনের চাকার ঠিক পাশেই বুট পরা একজোড়া পা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। সবুজের হাতে এইমুহূর্তে কোনো অস্ত্র নেই। সবুজ চিন্তা করছে, আচমকা আক্রমণ করে লোকটাকে কোনোভাবে মাটিতে ফেলে দিতে পারলেই... কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখল আশেপাশে আর কোনো মিলিটারি নেই, তখন সবুজ নিঃশব্দে গাড়ির তলা থেকে বের হয়ে এক ধাক্কায় লোকটিকে রাস্তার উপর ফেলে দিলো। বা হাতে লোকটির টুটি চেপে ধরে সবুজ ডান হাতের কুনুই উঁচু করেছে, মেরে লোকটার নাক মুখ ফাটিয়ে দিতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে একটা গুলি এসে লাগে সবুজের পিঠের মাঝখানে। কয়েক সেকেন্ড থমকে থাকে সবুজ। তারপর আবার গুলি। আবারো। শরীর ভেঙে রাস্তার উপর কাত হয়ে পড়ে সবুজের রক্তাক্ত শরীর। শার্টের বুক পকেটে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সবুজ বের করে আনে নরম সুতোয় বোনা একেবারে নতুন ছোট্ট রঙিন নিমাটি।

কথা ছিল, সবুজ তার সন্তানের গায়ে নিজের হাতে পরাবে এই নিমা। কিন্তু এইমুহূর্তে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসা চোখের দৃষ্টিতে সবুজের কাছে মনে হচ্ছে, গোটা দেশটিই সবুজ আর ময়নার প্রাণপ্রিয় সন্তান। তাই দেশের গায়েই পরিয়ে দিলো সবুজ তার হাতে ধরা রক্তমাখা নিমাটি। চিরতরে চোখ বন্ধ করার আগে শরীরের শেষ শক্তিটুকু একত্রিত করে মুক্তিযোদ্ধা সবুজ রক্তাক্ত লাল নিমাটি হাতে উঁচিয়ে ধরল। গলা ফাটিয়ে শেষবারের মতো চিৎকার করল, জয় বাংলা!

স্মৃতিপটে আফ্রিকা সাফারি

নীলোফার রাজা চৌধুরী

গন্তব্য আমাদের পূর্ব আফ্রিকার গরংগরো সাফারী। সন্ধ্যার পুরো অন্ধকার নেমে আসার কিছুক্ষণ আগেই পৌঁছে গেলাম সাফারির তাঁবুতে।

মাইলের পর মাইল ধূ-ধূ সমতল ভূমি। অনেক দূরে দূরে মাঝারী ধরনের এক একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে লম্বা শুকনো ঘাসের মতো কিছু ঝোপও দেখা যায়। চলে গেলাম রিসেপশনে। একতলা একটা ঘর। একপাশে অফিস। সামনে লম্বা খোলা বারান্দা। এখানেই চেয়ার, টেবিল দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। বারান্দার অন্যপাশে বসার জন্য কয়েকটা চেয়ার পাতা। ছোট ছোট গ্লাসে ফ্রেস জুস দেওয়া হলো। দেখছিলাম চারপাশটা। ডায়নিং বা রিসেপশন এর অংশটা মাঝখানে রেখে দু'পাশে পর পর সমান দূরত্বে পাঁচটা করে মোট দশটা তাঁবু। আধ ঘণ্টার মতো একটা ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হলো আমাদের। সবকিছু শুনে তো রোমাঞ্চের পাশাপাশি ভয়টা অনেক বেড়ে গেলো। শুনলাম সন্ধ্যার পর থেকেই হিংস্র জীবজন্তুগুলো এই এলাকাতে আসা-যাওয়া শুরু করে। তাই সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই রাতের খাওয়ার পর্বটা শেষ করে সবাইকে নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যেতে হবে। দিনের আলো শেষ হওয়ার আগেই "ক্যাম্প ফায়ার" এ আগুন দেওয়া হয়। জীবজন্তুরা তখন কাছে ভিড়ে না। তাঁবুগুলোর পেছনেই কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা। বার বার করে আমাদের সাবধান করা হলো কেউ কোন অবস্থায়ই যেন তাঁবুর বাইরে বের না হই। জীব জন্তুদের সাথে মাসাইদের {এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা}একটা গভীর সখ্যতা আছে। এসব এলাকায় বন্য জন্তু এবং মাসাইরা শুনেছি পাশাপাশি হেঁটে চলে। এসব কারনেই এখানে নৈশ প্রহরীদের প্রায় সবাই মাসাই।

অন্ধকার হতে বেশী দেরি নেই। ডিনারের পর্বটা শেষ করে তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে যেতে হলো। আমাদের পারিবারিক বন্ধু ফারুক ভাই ও হেনা ভাবি একটা তাঁবুতে এবং মেয়ে ইমিতাসহ আমরা তার পাশের তাঁবুতে। মাসাইরা হারিকেন এবং লম্বা চিকন ছড়ি হাতে আমাদের নিয়ে চললো তাঁবুর দিকে। ছোট বারান্দার সামনের বড় গাছটাতে হারিকেনটা ঝুলিয়ে রাখলো। পুরো তাঁবুটা দুটো লেয়ারের। খুবই মজবুত। দু'টো লেয়ারেরই আলাদা আলাদা জিপ ছিলো খোলা বা বন্ধ করার জন্য। মেঝেটা পাকা। তাঁবুর ভেতরে একপাশ দিয়ে সিংগল তিনটা খাট পর পর রাখা। তার বিপরীতে ছোট ছোট দু'টো টেবিল। তাঁবুর ভেতরে আবার চারটা ভাগ। খাট, টেবিলের পরই একটা পর্দা দিয়ে পার্টিশন দেয়া হয়েছে। পর্দার অন্যপাশে তিনটা ভাগ। টয়লেট এবং বাথরুম পড়েছে তাঁবুর শেষ প্রান্তে। দু'টো ভাগই এতো ছোট যে তাঁবুর গায়ে গায়ে লেগেই যেন বসতে বা দাঁড়াতে হয়। টেবিলের উপর টর্চ এবং একটা বাঁশি রাখা। রাতে জীবজন্তু এসে হানা দিলে বাঁশি বাজাতে হবে এবং প্রয়োজনে তাঁবুর জিপটা অল্প খুলে টর্চ জ্বালালেই ওরা যথাশীঘ্র চলে আসবে উদ্ধার কার্যে।

মোশতাক এবং ইমিতাকে ছাড় দিলাম বাথরুমের কাজ আগে সারতে। ফ্রেশ হয়ে বিছানায় উঠলো দু'জন । মোশতাকের জন্য বরাদ্দ হলো দরজার পাশের বিছানাটা। এখানে সেইতো একমাত্র সাহসী পুরুষ! দুজনের সাথে আমার শর্ত ছিলো আমি বিছানায় না আসা পর্যন্ত ওদেরকে সজাগ থাকতে হবে। সব লাইটগুলো জ্বালানো ছিলো।

বাথরুমে ঢুকতেই মনে হলো একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ভয় পেলাম। শুনেছিলাম রাতে জীবজন্তু আসতে পারে। তাই বলে এতো তাড়াতাড়ি! চাইলাম যথাশীঘ্র কাজ শেষ করে বিছানায় উঠে পড়ি। প্রতি মুহূর্তে শব্দগুলো বেড়েই যাচ্ছে। জন্তুগুলো তাঁবুতে ঢোকার জন্য অস্থির। একেতো লাইট জ্বালানো, তারপর এতো কাছে থেকে হয়তো মানুষের গন্ধও পাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে থেকে মাটি খুড়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। আমার আর এইসব হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে দূরত্ব সম্ভবতঃ একফুটের চাইতেও কম । মাঝখানে শুধু তাঁবুর পর্দাটা। নিঃশব্দ রাতে একসাথে এতোগুলো হিংস্র জানোয়ারের গলার শব্দ! তাড়াতাড়ী করে বেরিয়ে আসলাম বাথরুম থেকে। কিন্তু ভয়ের ঠ্যালায় লাইট বন্ধ করতে ভুলে গেছি। এমনকি দরজাগুলোর চেইনও লাগানো হয়নি। কম্বলের নিচে ঢুকে পড়লাম। আমার দু'পাশের বিছানায় তখন দু'জন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিতে বা চিমটি কাটতে চেষ্টা করছি,কোন খবরই নেই। বুঝলাম দু'জনে বই পড়ে সজাগ থাকার চেষ্টা করেছিলো। বইগুলো পাশেই পড়ে আছে। গলা বাড়িয়ে ডাকার সাহসও নেই। জন্তুগুলো তখন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে। বিছানার মাথার পাশটা তাঁবুর সাথে প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। এবার হয়তো টের পেয়ে গেছে মানুষগুলো এইপাশে। মাথার পাশটাতে তাঁবুতে অনবরত আঁচড়াচ্ছে নখ দিয়ে। রাগে, ক্রোধে গলা দিয়ে গরগর শব্দ করছে। ওদের নখ তাঁবুর পর্দা ভেদ করলেই সরাসরি মাথার তালুতেই ঢুকবে। বাইরে একটুখানি আলোর ছটা আসার আগ পর্যন্ত চললো এভাবেই।

ভোরবেলা তাঁবুর বাইরে কেউ ডাকছে। উঠে বসলাম। দরজার চেইন একটুখানি ফাঁক করে দেখা গেলো একজন মাসাই দাঁড়িয়ে আছে। শীতের সকাল-আমাদের জন্য গরম পানি নিয়ে এসেছে। হারিক্যানের বাতিটাও নিভিয়ে দিলো।

নাশতার পর্ব শেষে ঠিক সাতটায় উঠে বসলাম গাড়ীতে। উদ্দেশ্য সাফারি ঘুরে দেখা।

গাড়ী ছুটছে। নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই। সমুদ্রের মতো অবারিত মাঠে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। প্রচন্ড গরম। গাড়ীর ছাদটা খুলে রেখেছি বাতাসের আশায়। খোলা আকাশের নিচে এই ধূ ধূ প্রান্তরে হাজার ধরণের জীবজন্তু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবারের সন্ধানে। কেউবা ভরা পেটে গাছের নিচে দিবা নিদ্রায় আচ্ছন্ন, অনেকে কড়া রোদেই বসে ঝিমুচ্ছে। অনেকে একা, অনেকে আবার দলেবলে। কি অদ্ভুত ওদের জীবন। আহার, নিন্দ্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন কোন জন্তুকে দেখা যায় একা হেঁটে হেঁটে অনেকদূর পর্যন্ত যাচ্ছে। খাবার কাছেই আছে,তবু হাঁটছে। মনে মনে ভাবতাম ওদের ভাষা জানা থাকলে ডেকে জিজ্ঞেস করতাম তার গন্তব্যস্থলটা কোথায়! কোথাও দেখা গেলো প্রচন্ড রোদের তাপেও খোলা মাঠে একই ধরনের অনেকগুলো জন্তু গোল হয়ে বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বলতাম মিটিং করছে। মজাই লাগতো যখন দেখা যেতো একটা উঁচু গাছের নিচে বেশ কয়েকটা জন্তু গোল হয়ে বসা একটুখানি ছায়ার আশাতে। হয়তো চার/পাঁচ জনের মাথায় গাছের ছায়া পড়েছে। বাকিরা রোদে।

ঝক্কর ঝক্কর তালে গাড়ীতে চলছি আমরা। গাড়ীর চালক "জো" জানালো আধা কিঃ মিঃ দূরে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা এবং বায়নোকুলার হাতে নিয়ে বসলাম। কয়েক ফুট দূরত্বে একটা বড় গাছের নীচে তিন/চারটা সিংহ শুয়ে আছে। মাত্র ছয়/ সাত হাত দূরে গাড়ী থামলো। যথেষ্ট আস্তে ধীরে কথা বলছি যেন ওরা শুনতে না পায়। ইমিতা দাঁড়িয়ে গাড়ীর খোলা ছাদ দিয়ে ভিডিও করছে। দু/চার মিনিট। হঠাৎ করেই বড় সিংহটা চোখ মেলে তাকালো। তারপর মাথা তুলে ঘাড়টা সোজা করে বসলো। চোখ দুটো ইমিতার দিকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দু'এক মিনিট। হঠাৎ জো "No more No more" বলে গাড়ী চালাতে শুরু করলো। পরে আমাদের জানালো এইসব হিংস্র জানোয়ার কারো আই কন্ট্রাক্টে চলে আসলে সেই শিকারটা নাকি সে ধরবেই।

টয়লেটে যাবার উপায় নেই বলে সবাই পানি দিয়ে শুধু গলাই ভেজাচ্ছি। সাফারির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চষে বেড়াচ্ছি। খাবারের সন্ধানে বেরুনো এন্টেলোপের দল{হরিণ জাতীয় প্রাণী}, ওদিকে খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে দু'টো সিংহ। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও এন্টেলোপগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলো।

স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসলো এদের জীবনের নিশ্চয়তা কি! মানবকূলের চাইতে ওদের জীবন অনেক বেশী ঝুঁকিপুর্ণ। ক্ষুধার তাড়নায় কে যে কখন কাকে শিকার ধরছে! নিজের জীবন বাঁচাতে পঞ্চম ইন্দ্রিয়কে সবসময়ই খোলা রাখতে হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বসে ঝিমুতে থাকা জন্তুদের শিকার ধরা হয়তো অনেক সহজ। তাই অনেককেই এসময় প্রান হারাতে হয়। দিনের প্রানী, রাতের প্রানী, ছোট-বড়, সবারই একই কাহিনী।

লাঞ্চের সময় জো আমাদের নিয়ে গেলো একটা নিরাপদ এলাকাতে- যেখানে পর্যটকদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া গাড়ী থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটাও দরকার। একটা নদীর পাশে গাড়ীটা থামলো। সবাই ফ্রেশ হয়ে বড় একটা গাছের নিচে বসে লাঞ্চটা সারলাম। প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ মিনিট পর আবার "যাত্রা হলো শুরু"। গাড়ীতে উঠে সবাই এই লাইন দিয়ে কোরাস গাইলাম।

বাচ্চাদের কার্টুন ছবি "লায়ন কিং" এর নায়ক সিংহ সিম্বা যে উঁচু সিংহাসনটাতে দাঁড়িয়ে বনের অন্যান্য প্রানীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়েছিলো, ওদের একমাত্র সন্তান "ইয়ারাকে" যে সিংহাসন থেকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো-সেই সিংহাসনের সামনে গাড়ী থামিয়ে ছবি তুললাম।

সূর্যাস্তের আগেই ফিরতে হল তাঁবুতে। ডিনারের পর ক্যাম্প ফায়ারের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে বেশ লাগলো। ঠিক সাতটায় মাসাই ছেলেটা আসলো হারিকেন হাতে তাঁবুতে নিয়ে যেতে। ছেলেটার বয়স কুড়ি/পচিশ হবে। জানতে পারলাম এর মধ্যেই সে তিনটা বিয়ে করে ফেলেছে এবং তার গবাদি পশুর সংখ্যা পাঁচশত। ভালো ইংরেজী জানে ছেলেটা। পর্যটকদের সাথে কাজ করার জন্য চলায়ফেরায় যথেষ্ট ভদ্র এবং স্মার্ট। কিন্তু তবু মাসাইদের ঐতিহ্যগত প্রথা তার মধ্যে রয়ে গেছে। এখানে বিয়েতে ছেলেদের যৌতুক হিসাবে গবাদিপশু দেওয়া হয়। আর গবাদিপশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করছে তাদের সামাজিক পদমর্যাদা।

মোশতাক এবং ইমিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকে আমি আগে বিছানায় উঠবো। লাইট নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ততক্ষণে বাইরে জীবজন্তুর সাড়া পেতে শুরু করেছি। শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে আছে। টের পাচ্ছে হাতের কাছে শিকার, কিন্তু ধরতে পারছে না। রাগে, আক্রোশে যেন ফেটে পড়ছে। তাঁবুর চর্তুদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নখ দিয়ে তাঁবুতে আঁচড় দিচ্ছে আর গলা দিয়ে গরগর শব্দ করছে। একটু ঘুম, একটু ভয়, সব নিয়ে রাতটা কেটে গেলো।

সাফারির শেষ দিনটিতে আমরা দেখতে যাবো এ্যানিমেল মাইগ্রেশন। তানজানিয়া আর কেনিয়ার মাঝখানে একটা অগভীর নদী বয়ে যাচ্ছে। আমরা তানজানিয়ার দিকে নদীর পাশে গাড়ীতে বসে অপেক্ষা করছি। দেখা গেলো হাজার হাজার জেব্রা, এন্টালোপ এবং বাফেলো তাদের গলা অবধি পানিতে হেঁটে হেঁটে তানজানিয়া থেকে কেনিয়ার দিকে যাচ্ছে। কয়েক মাস পর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে ওরা আবার একই পথে তানজানিয়ায় ফিরে আসবে। এটাই এনিমেল মাইগ্রেশন। কি অদভূত সে দৃশ্য। প্রচন্ড রোদের তাপ মাথায় নিয়ে হাঁটছে ওরা। ধূ ধূ অবারিত মাঠে কিভাবে ওরা ওদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারছে - ভাবছি শুধু সেটাই।

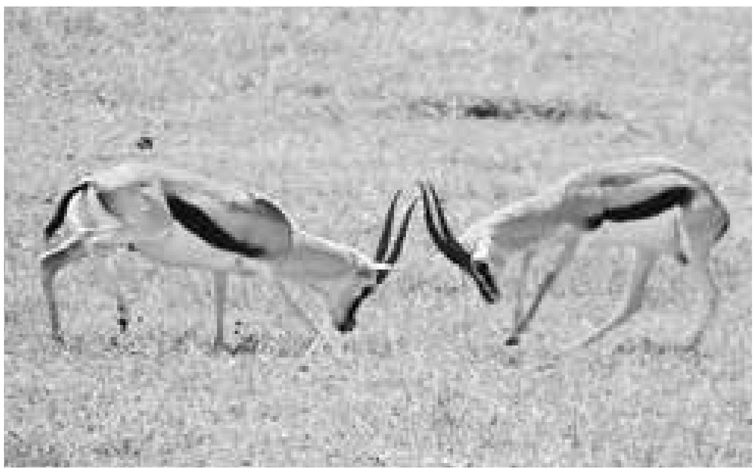

আমার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবস

কাইয়ুম পারভেজ

আমাদের গ্রামটি ছিল একদম সীমান্ত ঘেষা। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়টি মাস আমরা ত্রিপুরার কাতলামারা শরনার্থী শিবিরে ছিলাম। আমার বয়স তখন ৩ বছর আর আমার ছোট ভাইয়ের বয়স ৬ মাস। আমার বড় ৫টি বোন। বড় আপার মাত্র বিয়ে হয়েছে ৭১ এর মার্চ মাসেই।যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত সীমান্ত খুলে দিয়েছে। গ্রামের মানুষ ধান-চাল, গরু-বাছুর, সহায়-সম্বল নিয়ে সীমান্তের ওপাড়ে কাতলা মারা শরনার্থী

শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে।আমার আব্বা ছিলেন নির্বিকার।আব্বার কেন জানি বিশ্বাস জন্মেছিল সীমান্তের এত কাছে পাকিস্তানিরা আসবে না।তিনি সব সময় বলতেন রেল লাইনের পূর্ব পাশে পাঞ্জাবীরা আসবে না।আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশে মাঠ। মাঠের পশ্চিম পাশে লোকাল বোর্ডের রাস্তা।রাস্তার পশ্চিম পাশে বনমালী নাথের বাড়ি।একদিন দুপুর বেলায় আমাদের পশ্চিম ভিটের ঘরের পশ্চিমের জানালা দিয়ে

দেখা গেল বনমালী নাথের বাড়িতে পাঞ্জাবীরা আগুন দিয়েছে।ওই বাড়ির দূরত্ব আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১০০০ গজ হবে।আমার আব্বার বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল সেই সাথে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।এতগুলি ছোট ছোট বাচ্চা, একটিও জোয়ান ছেলে নেই, এখন কি করবেন তিনি।শুধুমাত্র পরনের কাপড়টা নিয়েই জান বাঁচাতে সবাইকে নিয়ে দিলেন পূর্ব দিকে দৌড়।বড় দুলাভাই তখন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে দৌড় দিলেন।

কিছু দূর কোলে করে কিছু দূর হেঁটে আমি ভারতে গেলাম।এরই মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেয়ে প্রতিরোধে নেমে গেল, তারা পূর্বদিক থেকে আর পাকিস্থানীরা পশ্চিমদিক থেকে গুলি করতে থাকল, বৃষ্টির মত গুলি আমাদের ডানে বায়ে,সামনে পিছনে পড়তে থাকল। পিঁপড়ার দলের মত মানুষের দল ভারতের দিকে দৌড়াচ্ছে, কারু গায়ে কারু পায়ে গুলি লেগে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।এভাবেই আমরা ভারতে পৌঁছলাম।ভারতে আমার দিন খুব আনন্দেই কাটছিল, সাড়াদিন খেলা আর বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোন কাজ ছিল না।মা-বাবার কিভাবে দিন কেটেছে এখন অনুভব করতে পারি, তখন বুঝার বয়স হয়নি।

শরনার্থী ক্যাম্পে আমাদের ঘরটি ছিল রাস্থার সাথে।এই রাস্থা দিয়ে প্রতিদিনই মুক্তি যোদ্ধারা মাথায় লোহার টুপি পরে পশ্চিম দিকে হেঁটে যেত বাংলাদেশের দিকে গুলি ছুড়ত। আর পাকিস্থানীরা সীমান্তের ওপার হতে আর্টিলারী শেল ছুড়ত। আর্টিলারীর গোলা আগুনের গোলার মতই আকাশ দিয়ে এসে আমাদের ক্যাম্পে মাঝে মাঝে পড়তো, অনেকের ঘরের কাছেই পড়েছে। আর্টিলারীর গোলা যখন আসত তখন সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ত। আমি নাকি মাকে তখন বলতাম 'মা মাটিতে শুয়েপড় শুয়েপড় আডার লুডি আইতাছে'।

আমরা বাঁশের কঞ্চির বন্দুক দিয়ে পাকিস্থানী আর মুক্তি যোদ্ধা সেজে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতাম।

আমাদের গ্রামটি সীমান্তে হওয়ায় মানুষ প্রায়ই চুপি চুপি চুরি করে গ্রামে

আসত, জিনিস পত্র নিয়ে যেত।আমার আব্বাও একদিন চুপি চুপি গ্রামে রওনা হন। আব্বার পিছু পিছু আমার একটি ৮-৯বছর বয়সী বোনও চলে আসে আব্বা খেয়াল করেননি। গ্রামে পৌঁছার পর আব্বা তাকে দেখতে পান আর তখনই শুরু হয়ে যায় দুদিক থেকে বৃষ্টির মত গুলি।তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আব্বা একটি বড় আম গাছের তলে আশ্রয় নেন। হঠাৎ দেখেন আমার বোনটি নেই।তাকে আর কোন দিন খুঁজে

পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাকে খোঁজাও যায়নি তেমন করে কারন গ্রাম ছিল মানুষ শূন্য। হয়তো এম্বুশে পরে সে মরে গেছে। তার লাশও পাওয়া যায়নি।

হঠাৎ একদিন শুনি সবাই বলাবলি করতেছে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এই কথার কোন অর্থ আমি বুঝিনি। কিছুদিন পর আমরা কাতলামারার শরনার্থী ক্যাম্প থেকে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।ডিশেম্বর মাস, মাঠ ছিল ফাঁকা।আমাদের বাড়ির উত্তর পাশের মাঠ দিয়ে যখন বাড়ির কাছাকাছি আসি তখন দূর থেকে দেখতে পাই আমাদের পশ্চিম ভিটের

টিনের ঘরের পালা (কাঠের খুঁটি) গুলি শুধু বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধার ন্যায় মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে। বাড়িতে একটি ঘরও নেই। শুধুমাত্র আমাদের নারকেল গাছটি আছে আর কোন গাছ নেই, সব গাছও কেটে ফেলেছে।আমাদের ঘরের চালের টিন দিয়ে এবং খাট, আলমিরা কেটে কেটে তার কাঠ দিয়ে পাকিস্থানিরা বাংকারের ছাদ দিয়েছিল।

বাড়িতে পৌঁছে দেখি আমাদের পশ্চিমের ঘরের ভিটের উপর আপনা আপনি বরবটি গাছ হয়ে লতিয়ে আছে এবং তাতে বরবটি ধরে আছে।এই দু'টি দৃশ্য এখনও আমার চোখে স্পষ্ট ভাসে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা হারিয়েছি ঘর, বাড়ি হয়েছে গাছ শূন্য জমিন।বাড়িতে এখন অনেক গাছ, সব ফলের গাছই আমাদের বাড়িতে এখন আছে। টিনের ঘর, ছনের ঘর, ইটের দালান সবই বাড়িতে হয়েছে।কিনতু আমার বোনটিকে আর ফিরে পাইনি, আমার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রায় সময়ই দেখতাম মা বোনটির জন্যে কাঁদে। আমরা এখনও কাঁদি, এই

লেখা লেখার সময়ও কাঁদছি, কাঁদতে হবে আমৃত্যু-এ কাঁন্নার শেষ নেই।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA INC.

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্
Jalalabad association of America Inc.

৫২তম মহান বিজয় দিবস
১৬ই ডিসেম্বর
২০২৩ইং

রোজ: শনিবার, সময়: সন্ধ্যা ৬টা
স্হান: জালালাবাদ ভবন,
৩৬০৭, ৩১ স্ট্রিট, এষ্টোরিয়া,
নিউইয়র্ক, ১১১০৬।

সম্মানিত সুধী,

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক কর্তৃক বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হবে। এতে জালালাবাদ বাসী সহ প্রবাসের সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাদরে আমন্ত্রীত।

অনুষ্ঠান সূচি

- মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ
- আলোচনা সভা
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাদর আমন্ত্রণে

হেলিম উদ্দিন
আহবায়ক
347-596-2115

মিজানুর রহমান
সদস্য সচীব
917-613-0870

বিজয় দিবস শুভেচ্ছান্তে

শাহীন কামালী
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
646-233-6691

মইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
917-535-4131

গত ১০ ডিসেম্বর প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের নির্বাচনে সভাপতি পদে পুনরায় মু. ফখরুল ইসলাম মাছুমকে নির্বাচিত করায়

অভিনন্দন

মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম
নির্বাচিত সভাপতি

প্রচারে : প্রবাসী চাঁদপুরবাসী

UP TO 10% Discount
on Flight Booking

Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: **718-406-9745**
BD: **01810140650**

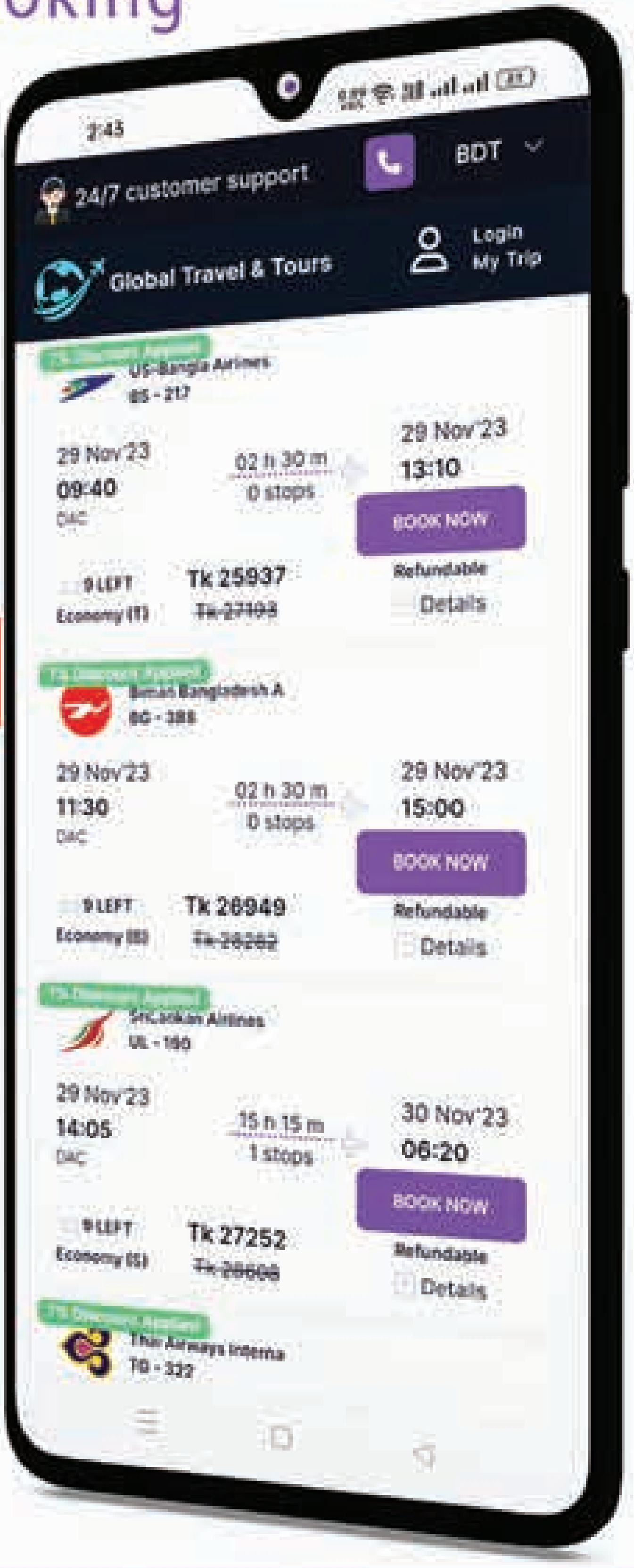

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
14 December 2023, Thursday, Issue 352

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৩০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

প্র কৃ তি

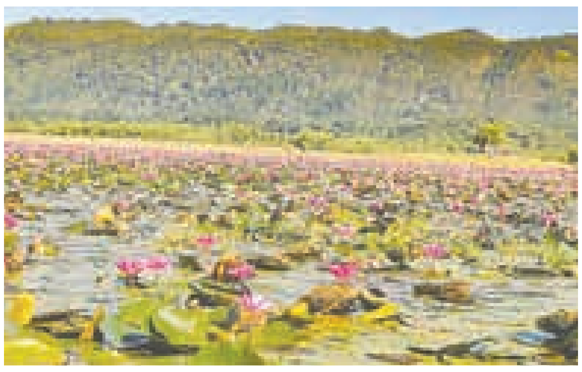

শীতকালের দারুণ এক আকর্ষণ মেঘালয় পাহাড়ের পাশে সিলেটের জৈন্তাপুরের শাপলা বিল। ছবি: লেখক

লাল শাপলার দেশে

লবীব আহমদ, সিলেট

লতাপাতা-গুল্মে ভরা বিলের পানিতে ফুটে আছে হাজার হাজার লাল শাপলা। তার মধ্যে নৌকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি। আপনার পাশ দিয়ে হুঁশ উড়ে গেল একটা বালিহাঁস। কিংবা ভুস করে ভেসে উঠল একটা পানকৌড়ি। কোথাও জলময়ূরী, তো কোথাও পাতিসরালি খেলা করছে আপনার পাশে। এমন দৃশ্য শেষবার কবে দেখেছেন? কিংবা আদৌ দেখেছেন তো বিলভরা লাল শাপলা?

মনে অপার্থিব দৃশ্যের জন্ম হতে পারে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার লাল শাপলার বিলে। ডিবি বিল, ইয়াম বিল, হরফকাট বিল ও কেন্দ্রী বিল— এই চার বিলকে একত্রে লাল শাপলার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

কমিউনিটি অপ-এড

নিউইয়র্কবাসীদের ওপিওইড থেকে রক্ষা করতে হবে: এরিক

এইচ বি রিতা

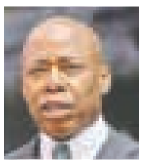

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি বছরের পর বছর ধরে অভারডোজের কারণে সৃষ্ট মৃত্যু প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখনো ওপিওইড মহামারী একটি ক্রমবর্ধমান জনস্বাস্থ্য সংকট যা প্রতিরোধ করা দরকার। সিটি মেয়র একিক অ্যাডামস্ এ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। ১১ ডিসেম্বর সোমবার কমিউনিটি অপ:এড-এ তিনি বলেন, 'এটা আমাদের শহরে অত্যধিক যন্ত্রণার জন্ম দিচ্ছে। নির্মাতারা এবং পরিবেশকরা হাজার হাজার নিউ ইয়র্কবাসীকে ওপিওইড এবং অন্যান্য ব্যথানাশক ওষুধের সাথে যুক্ত করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করছে। এই ব্যবসা আসক্তি এবং ট্র্যাজেডি থেকে মুনাফা লাভ করছে যা মানুষের জীবন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

আমেরিকায় মানুষের মৃত্যু হার অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে

সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন

ইব্রাহীম চৌধুরী

- করোনা-মহামারিতে ব্যাপক মৃত্যু পরও আমেরিকায় অস্বাভাবিক সংখ্যায় লোকজন মারা যাচ্ছে।
- তথ্যমতে আমেরিকার কর্মজীবী অল্প বয়সের লোকজনের মধ্যে মৃত্যু হার বেড়ে গেছে।

মহামারির চেয়েও বেশি মরছে আমেরিকার মানুষ। হঠাৎ করে বিশ্বের উন্নত দেশ, বিত্ত বৈভবের দেশ আমেরিকায় মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৃত্যুর হার বাড়লেও আমেরিকায় গড় আয়ু বাড়ছে না। এ নিয়ে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। খোঁজ করা হচ্ছে, আমেরিকায় মানুষ কেন দ্রুত মরছে। মার্কিন ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিশনার রোবার্ট ক্লিফ বিষয়টিকে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে দেয়া পোস্টে রোবার্ট ক্লিফ ধূমপান, খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্যসেবার সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। আমেরিকার লোকজন করোনা-১৯ মহামারিতে মৃত্যু কমে যাওয়ার পরও দ্রুত মারা যাচ্ছে অস্বাভাবিক সংখ্যায়। এ নিয়ে জনস্বাস্থ্য সংস্থা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এক ধরনের নীরবতা পালন করছেন বলেও কথা উঠেছে।

১২ ডিসেম্বর বিখ্যাত মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্যা হিল এ নিয়ে আশংকাজনক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জীবনবীমা সংস্থাগুলো আমেরিকার লোকজনের বহুমৃত্যু নয়ে বেশ কিছুদিন থেকে উদ্বেগ জানিয়ে আসছে। তাদের হিসেবে ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় ২০২৩ সালের প্রথম ৯ মাসে এক লাখ ৫৮ হাজার বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে আমেরিকায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আমেরিকা সবগুলো যুদ্ধেও এতো লোক হারায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে এ নিয়ে কংগ্রেসকে দ্রুত সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, করোনা মহামারি আমেরিকা ভালোভাবেই সামাল দিয়েছে। জনমৃত্যুর হার এখন মহামারি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা থাকলেও তেমনটি হচ্ছে না। মহামারিতে বয়স্ক ও অসুস্থ লোকজনের ব্যাপক মৃত্যুর পর আমেরিকায় বার্ষিক গড় মৃত্যুর হার বাড়ার কথা ছিল। না হয়ে ক্রমাগত বেশী মৃত্যুর হার অব্যাহত রয়েছে এবং বিষয়টিকে একটি অশনি সংকেত এবং চরম উৎকণ্ঠার উল্লেখ করে সংবাদ প্রতিবেদনে এ নিয়ে জরুরী মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এবং প্রিভেনশনের দেয়া তথ্যমতে আমেরিকার কর্মজীবী অল্প বয়সের লোকজনের মধ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

তরুণ বয়সই আমাকে যুদ্ধে যাবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছিল: তাজুল ইমাম

টক অব দ্যা উইক

সোহানা নাজনীন

১৭ বছর বয়সে চোখের সামনে অনেক ধ্বংস-হত্যা দেখেছিলাম। দেশে তখন গণহত্যা হয়েছিল, আমরা এক কোটি বাঙ্গালি প্রাণ বাঁচার তাগিদে ঘর ছেড়েছিলাম। তাদের অনেকেই ফিরে আসতে পারেনি, পথে খাবারের অভাবে অনেকের মৃত্যু হয়েছিল, ডাকাতের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল। পাকিস্তানি মিলিটারিদের পেতে রাখা ট্র্যাপে পড়ে মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তখনকার সময়ে মানুষের এই অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করার প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার সাধ্য কারোর ছিল না। এটাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল যুদ্ধে যাবার জন্যে। রাতারাতি কিশোর থেকে একজন পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিলাম যেন। একজন পুরুষ যখন কেউ বলার আগে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তখন সে একজন সত্যিকার পুরুষে পরিণত হয়। সব মুক্তিযোদ্ধারাই আমার মতো পরিস্থিতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আমরা কোন রোমাঞ্চকর বই পড়ে কিংবা এডভেঞ্চার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

বিশ্ব অর্থনীতি এখন দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধ সূচনার দ্বারপ্রান্তে

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ফার্স্ট ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দীর্ঘ কয়েক দশকের যেনস্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়েছিল, সেই স্নায়ুযুদ্ধের যুগ ফিরে আসতে পারে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গীতা গোপীনাথ বলেছেন, বিশ্বের বর্তমান অর্থনীতি যে অবস্থানে রয়েছে, তাতে যেকোনো সময় দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। এমনটা হলে প্রথম স্নায়ুযুদ্ধ শেষে বিগত তিন দশকে যা অর্জিত হয়েছে তা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার লড়াইকে কেন্দ্র করে বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন ব্লকে বিভাজিত হয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা বিশ্বকে আরও একটি স্নায়ুযুদ্ধের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

স্মৃতির দর্পণে স্বাধীনতা

মোঃ আবু তাহের চৌধুরী

ঊনিশ শো একাত্তর। সারা দেশের ন্যায় নবীগঞ্জে পাক হানাদার বাহিনী নির্বিচারে বাঙ্গালী হত্যা করেছিল।

সেইদিন ছিল সম্ভবত ১৫ই আগষ্ট বা শ্রাবন মাস, ঠিক শ্রাবনী পূঁজার আগের দিন। বানিয়াচং এর মাখালকান্দী হয়ে নৌকা যোগে আচমকা নবীগঞ্জে উপস্থিত হয় একদল পাকহানাদার বাহিনী। তখনকার থানা ও পোষ্ট অফিস

এর সামনের নদীঘাটে নৌকা ভীড়ার সাথে সাথে হানাদার বাহিনীর উপস্থিতির খবর চতুরদিকে ছড়িয়ে পরলে, বাজার ও বাজার এলাকার মানুষজন দিক বিদিক ছুটো ছুটি করে পালাতে শুরু করে। ধন জন সম্পদ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুর খেয়াল তখন কেউ করেনি, সবাই নিজ নিজ প্রাণ নিয়ে পালাতে শুরু করে, কেউ পিছু থাকায় নি। পাক হানাদারের টার্গেট ছিল স্বাধীনতাকামী জনগন সেই হিসেবে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আরো বড় বিপদ ছিল।

আর এইদিন শ্রাবণী পূজার হাট থাকায় তাদের উপস্থিতি ছিল বেশি বাজারে । সকল দোকানিরাও সেদিন দোকান ফেলে পালানো শুরু করে।

জনগণের মধ্য থেকে পাক হানাদার ও তাদের দোসররা ধড়-পাকর করে অনেক নিরপরাধ মানুষকে থানার হাজতখানায় আটক করে ফেলে। ঐদিনই পাশের গ্রাম থেকে বাঙালি লোক ডেকে আনে, এবং তাদের কে দিয়ে থানার সামনেই নদীর পাড় ঘেঁষে একটি গণকবর খুঁড়ে ।

যেখানে আজকে স্মৃতিসৌধ বিধ্যমান আছে।

ঠিক ওখানেই তারা গর্ত করে আটক প্রায় ২১/২২জন বাঙ্গালীকে প্রতি লাইনে ৫/৭ জন করিয়া দাঁড় করিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আগেই খুঁড়া গর্তে পৈশাচিকভাবে মাটিচাপা দেয়। ইতিহাসের এই অমানবিক বর্বরোচিত হত্যাকান্ড সেদিন দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার স্বচোখে দেখেছিলাম বলে, সারা জীবন তার স্মৃতি মন্থনে বেদনায় নিঃশ্বাস ফেলে যাচ্ছি ।

সেদিন যারা পাক-হানাদার বাহিনী কে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করেছিল, সেই প্রধান তিন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com